কাব্যগ্রন্থ

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রাপ্তিস্থান—

ইণ্ডিয়ান্ প্রেস—এলাহাবাদ

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস্

২২নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট কলিকাতা।

Printed and published by Apurvakrishna Bose,

at the Indian Press,—Allahabad.

কাব্যগ্রন্থ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ষষ্ঠ খণ্ড

প্রকাশক

ইণ্ডিয়ান প্রেস—এলাহাবাদ

১৯১৫

সূচী

রাজা ও রাণী

রাজা ও রাণী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর—প্রাসাদের এক কক্ষ

বিক্রমদেব ও দেবদত্ত

দেবদত্ত

মহারাজ, এ কি উপদ্রব !

বিক্রমদেব

হয়েছে কি !

দেবদত্ত

আমারে বরিবে না কি পুরোহিত পদে ?
কি দোষ করেছি প্রভো ? কবে শুনিয়াছ
ত্রিষ্টুভ অনুষ্টুভ এই পাপমুখে ?
তোমার সংসর্গে পড়ে' ভুলে বসে' আছি
যত যাগযজ্ঞবিধি ! আমি পুরোহিত ?
শ্রুতিস্মৃতি ঢালিয়াছি বিস্মৃতির জলে।

এক বই পিতা নয় তাঁরি নাম ভুলি,
দেবতা তেত্রিশ কোটি গড় করি সবে !
স্কন্ধে ঝুলে পড়ে' আছে শুধু পৈতে খানা
তেজহীন ব্রহ্মণ্যের নির্ব্বিষ খোলষ !

বিক্রমদেব

তাই ত নির্ভয়ে আমি দিয়েছি তোমারে
পৌরোহিত্য ভার। শাস্ত্র নাই, মন্ত্র নাই,
নাই কোনো ব্রহ্মণ্য বালাই।

দেবদত্ত

তুমি চাও
নখদন্তভাঙা এক পোষা পুরোহিত !

বিক্রমদেব

পুরোহিত, একেকটা ব্রহ্মদৈত্য যেন।
একেত আহার করে রাজস্কন্ধে চেপে
সুখে বারো মাস, তা'র পরে দিন রাত
অনুষ্ঠান, উপদ্রব, নিষেধ, বিধান,
অনুযোগ, অনুস্বার বিসর্গের ঘটা—
দক্ষিণায় পূর্ণ হস্তে শূন্য আশীর্ব্বাদ !

দেবদত্ত

শাস্ত্রহীন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন যদি,
আছেন ত্রিবেদী ; অতিশয় সাধুলোক ;
সর্ব্বদাই রয়েছেন জপমালা হাতে
ক্রিয়াকর্ম্ম নিয়ে ; শুধু মন্ত্র উচ্চারণে
লেশমাত্র নাই তাঁর ক্রিয়াকর্ম্মজ্ঞান !

বিক্রমদেব

অতি ভয়ানক ! সখা, শাস্ত্র নাই যার
শাস্ত্রের উপদ্রব তা'র চতুর্গুণ !
নাই যার বেদবিদ্যা, ব্যাকরণ-বিধি,
নাই তা'র বাধাবিঘ্ন,—শুধু বুলি ছোটে
পশ্চাতে ফেলিয়া রেখে তদ্ধিৎ প্রত্যয়
অমর পাণিনি ! এক সঙ্গে নাহি সয়
রাজা আর ব্যাকরণ দোঁহারে পীড়ন।

দেবদত্ত

আমি পুরোহিত ? মহারাজ, এ সংবাদে
ঘন আন্দোলিত হবে কেশলেশহীন
যতেক চিক্কণ মাথা ; অমঙ্গল স্মরি'
রাজ্যের টিকি যত হবে কণ্টকিত !

বিক্রমদেব

কেন অমঙ্গলশঙ্কা ?

দেবদত্ত

কর্ম্মকাণ্ডহীন
এ দীন বিপ্রের দোষে কুলদেবতার
রোষ হুতাশন—

বিক্রমদেব

রেখে দাও বিভীষিকা।
কুলদেবতার রোষ নতশির পাতি'
সহিতে প্রস্তুত আছি ;—সহে না কেবল
কুল-পুরোহিত-আস্ফালন। জান সখা,
দীপ্ত সূর্য্য সহ্য হয় তপ্ত বালি চেয়ে !
দূর কর মিছে তর্ক যত ! এস করি
কাব্য-আলোচনা ! কাল বলেছিলে তুমি
পুরাতন কবিবাক্য—"নাহিক বিশ্বাস
রমণীরে"—আর বার বল শুনি !

দেবদত্ত

"শাস্ত্রং—"

বিক্রমদেব

রক্ষা কর—ছেড়ে দাও অনুস্বার গুলো !

দেবদত্ত

অনুস্বর ধনুঃশর নহে, মহারাজ,
কেবল টঙ্কারমাত্র! হে বীরপুরুষ,
ভয় নাই! ভালো, আমি ভাষায় বলিব।
"যত চিন্তা কর শাস্ত্র চিন্তা আরো বাড়ে,
যত পূজা কর ভূপে, ভয় নাহি ছাড়ে।
কোলে থাকিলেও নারী রেখো সাবধানে,
শাস্ত্র, নৃপ, নারী কভু বশ নাহি মানে!"

বিক্রমদেব

বশ নাহি মানে! ধিক্ স্পর্দ্ধা কবি তব!
চাহে কে করিতে বশ? বিদ্রোহী সে জন!
বশ করিবার নহে নৃপতি, রমণী!

দেবদত্ত

তা বটে! পুরুষ র'বে রমণীর বশে!

বিক্রমদেব

রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে জানে?
বিধির বিধান সম অজ্ঞেয়—তা বলে'
অবিশ্বাস জন্মে যদি বিধির বিধানে,
রমণীর প্রেমে,—আশ্রয় কোথায় পাবে?

নদী ধায়, বায়ু বহে কেমনে কে জানে !
সেই নদী দেশের কল্যাণ-প্রবাহিণী,
সেই বায়ু জীবের জীবন।

দেবদত্ত

বন্যা আনে
সেই নদী ; সেই বায়ু ঝঞ্ঝা নিয়ে আসে !

বিক্রমদেব

প্রাণ দেয়, মৃত্যু দেয়, লই শিরে তুলি' ;
তাই বলে' কোন মূর্খ চাহে তাহাদের
বশ করিবারে ! বদ্ধ নদী, বদ্ধ বায়ু
রোগ, শোক, মৃত্যুর নিদান। হে ব্রাহ্মণ,
নারীর কি জান তুমি ?

দেবদত্ত

কিছু না রাজন্ ;
ছিলাম উজ্জ্বল করে' পিতৃমাতৃকুল
ভদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে ; তিনসন্ধ্যা ছিল
আহ্নিক তর্পণ ;—শেষে তোমারি সংসর্গে
বিসর্জ্জন করিয়াছি সকল দেবতা,
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।

ভুলেছি মহিম্নস্তব—শিখেছি গাহিতে
নারীর মহিমা ; সে বিদ্যাও পুঁথিগত,
তা'র পরে মাঝে মাঝে চক্ষু রাঙাইলে
সে বিদ্যাও ছুটে যায় স্বপ্নের মতন !

বিক্রমদেব

না না ভয় নাই সখা, মৌন রহিলাম ;
তোমার নূতন বিদ্যা বলে' যাও তুমি !

দেবদত্ত

শুন তবে—বলিছেন কবি ভর্ত্তৃহরি,—
"নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল,
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল !"

বিক্রমদেব

সেই পুরাতন কথা !

দেবদত্ত

সত্য পুরাতন।
কি করিব মহারাজ, যত পুঁথি খুলি
ওই এক কথা ! যত প্রাচীন পণ্ডিত
প্রেয়সীরে ঘরে নিয়ে এক দণ্ড কভু

ছিল না সুস্থির! আমি শুধু ভাবি, যার
ঘরের ব্রাহ্মণী ফিরে পরের সন্ধানে,
সে কেমনে কাব্য লেখে ছন্দ গেঁথে গেঁথে
পরম নিশ্চিন্ত মনে?

বিক্রমদেব

মিথ্যা অবিশ্বাস!
ও কেবল ইচ্ছাকৃত আত্মপ্রবঞ্চনা!
ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রেম নিতান্ত বিশ্বাসে
হ'য়ে আসে মৃত জড়বৎ—তাই তা'রে
জাগায়ে তুলিতে হয় মিথ্যা অবিশ্বাসে।
হের, ওই আসিছেন মন্ত্রী! স্তূপাকার
রাজ্যভার স্কন্ধে নিয়ে। পলায়ন করি!

দেবদত্ত

রাণীর রাজত্বে তুমি লওগে আশ্রয়!
ধাও অন্তঃপুরে! অসম্পূর্ণ রাজকার্য্য
দুয়ার বাহিরে পড়ে' থাক্; স্ফীত হোক্
যত যায় দিন! তোমার দুয়ার ছাড়ি
ক্রমে উঠিবে সে ঊর্দ্ধদিকে,—দেবতার
বিচার-আসন পানে!

বিক্রমদেব

এ কি উপদেশ ?

দেবদত্ত

না রাজন্ ! প্রলাপ বচন ! যাও তুমি,
কাল নষ্ট হয় !

(রাজার প্রস্থান)

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী

ছিলেন না মহারাজ ?

দেবদত্ত

করেছেন অন্তর্দ্ধান অন্তঃপুর পানে !

মন্ত্রী

(বসিয়া পড়িয়া)

হা বিধাতঃ, এ রাজ্যের কি দশা করিলে ?
কোথা রাজা, কোথা দণ্ড, কোথা সিংহাসন !
শ্মশানভূমির মত বিষণ্ণ বিশাল
রাজ্যের বক্ষের পরে সগর্ব্বে দাঁড়ায়ে
বধির পাষাণ-রুদ্ধ অন্ধ অন্তঃপুর !
রাজশ্রী দুয়ারে বসি' অনাথার বেশে
কাঁদে হাহাকার রবে !

দেবদত্ত

দেখে হাসি আসে
হ'ল ভালো মন্ত্রিবর ; অহর্নিশি যেন
রাজ্য ও রাজায় মিলে লুকোচুরি খেলা !

মন্ত্রী

এ কি হাসিবার কথা ব্রাহ্মণ ঠাকুর ?

দেবদত্ত

না হাসিয়া করিব কি ! অরণ্যে ক্রন্দন
সে ত বালকের কাজ ;—দিবস রজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্ত্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মত তুষার কঠিন !
কি ঘটেছে বল শুনি !

মন্ত্রী

জান ত সকলি !
রাণীর কুটুম্ব যত বিদেশী কাশ্মীরী
দেশ জুড়ে বসিয়াছে ; রাজার প্রতাপ
ভাগ করে' লইয়াছে খণ্ড খণ্ড করি',

বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন মৃত সতী-দেহ সম।
বিদেশীর অত্যাচারে জর্জ্জর কাতর
কাঁদে প্রজা। অরাজক রাজসভামাঝে
মিলায় ক্রন্দন। বিদেশী অমাত্য যত
বসে' বসে' হাসে। শূন্য সিংহাসন পার্শ্বে
বিদীর্ণ-হৃদয় মন্ত্রী বসি' নতশিরে!

দেবদত্ত

বহে ঝড়, ডোবে তরী, কাঁদে যাত্রী যত,
রিক্তহস্ত কর্ণধার উচ্চে একা বসি'
বলে 'কর্ণ কোথা গেল!' মিছে খুঁজে মর,
রমণী নিয়েছে টেনে রাজকর্ণখানা,
বাহিছে প্রেমের তরী লীলা-সরোবরে
বসন্ত-পবনে—রাজ্যের বোঝাই নিয়ে
মন্ত্রীটা মরুক্ ডুবে অকূল পাথারে!

মন্ত্রী

হেসো না ঠাকুর! ছি ছি, শোকের সময়ে
হাসি অকল্যাণ!

দেবদত্ত

আমি বলি মন্ত্রিবর
রাজারে ডিঙায়ে, একেবারে পড় গিয়ে
রাণীর চরণে!

মন্ত্রী

আমি পারিব না তাহা !
আপন আত্মীয় জনে করিবে বিচার
রমণী, এমন কথা শুনি নাই কভু।

দেবদত্ত

শুধু শাস্ত্র জান মন্ত্রী ! চেন না মানুষ !
বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারী ; পারে না সহিতে
পরের বিচার।

মন্ত্রী

ওই শুন কোলাহল !

দেবদত্ত

এ কি প্রজার বিদ্রোহ ?

মন্ত্রী

চল দেখে আসি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজপথ—লোকারণ্য

কিনু নাপিত

ওরে ভাই কান্নার দিন নয়! অনেক কেঁদেছি, তাতে কিছু হ'ল কি?

মনসুখ চাষা

ঠিক বলেছিস্‌রে, সাহসে সব কাজ হয়,—ওই যে কথায় বলে, "আছে যার বুকের পাটা, যম্‌রাকে সে দেখায় ঝাঁটা।"

কুঞ্জলাল কামার

ভিক্ষে করে' কিছু হবে না, আমরা লুঠ কর্ব্ব।

কিনু নাপিত

ভিক্ষেং নৈম নৈমচং। কি বল খুড়ো, তুমি ত স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণের ছেলে, লুঠপাটে দোষ আছে কি?

নন্দলাল

কিছু না, ক্ষিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা। জানিস্ ত অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া ত আর অগ্নি নেই।

অনেকে

আগুন! তা ঠিক বলেছ। বেঁচে থাক ঠাকুর! তবে তাই হবে! তা আমরা আগুনই লাগিয়ে দেব'। ওরে আগুনে পাপ নেই রে। এবার ওঁদের বড় বড় ভিটেতে ঘুঘু চরাব!

কুঞ্জর

আমার তিনটে সড়কি আছে।

মনসুখ

আমার এক গাছা লাঙ্গল আছে, এবার তাজপরা মাথাগুলো মাটির ঢেলার মত চষে' ফেল্‌ব!

শ্রীহর কলু

আমার এক গাছ বড় কুড়ুল আছে, কিন্তু পালাবার সময় সেটা বাড়িতে ফেলে এসেছি!

হরিদীন কুমোর

ওরে তোরা মর্ত্তে বসেচিস্‌ না কি? বলিস্‌ কি রে! আগে রাজাকে জানা, তা'র পরে যদি না শোনে, তখন অন্য পরামর্শ হবে।

কিনু নাপিত

আমিও সেই কথা বলি।

কুঞ্জর

আমিও ত তাই ঠাওরাচ্চি।

শ্রীহর

আমি বরাবর বলে' আস্‌ছি, ঐ কায়স্থর পোকে বল্‌তে দাও। আচ্ছা দাদা, তুমি রাজাকে ভয় করবে না?

মন্নুরাম কায়স্থ

ভয় আমি কাউকে করিনে। তোরা লুঠ কর্ত্তে যাচ্ছিস্, আর আমি দুটো বল্‌তে পারি নে?

মন্‌সুখ

দাঙ্গা করা এক, আর কথা বলা এক। এই ত বরাবর দেখে আস্‌চি, হাত চলে কিন্তু মুখ চলে না।

কিনু

মুখের কোনো কাজটাই হয় না—অন্নও জোটে না, কথাও ফোটে না।

কুঞ্জর

আচ্ছা, তুমি কি বল্‌বে ?

মন্নু

আমি ভয় করে' বল্‌ব না ; আমি প্রথমেই শাস্ত্র বল্‌ব।

শ্রীহর

বল কি ? তোমার শাস্তর জানা আছে ? আমি ত তাই গোড়াগুড়িই বল্‌ছিলুম কায়স্থর পোকে বল্‌তে দাও —ও জানে শোনে।

মন্নু

আমি প্রথমেই বল্‌ব—

অতি দর্পে হতা লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবঃ।
অতি দানে বলির্বদ্ধঃ সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং॥

হরিদীন

হাঁ, এ শাস্ত্র বটে !

কিনু

(ব্রাহ্মণের প্রতি) কেমন খুড়ো, তুমি ত ব্রাহ্মণের ছেলে, এ শাস্ত্র কি না ? তুমি ত এ সমস্তই বোঝ।

নন্দ

হাঁ—তা—ইয়ে—ওর নাম কি—তা বুঝি বই কি! কিন্তু রাজা যদি না বোঝে, তুমি কি করে' বুঝিয়ে দেবে, বল ত শুনি!

মন্নু

অর্থাৎ বাড়াবাড়িটে কিছু নয়।

জওহর

ঐ অত বড় কথাটার এইটুকু মানে হ'ল?

শ্রীহর

তা না হ'লে আর শাস্তর কিসের?

নন্দ

চাষাভূষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট, বড় লোকের মুখে সেইটেই কত বড় শোনায়।

মনসুখ

কিন্তু কথাটা ভালো, "বাড়াবাড়ি কিছু নয়" শুনে রাজার চোখ ফুট্‌বে।

জওহর্

কিন্তু ঐ একটাতে হবে না, আরও শাস্তর চাই।

মন্নু

তা আমার পুঁজি আছে, আমি বল্‌ব—

"লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ।
তস্মাৎ মিত্রঞ্চ পুত্রঞ্চ তাড়য়েৎ নতু লালয়েৎ ॥"

তা আমরা কি পুত্র নই ? হে মহারাজ, আমাদের তাড়না করবে না—ঐটে ভালো নয়।

হরিদীন

এ ভালো কথা, মস্ত কথা, ঐ যে কি বল্লে, ও কথাগুলো শোনাচ্চে ভালো।

শ্রীহর

কিন্তু কেবল শাস্তর বল্লে ত চল্‌বে না—আমার ঘানির কথাটা কখন্ আসবে ? অম্‌নি ঐ সঙ্গে জুড়ে দিলে হয় না ?

নন্দ

বেটা তুমি ঘানির সঙ্গে শাস্তর জুড়বে ? এ কি তোমার গোরু পেয়েছ ?

জওহর তাঁতি

কলুর ছেলে, ওর আর কত বুদ্ধি হবে ?

কুঞ্জর

দু ঘা না পিঠে পড়লে ওর শিক্ষা হবে না। কিন্তু আমার কথাটা কখন্ পাড়বে? মনে থাক্‌বে ত? আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল নয়—সে আমার ভাইপো, সে বুধকোটে থাকে—সে যখন সবে তিন বছর তখন তাকে—

হরিদীন

সব বুঝলুম, কিন্তু যে রকম কাল পড়েছে, রাজা যদি শাস্তর না শোনে!

কুঞ্জর

তখন আমরাও শাস্তর ছেড়ে অস্তর ধরব।

কিনু

সাবাস্ বলেছ, শাস্তর ছেড়ে অস্তর।

মনসুখ

কে বল্লে হে? কথাটা কে বল্লে?

কুঞ্জর

(সগর্ব্বে) আমি বলেছি। আমার নাম কুঞ্জরলাল, কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

কিনু

তা ঠিক বলেছ ভাই—শাস্তর আর অস্তর—কখনো শাস্তর কখনো অস্তর—আবার কখনো অস্তর কখনো শাস্তর।

জওহর

কিন্তু বড় গোলমাল হচ্ছে। কথাটা কি যে স্থির হ'ল বুঝতে পারছিনে। শাস্তর না অস্তর ?

শ্রীহর কলু

বেটা তাঁতি কি না, এইটে আর বুঝতে পাল্লিনে ? তবে এতক্ষণ ধরে' কথাটা হ'ল কি ? স্থির হ'ল যে শাস্তরের মহিমা বুঝতে ঢের দেরি হয়, কিন্তু অস্তরের মহিমা খুব চট্‌পট্ বোঝা যায়।

অনেকে

(উচ্চস্বরে) তবে শাস্তর চুলোয় যাক্—অস্তর ধর।

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

বেশি ব্যস্ত হবার দরকার করে না। চুলোতেই যাবে শীগ্‌গির, তা'র আয়োজন হচ্চে। বেটা তোরা কি বল্‌ছিলি রে ?

শ্রীহর

আমরা ঐ ভদ্রলোকের ছেলেটির কাছে শাস্তর শুন্‌ছিলুম ঠাকুর।

দেবদত্ত

এম্‌নি মন দিয়েই শাস্তর শোনে বটে! চীৎকারের চোটে রাজ্যের কানে তালা ধরিয়ে দিলে। যেন ধোবাপাড়ায় আগুন লেগেছে?

কিনু

তোমার কি ঠাকুর! তুমি ত রাজবাড়ীর সিধে খেয়ে খেয়ে ফুল্‌চ—আমাদের পেটে নাড়িগুলো জ্বলে জ্বলে ম'ল—আমরা বড় সুখে চেঁচাচ্চি?

মন্‌সুখ

আজকালের দিনে আস্তে বল্লে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

কুঞ্জর

কান্নাকাটি ঢের হয়েছে, এখন দেখচি অন্য উপায় আছে কি না।

দেবদত্ত

কি বলিস্ রে! তোদের বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে। তবে শুন্‌বি? তবে বল্‌ব?

"নসমানসমানসমানসমাগমমাপসমীক্ষ্য বসন্তনভ
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদ ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ।"

হরিদীন

ও বাবা, শাপ দিচ্চে না কি?

দেবদত্ত

(মন্নুর প্রতি) তুমি ত ভদ্রলোকের ছেলে, তুমি ত শাস্তর বোঝ—কেমন, এ ঠিক কথা কি না? "নস মানস মানস মানসং!"

মন্নু

আহা ঠিক। শাস্ত্র যদি চাও ত এই বটে! তা আমিও ত ঠিক ঐ কথাটাই বোঝাচ্ছিলুম!

দেবদত্ত

(নন্দর প্রতি) নমস্কার! তুমি ত ব্রাহ্মণ দেখচি। কি বল ঠাকুর, পরিণামে এই সব মূর্খরা "ভ্রমদভ্রমদভ্রমৎ" হ'য়ে মরবে না?

নন্দ

বরাবর তাই বলচি, কিন্তু বোঝে কে? ছোট লোক কি না!

দেবদত্ত

(মনসুখের প্রতি) তোমাকেই এর মধ্যে বুদ্ধিমানের মত দেখাচ্চে, আচ্ছা তুমিই বল দেখি, কথাগুলো কি ভালো হচ্চিল? (কুঞ্জরের প্রতি) আর তোমাকেও ত বেশ দেখ্‌ছি হে, তোমার নাম কি?

কুঞ্জরলাল

আমার নাম কুঞ্জরলাল—কাঞ্জিলাল আমার ভাইপোর নাম।

দেবদত্ত

ওঃ—তোমারই ভাইপোর নাম কাঞ্জিলাল বটে? তা আমি রাজার কাছে বিশেষ করে' তোমাদের নাম করব।

হরিদীন

আর আমাদের কি হবে?

দেবদত্ত

তা আমি বল্‌তে পারিনে বাপু। এখন ত তোরা কান্না ধরেছিস্‌—এই একটু আগে আর এক সুর বের করেছিলি। সে কথাগুলো কি রাজা শোনেনি? রাজা সব শুন্‌তে পায়।

অনেকে

দোহাই ঠাকুর, আমরা কিছু বলিনি, ঐ কাঞ্জুলাল না মাঞ্জুলাল অস্তরের কথা পেড়েছিল।

কুঞ্জরলাল

চুপ কর্‌। আমার নাম খারাপ করিস্‌নে। আমার নাম কুঞ্জরলাল, তা মিছে কথা বল্‌ব না—আমি বল্‌ছিলুম, "যেমন শাস্তর তেম্‌নি অস্তরও আছে,—রাজা যদি শাস্তরের দোহাই না মানে, তখন অস্তরও আছে।" কেমন বলেছি ঠাকুর?

দেবদত্ত

ঠিক বলেচ—তোমার উপযুক্ত কথাই বলেচ। অস্ত্র কি? না, বল। তা তোমাদের বল কি? না "দুর্ব্বলস্য বলং রাজা"—কি না, রাজাই দুর্ব্বলের বল। আবার "বালানাং রোদনং বলং" রাজার কাছে তোমরা বালক বই নও। অতএব শাস্তর যদি না খাটে ত তোমাদের অস্ত্র আছে কান্না। বড়

বুদ্ধিমানের মত কথা বলেচ—প্রথমে আমাকেই ধাঁধা লেগে গিয়েছিল। তোমার নামটা মনে রাখ্‌তে হবে। কি হে তোমার নাম কি !

কুঞ্জরলাল

আমার নাম কুঞ্জরলাল। কাঞ্জিলাল আমার ভাইপো।

অন্য সকলে

ঠাকুর, আমাদের মাপ কর, ঠাকুর মাপ কর—

দেবদত্ত

আমি মাপ করবার কে ?. তবে দেখ, কান্নাকাটি করে' দেখ, রাজা যদি মাপ করে।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর—প্রমোদ-কানন

বিক্রমদেব ও সুমিত্রা

বিক্রমদেব

মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যা ওই মন্দ মন্দ আসে
কুঞ্জবন মাঝে, প্রিয়তমে, লজ্জানম্র

নববধূ সম ; সম্মুখে গম্ভীর নিশা
বিস্তার করিয়া অন্তহীন অন্ধকার
এ কনক-কান্তিটুকু চাহে গ্রাসিবারে
তেমনি দাঁড়ায়ে আছি হৃদয় প্রসারি'
ওই হাসি, ওই রূপ, ওই তব জ্যোতি
পান করিবারে ; দিবালোক-তট হ'তে
এস, নেমে এস, কনক চরণ দিয়ে
এ অগাধ হৃদয়ের নিশীথ সাগরে
কোথা ছিলে প্রিয়ে ?

সুমিত্রা

নিতান্ত তোমারি আমি
সদা মনে রেখো এ বিশ্বাস। থাকি যবে
গৃহ-কাজে—জেনো নাথ, তোমারি সে গৃহ,
তোমারি সে কাজ

বিক্রমদেব

থাক্ গৃহ, গৃহ-কাজ !
সংসারের কেহ নহ, অন্তরের তুমি ;
অন্তরে তোমার গৃহ—আর গৃহ নাই—
বাহিরে কাঁদুক্ পড়ে' বাহিরের কাজ !

সুমিত্রা

কেবল অন্তরে তব ?   নহে, নাথ, নহে ;
রাজন্, তোমারি আমি অন্তরে বাহিরে !
অন্তরে প্রেয়সী তব বাহিরে মহিষী।

বিক্রমদেব

হায়, প্রিয়ে, আজ কেন স্বপ্ন মনে হয়
সে সুখের দিন ?   সেই প্রথম মিলন ;—
প্রথম প্রেমের ছটা ;—দেখিতে দেখিতে
সমস্ত হৃদয়ে দেহে যৌবন-বিকাশ ;—
সেই নিশি-সমাগমে দুরুদুরু হিয়া ;
নয়ন-পল্লবে লজ্জা, ফুলদলপ্রান্তে
শিশির-বিন্দুর মত ;—অধরের হাসি
নিমেষে জাগিয়া উঠে, নিমেষে মিলায়,
সন্ধ্যার বাতাস লেগে কাতর কম্পিত
দীপশিখাসম ; নয়নে-নয়নে হ'য়ে
ফিরে আসে আঁখি ; বেধে যায় হৃদয়ের
কথা ; হাসে চাঁদ কৌতুকে আকাশে ; চাহে
নিশীথের তারা, লুকায়ে জানালা পাশে ;
সেই নিশি-অবসানে আঁখি ছলছল,
সেই বিরহের ভয়ে বদ্ধ আলিঙ্গন ;

তিলেক বিচ্ছেদ লাগি কাতর হৃদয় !
কোথা ছিল গৃহ-কাজ ! কোথা ছিল, প্রিয়ে,
সংসার-ভাবনা !

সুমিত্রা

তখন ছিলাম শুধু
ছোট দুটি বালক বালিকা ; আজ মোরা
রাজা রাণী !

বিক্রমদেব

রাজা রাণী ! কে রাজা ? কে রাণী ?
নহি আমি রাজা ! শূন্য সিংহাসন কাঁদে !
জীর্ণ রাজকার্য্য-রাশি চূর্ণ হ'য়ে যায়
তোমার চরণতলে ধূলির মাঝারে !

সুমিত্রা

শুনিয়া লজ্জায় মরি ! ছিছি মহারাজ,
এ কি ভালবাসা ? এ যে মেঘের মতন
রেখেছে আচ্ছন্ন করে' মধ্যাহ্ন-আকাশে
উজ্জ্বল প্রতাপ তব ! শোন প্রিয়তম,
আমার সকলি তুমি, তুমি মহারাজা,
তুমি স্বামী—আমি শুধু অনুগত ছায়া,

তা'র বেশি নই ;—আমারে দিও না লাজ,
আমারে বেসো না ভালো রাজশ্রীর চেয়ে !

বিক্রমদেব

চাহ না আমার প্রেম ?

সুমিত্রা

কিছু চাই নাথ ;
সব নহে। স্থান দিয়ো হৃদয়ের পাশে,
সমস্ত হৃদয় তুমি দিয়ো না আমারে।

বিক্রমদেব

আজো রমণীর মন নারিনু বুঝিতে।

সুমিত্রা

তোমরা পুরুষ, দৃঢ় তরুর মতন
আপনি অটল র'বে আপনার পরে
স্বতন্ত্র উন্নত ; তবে ত আশ্রয় পাব
আমরা লতার মত তোমাদের শাখে।
তোমরা সকল মন দিয়ে ফেল যদি
কে রহিবে আমাদের ভালবাসা নিতে,
কে রহিবে বহিবারে সংসারের ভার ?
তোমরা রহিবে কিছু স্নেহময়, কিছু

উদাসীন ; কিছু মুক্ত, কিছু বা জড়িত ;
সহস্র পাখীর গৃহ, পান্থের বিশ্রাম,
তপ্ত ধরণীর ছায়া, মেঘের বান্ধব,
ঝটিকার প্রতিদ্বন্দ্বী, লতার আশ্রয়।

বিক্রমদেব

কথা দূর কর প্রিয়ে ; হের সন্ধ্যাবেলা
মৌন-প্রেমসুখে সুপ্ত বিহঙ্গের নীড়,
নীরব কাকলি! তবে মোরা কেন দোঁহে
কথার উপরে কথা করি বরিষণ ?
অধর অধরে বসি' প্রহরীর মত
চপল কথার দ্বার রাখুক্ রুধিয়া।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী

এখনি দর্শনপ্রার্থী মন্ত্রী মহাশয়,
গুরুতর রাজকার্য্য, বিলম্ব সহে না।

বিক্রমদেব

ধিক্ তুমি! ধিক্ মন্ত্রী! ধিক্ রাজকার্য্য!
রাজ্য রসাতলে যাক্ মন্ত্রী ল'য়ে সাথে!

(কঞ্চুকীর প্রস্থান)

সুমিত্রা

যাও, নাথ, যাও !

বিক্রমদেব

বার বার এক কথা !
নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ! কাজ, কাজ, যাও যাও।
যেতে কি পারিনে আমি ? কে চাহে থাকিতে ?
সবিনয় করপুটে কে মাগে তোমার
সযত্নে ওজন-করা বিন্দু বিন্দু কৃপা ?
এখনি চলিনু। অয়ি হৃদিলগ্না লতা !
ক্ষম মোরে ক্ষম অপরাধ ; মোছ আঁখি,
ম্লান মুখে হাসি আন, অথবা ভ্রূকুটি ;
দাও শাস্তি, কর তিরস্কার।

সুমিত্রা

মহারাজ,
এখন সময় নয়,—আসিয়ো না কাছে ;
এই মুছিয়াছি অশ্রু, যাও রাজ-কাজে।

বিক্রমদেব

হায় নারী, কি কঠিন হৃদয় তোমার !
কোনো কাজ নাই প্রিয়ে, মিছে উপদ্রব !

ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, প্রজা সুখে আছে,
রাজকার্য্য চলিছে অবাধে ; এ কেবল
সামান্য কি বিঘ্ন নিয়ে, তুচ্ছ কথা তুলে
বিজ্ঞ বৃদ্ধ অমাত্যের অতি-সাবধান !

সুমিত্রা

ওই শোন ক্রন্দনের ধ্বনি—সকাতরে
প্রজার আহ্বান ! ওরে বৎস, মাতৃহীন
ন'স্ তোরা কেহ, আমি আছি—আমি আছি—
আমি এ রাজ্যের রাণী, জননী তোদের !

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুরের কক্ষ

সুমিত্রা

এখনো এল না কেন ? কোথায় ব্রাহ্মণ ?
ওই ক্রমে বেড়ে ওঠে ক্রন্দনের ধ্বনি !

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

জয় হোক্ !

সুমিত্রা

ঠাকুর, কিসের কোলাহল ?

দেবদত্ত

শোন কেন মাতঃ ! শুনিলেই কোলাহল !
সুখে থাক, রুদ্ধ কর কান। অন্তঃপুরে,
সেথাও কি পশে কোলাহল ? শান্তি নেই
সেখানেও ? বল ত এখনি সৈন্য ল'য়ে
তাড়া করে' নিয়ে যাই পথ হ'তে পথে
জীর্ণচীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল !

সুমিত্রা

বল শীঘ্র কি হয়েছে।

দেবদত্ত

কিছু না—কিছু না।
শুধু ক্ষুধা, হীন ক্ষুধা, দরিদ্রের ক্ষুধা।
অভদ্র অসভ্য যত বর্ব্বরের দল
মরিছে চীৎকার করি' ক্ষুধার তাড়নে
কর্কশ ভাষায় ! রাজকুঞ্জে ভয়ে মৌন
কোকিল পাপিয়া যত।

সুমিত্রা

আহা, কে ক্ষুধিত ?

দেবদত্ত

অভাগ্যের দুরদৃষ্ট। দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্দ্ধাশনে যার
আজো তা'র অনশন হ'ল না অভ্যাস,
এমনি আশ্চর্য্য!

সুমিত্রা

হে ঠাকুর, এ কি শুনি!
ধান্যপূর্ণ বসুন্ধরা, তবু প্রজা কাঁদে
অনাহারে?

দেবদত্ত

ধান্য তা'র বসুন্ধরা যার।
দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা। এরা শুধু
যজ্ঞভূমে কুক্কুরের মত, লোলজিহ্বা
একপাশে পড়ে' থাকে; পায় ভাগ্যক্রমে
কভু যষ্টি, উচ্ছিষ্ট কখনো। বেঁচে যায়
দয়া হয় যদি, নহে ত কাঁদিয়া ফেরে
পথপ্রান্তে মরিবার তরে।

সুমিত্রা

কি বলিলে,
রাজা কি নির্দ্দয় তবে? দেশ অরাজক?

দেবদত্ত

অরাজক কে বলিবে ! সহস্ররাজক ।

সুমিত্রা

রাজকার্য্যে অমাত্যের দৃষ্টি নাই বুঝি ?

দেবদত্ত

দৃষ্টি নাই ? সে কি কথা ! বিলক্ষণ আছে !
গ্রহপতি নিদ্রাগত, তা' বলিয়া গৃহে
চোরের কি দৃষ্টি নাই ? সে যে শনিদৃষ্টি !
তাদের কি দোষ ? এসেছে বিদেশ হ'তে
রিক্ত হস্তে, সে কি শুধু দীন প্রজাদের
আশীর্ব্বাদ করিবারে দুই হাত তুলে ?

সুমিত্রা

বিদেশী ? কে তা'রা ? তবে আমার আত্মীয় ?

দেবদত্ত

রাণীর আত্মীয় তারা, প্রজার মাতুল,
যেমন মাতুল কংস মামা কালনেমী !

সুমিত্রা

জয়সেন ?

দেবদত্ত

ব্যস্ত তিনি প্রজা স্থশাসনে।
প্রবল শাসনে তাঁর সিংহগড় দেশে
যত উপসর্গ ছিল অন্নবস্ত্র আদি
সব গেছে—আছে শুধু অস্থি আর চর্ম্ম!

স্থমিত্রা

শিলাদিত্য ?

দেবদত্ত

তাঁর দৃষ্টি বাণিজ্যের প্রতি
বণিকের ধনভার করিয়া লাঘব
নিজস্কন্ধে করেন বহন।

স্থমিত্রা

যুধাজিৎ ?

দেবদত্ত

নিতান্তই ভদ্র লোক, অতি মিষ্টভাষী।
থাকেন বিজয়কোটে, মুখে লেগে আছে
বাপু বাছা, আড়চক্ষে চাহেন চৌদিকে,
আদরে বুলান্ হাত ধরণীর পিঠে ;
যাহা কিছু হাতে ঠেকে যত্নে লন তুলি'।

সুমিত্রা

একি লজ্জা! একি পাপ! আমার আত্মীয়!
পিতৃকুল-অপযশ! ছিছি এ কলঙ্ক
করিব মোচন। তিলেক বিলম্ব নহে!

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য

দেবদত্তের গৃহ

নারায়ণী গৃহকার্য্যে নিযুক্ত

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

প্রিয়ে, বলি ঘরে কিছু আছে কি?

নারায়ণী

তোমার থাকার মধ্যে আছি আমি। তাও না থাক্‌লেই আপদ চোকে!

দেবদত্ত

ও আবার কি কথা?

নারায়ণী

তুমি রাস্তা থেকে কুড়িয়ে কুড়িয়ে যত রাজ্যের ভিক্ষুক জুটিয়ে আন, ঘরে ক্ষুদ কুঁড়ো আর বাকি রইল না। খেটে খেটে আমার শরীরও আর থাকে না।

দেবদত্ত

আমি সাধে আনি? হাতে কাজ থাক্‌লে তুমি থাক ভালো, সুতরাং আমিও ভালো থাকি। আর কিছু না হোক্‌ তোমার ঐ মুখখানি বন্ধ থাকে।

নারায়ণী

বটে? তা আমি এই চুপ করলুম। আমার কথা যে তোমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছে তা' কে জান্‌ত? তা' কে বলে আমার কথা শুন্‌তে—

দেবদত্ত

তুমিই বল, আবার কে বল্‌বে? এক কথা না শুন্‌লে দশ কথা শুনিয়ে দাও।

নারায়ণী

বটে! আমি দশ কথা শোনাই। তা আমি এই চুপ করলুম। আমি একেবারে থাম্‌লেই তুমি বাঁচ। এখন কি

আর সে দিন আছে—সে দিন গেছে। এখন আবার নতুন মুখের নতুন কথা শুন্‌তে সাধ গিয়েছে—এখন আমার কথা পুরোনো হ'য়ে গেছে !

দেবদত্ত

বাপ্‌রে ! আবার নতুন মুখের নতুন কথা ! শুন্‌লে আতঙ্ক হয় ! তবু পুরোনো কথাগুলো অনেকটা অভ্যেস হ'য়ে এসেছে।

নারায়ণী

আচ্ছা, বেশ ! এতই জ্বালাতন হ'য়ে থাক ত আমি এই চুপ করলুম। আমি আর একটি কথাও কব না। আগে বল্লেই হ'ত—আমি ত জানতুম না। জান্‌লে কে তোমাকে—

দেবদত্ত

আগে বলিনি ? কতবার বলেছি! কৈ, কিছু হ'ল না ত।

নারায়ণী

বটে ! তা বেশ, আজ থেকে তবে চুপ করলুম। তুমিও সুখে থাক্‌বে, আমিও সুখে থাক্‌ব। আমি সাধে বকি ? তোমার রকম দেখে—

দেবদত্ত

এই বুঝি তোমার চুপ করা !

নারায়ণী

আচ্ছা। (বিমুখ)

দেবদত্ত

প্রিয়ে! প্রেয়সী! মধুরভাষিণী! কোকিলগঞ্জিনী।

নারায়ণী

চুপ কর।

দেবদত্ত

রাগ কোরো না প্রিয়ে—কোকিলের মত রং বল্‌চিনে কোকিলের মত পঞ্চমস্বর।

নারায়ণী

যাও যাও বোকো না! কিন্তু তা বল্‌ছি, তুমি যদি আরো ভিখিরী জুটিয়ে আন তা হ'লে হয় তাদের ঝেঁটিয়ে বিদেয় করব, নয় নিজে বনবাসিনী হ'য়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত

তা হ'লে আমিও তোমার পিছনে পিছনে যাব—এবং ভিক্ষুকগুলোও যাবে।

নারায়ণী

মিছে না। ঢেঁকির স্বর্গেও সুখ নেই।

(নারায়ণীর প্রস্থান)

ত্রিবেদীর মালা জপিতে জপিতে প্রবেশ

ত্রিবেদী

শিব শিব শিব। তুমি রাজপুরোহিত হয়েছ?

দেবদত্ত

তা হয়েছি! কিন্তু রাগ কেন ঠাকুর? কোনো দোষ ছিল না। মালাও জপিনে, ভগবানের নামও করিনে। রাজার মর্জ্জি!

ত্রিবেদী

পিপীলিকার পক্ষচ্ছেদ হয়েছে। শ্রীহরি!

দেবদত্ত

আমার প্রতি রাগ করে' শব্দশাস্ত্রের প্রতি উপদ্রব কেন? পক্ষচ্ছেদ নয় পক্ষোদ্ভেদ।

ত্রিবেদী

তা ও একই কথা। ছেদ যা' ভেদও তা! কথায় বলে ছেদভেদ! হে ভব-কাণ্ডারী! যাহোক্ তোমার যতদূর বার্দ্ধক্য হবার তা হয়েছে।—

দেবদত্ত

ব্রাহ্মণী সাক্ষী এখনো আমার যৌবন পেরোয়নি!

ত্রিবেদী

আমিও তাই বল্‌চি। যৌবনের দর্পেই তোমার এতটা বার্দ্ধক্য হয়েছে। তা তুমি মরবে! হরিহে দীনবন্ধু!

দেবদত্ত

ব্রাহ্মণবাক্য মিথ্যে হবে না—তা আমি মরব। কিন্তু সে জন্যে তোমার বিশেষ আয়োজন কর্ত্তে হবে না; স্বয়ং যম রয়েছেন। ঠাকুর, তোমার চেয়ে আমার সঙ্গে যে তাঁর বেশি কুটুম্বিতে তা নয়—সকলেরই প্রতি তাঁর সমান নজর।

ত্রিবেদী

তোমার সময় নিতান্ত এগিয়ে এসেচে। দয়াময় হরি!

দেবদত্ত

তা কি করে' জান্‌ব? দেখচি বটে আজ কাল মরে ঢের লোক—কেউবা গলায় দড়ি দিয়ে মরে, কেউ বা গলায় কলসী বেঁধে মরে, আবার সর্পাঘাতে মরে কিন্তু ব্রহ্মশাপে মরে না। ব্রাহ্মণের লাঠিতে কেউ কেউ মরেছে শুনেছি কিন্তু ব্রাহ্মণের কথায় কেউ মরে না। অতএব যদি শীঘ্র না মরে' উঠ্‌তে পারি ত রাগ কোরো না ঠাকুর—সে আমার দোষ নয়, সে কালের দোষ!

ত্রিবেদী

প্রণিপাত। শিব শিব শিব!

দেবদত্ত

আর কিছু প্রয়োজন আছে ?

ত্রিবেদী

না। কেবল এই খবরটা দিতে এলুম। দয়াময়! তা তোমার চালে যদি দু একটা বেশি কুমড়ো ফলে' থাকে ত দিতে পার—আমার দরকার আছে।

দেবদত্ত

এনে দিচ্চি।

(প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য

অন্তঃপুর—পুষ্পোদ্যান

বিক্রমদেব—রাজমাতুল বৃদ্ধ অমাত্য

বিক্রমদেব

শুনো না অলীক কথা, মিথ্যা অভিযোগ।
যুধাজিৎ, জয়সেন, উদয়ভাস্কর,
সুযোগ্য সুজন। একমাত্র অপরাধ

বিদেশী তাহারা—তাই এ রাজ্যের মনে
বিদ্বেষ অনল উদ্‌গারিছে কৃষ্ণ ধূম
নিন্দা রাশি রাশি।

অমাত্য

সহস্র প্রমাণ আছে,
বিচার করিয়া দেখ।

বিক্রমদেব

কি হবে প্রমাণ ?
চলিছে বৃহৎ রাজ্য বিশ্বাসের বলে ;
যার পরে রয়েছে যে ভার, সযতনে
তাই সে পালিছে! প্রতিদিন তাহাদের
বিচার করিতে হবে নিন্দাবাক্য শুনে,
নহে ইহা রাজকর্ম্ম। আর্য্য, যাও ঘরে,
করিয়ো না বিশ্রামে ব্যাঘাত।

অমাত্য

পাঠায়েছে
মন্ত্রী মোরে ; সানুনয়ে করিছে প্রার্থনা
দর্শন তোমার, গুরু রাজকার্য্য তরে।

বিক্রমদেব

চিরকাল আছে, রাজ্য, আছে রাজকার্য্য ;
সুমধুর অবসর শুধু মাঝে মাঝে

দেখা দেয়, অতি ভীরু, অতি সুকুমার ;
ফুটে 'ওঠে পুষ্পটির মত, টুটে যায়
বেলা না ফুরাতে ; কে তা'রে ভাঙিতে চাহে
অকালে চিন্তার ভারে ? বিশ্রামেরে জেনো
কর্ত্তব্য কাজের অঙ্গ।

অমাত্য

যাই মহারাজ !

(প্রস্থান)

রাণীর আত্মীয় অমাত্যের প্রবেশ

অমাত্য

বিচারের আজ্ঞা হোক্।

বিক্রমদেব

কিসের বিচার ?

অমাত্য

শুনি না কি, মহারাজ, নির্দ্দোষীর নামে
মিথ্যা অভিযোগ—

বিক্রমদেব

সত্য হবে ! কিন্তু যতক্ষণ
বিশ্বাস রেখেছি আমি তোমাদের পরে

ততক্ষণ থাক মৌন হ'য়ে। এ বিশ্বাস
ভাঙিবে যখন, তখন আপনি আমি
সত্য মিথ্যা করিব বিচার। যাও চলে'!

(অমাত্যের প্রস্থান)

বিক্রমদেব

হায় কষ্ট মানবজীবন! পদে পদে
নিয়মের বেড়া। আপন রচিত জালে
আপনি জড়িত। অশান্ত আকাঙ্ক্ষা পাখী
মরিতেছে মাথা খুঁড়ে পিঞ্জরে পিঞ্জরে।
কেন এ জটিল অধীনতা? কেন এত
আত্মপীড়া? কেন এ কর্ত্তব্য কারাগার?
তুই সুখী অয়ি মাধবিকা! বসন্তের
আনন্দমঞ্জরী! শুধু প্রভাতের আলো,
নিশির শিশির, শুধু গন্ধ, শুধু মধু,
শুধু মধুপের গান—বায়ুর হিল্লোল—
স্নিগ্ধ পল্লব শয়ন,—প্রস্ফুট শোভায়
সুনীল আকাশ পানে নীরবে উত্থান,
তা'র পরে ধীরে ধীরে শ্যাম দূর্ব্বাদলে
নীরবে পতন। নাই তর্ক, নাই বিধি,
নিদ্রিত নিশায় মর্ম্মে সংশয় দংশন,
নিরাশ্বাস প্রণয়ের নিষ্ফল আবেগ!

সুমিত্রার প্রবেশ

এসেছ পাষাণি! দয়া হয়েছে কি মনে?
হ'ল সারা সংসারের যত কাজ ছিল?
মনে কি পড়িল তবে অধীন এ জনে
সংসারের সব শেষে? জান না কি, প্রিয়ে,
সকল কর্ত্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর?
প্রেম এই হৃদয়ের স্বাধীন কর্ত্তব্য।

সুমিত্রা

হায়, ধিক্ মোরে! কেমনে বোঝাব, নাথ,
তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে!
মহারাজ, অধীনীর শোন নিবেদন—
এ রাজ্যের প্রজার জননী আমি! প্রভু,
পারিনে শুনিতে আর কাতর অভাগা
সন্তানের করুণ ক্রন্দন! রক্ষা কর
পীড়িত প্রজারে।

বিক্রমদেব

কি কহিতে চাহ রাণী?

সুমিত্রা

আমার প্রজারে যারা করিছে পীড়ন
রাজ্য হ'তে দূর করে' দাও তাহাদের।

বিক্রমদেব

কে তাহারা জান ?

সুমিত্রা

জানি ।

বিক্রমদেব

তোমার আত্মীয় ।

সুমিত্রা

নহে মহারাজ ! আমার সন্তান চেয়ে
নহে তা'রা অধিক আত্মীয় । এ রাজ্যের
অনাথ আতুর যত তাড়িত ক্ষুধিত
তা'রাই আমার আপনার । সিংহাসন
রাজচ্ছত্রছায়ে ফিরে যারা গুপ্তভাবে
শিকারসন্ধানে—তা'রা দস্যু, তা'রা চোর ।

বিক্রমদেব

যুধাজিৎ, শিলাদিত্য, জয়সেন তা'রা ।

সুমিত্রা

এই দণ্ডে তাহাদের দাও দূর করে' ।

বিক্রমদেব

আরামে রয়েছে তা'রা, যুদ্ধ ছাড়া কভু
নড়িবে না এক পদ ।

স্থমিত্রা

তবে যুদ্ধ কর।

বিক্রমদেব

যুদ্ধ কর! হায় নারী, তুমি কি রমণী?
ভালো, যুদ্ধে যাব আমি। কিন্তু তা'র আগে
তুমি মান' অধীনতা, তুমি দাও ধরা ;
ধর্ম্মাধর্ম্ম, আত্মপর, সংসারের কাজ
সব ছেড়ে হও তুমি আমারি কেবল।
তবেই ফুরাবে কাজ,—তৃপ্তমন হ'য়ে
বাহিরিব বিশ্বরাজ্য জয় করিবারে!
অতৃপ্ত রাখিবে মোরে যতদিন তুমি
তোমার অদৃষ্ট সম র'ব তব সাথে।

স্থমিত্রা

আজ্ঞা কর মহারাজ, মহিষী হইয়া
আপনি প্রজারে আমি কবিব রক্ষণ।

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

এমনি করে'ই মোরে করেছ বিকল!
আছ তুমি আপনার মহত্ত্বশিখরে
বসি' একাকিনী ; আমি পাইনে তোমারে!

দিবানিশি চাহি তাই! তুমি যাও কাজে,
আমি ফিরি তোমারে চাহিয়া! হায় হায়,
তোমায় আমায় কভু হবে কি মিলন?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

জয় হোক মহারাণী—কোথা মহারাণী
একা তুমি মহারাজ?

বিক্রমদেব

তুমি কেন হেথা?
ব্রাহ্মণের ষড়যন্ত্র অন্তঃপুর মাঝে?
কে দিয়েছে মহিষীরে রাজ্যের সংবাদ?

দেবদত্ত

রাজ্যের সংবাদ রাজ্য আপনি দিয়েছে।
ঊর্দ্ধস্বরে কেঁদে মরে রাজ্য উৎপীড়িত
নিতান্ত প্রাণের দায়ে—সে কি ভাবে কভু
পাছে তব বিশ্রামের হয় কোনো ক্ষতি?
ভয় নাই, মহারাজ, এসেছি কিঞ্চিৎ
ভিক্ষা মাগিবার তরে রাণীমার কাছে।
ব্রাহ্মণী বড়ই রুক্ষ, গৃহে অন্ন নাই,
অথচ ক্ষুধার কিছু নাই অপ্রতুল।

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

সুখী হোক্, সুখে থাক্ এ রাজ্যের সবে !
কেন দুঃখ, কেন পীড়া, কেন এ ক্রন্দন ?
অত্যাচার উৎপীড়ন, অন্যায় বিচার,
কেন এ সকল ? কেন মানুষের পরে
মানুষের এত উপদ্রব ? দুর্ব্বলের
ক্ষুদ্র সুখ, ক্ষুদ্র শান্তিটুকু, তা'র পরে
সবলের শ্যেনদৃষ্টি কেন ? যাই, দেখি,
যদি কিছু খুঁজে পাই শান্তির উপায় !

সপ্তম দৃশ্য

মন্ত্রগৃহ

বিক্রমদেব ও মন্ত্রী

বিক্রমদেব

এই দণ্ডে রাজ্য হ'তে দাও দূর করে'
যত সব বিদেশী দস্যুরে ! সদা দুঃখ,
সদা ভয়, রাজ্য জুড়ে কেবল ক্রন্দন !
আর যেন একদিন না শুনিতে হয়
পীড়িত প্রজার এই নিত্য কোলাহল !

মন্ত্রী

মহারাজ, ধৈর্য্য চাই। কিছু দিন ধরে'
রাজার নিয়ত দৃষ্টি পড়ুক সর্ব্বত্র,
ভয় শোক বিশৃঙ্খলা তবে দূর হবে।
অন্ধকারে বাড়িয়াছে বহুকাল ধরে'
অমঙ্গল—একদিনে কি করিবে তা'র ?

বিক্রমদেব

একদিনে চাহি' তা'রে সমূলে নাশিতে।
শত বরষের শাল যেমন সবলে
একদিনে কাঠুরিয়া করে ভূমিসাৎ !

মন্ত্রী

অস্ত্র চাই, লোক চাই—

বিক্রমদেব

সেনাপতি কোথা ?

মন্ত্রী

সেনাপতি নিজেই বিদেশী।

বিক্রমদেব

বিড়ম্বনা !

তবে ডেকে নিয়ে এস দীন প্রজাদের,
খাদ্য দিয়ে তাহাদের বন্ধ কর মুখ,

অর্থ দিয়ে করহ বিদায় ! রাজ্য ছেড়ে
যাক্ চলে', যেথা গিয়ে সুখী হয় তা'রা !

(প্রস্থান)

দেবদত্তের সহিত সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা

আমি এ রাজ্যের রাণী—তুমি মন্ত্রী বুঝি ?

মন্ত্রী

প্রণাম জননি ! দাস আমি। কেন মাতঃ,
অন্তঃপুর ছেড়ে আজ মন্ত্রগৃহে কেন ?

সুমিত্রা

প্রজার ক্রন্দন শুনে পারিনে তিষ্ঠিতে
অন্তঃপুরে। এসেছি করিতে প্রতিকার !

মন্ত্রী

কি আদেশ মাতঃ ?

সুমিত্রা

বিদেশী নায়ক
এ রাজ্যে যতেক আছে করহ আহ্বান
মোর নামে ত্বরা করি।

মন্ত্রী

সহসা আহ্বানে
সংশয় জন্মিবে মনে—কেহ আসিবে না।

সুমিত্রা

মানিবে না রাণীর আদেশ ?

দেবদত্ত

রাজা রাণী

ভুলে গেছে সবে। কদাচিৎ জনশ্রুতি
শোনা যায়।

সুমিত্রা

কালভৈরবের পূজোৎসবে

কর নিমন্ত্রণ। সে দিন বিচার হবে।
গর্ব্বে অন্ধ দণ্ড যদি না করে স্বীকার
সৈন্যবল কাছাকাছি রাখিয়ো প্রস্তুত !

দেবদত্ত

কাহারে পাঠাবে দূত ?

মন্ত্রী

ত্রিবেদী ঠাকুরে

নির্ব্বোধ সরল মন ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ,
তা'র পরে কারো আর সন্দেহ হবে না।

দেবদত্ত

ত্রিবেদী সরল ? নির্ব্বুদ্ধিই বুদ্ধি তা'র,
সরলতা বক্রতার নির্ভরের দণ্ড।

অষ্টম দৃশ্য

ত্রিবেদীর কুটীর

মন্ত্রী ও ত্রিবেদী

মন্ত্রী

বুঝেছ ঠাকুর, এ কাজ তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দেওয়া যায় না।

ত্রিবেদী

তা বুঝেছি। হরিহে! কিন্তু মন্ত্রী, কাজের সময় আমাকে ডাক, আর পৌরহিত্যের বেলায় দেবদত্তের খোঁজ পড়ে।

মন্ত্রী

তুমি ত জান ঠাকুর, দেবদত্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ওঁকে দিয়ে আর ত কোনো কাজ হয় না! উনি কেবল মন্ত্র পড়তে আর ঘণ্টা নাড়তে পারেন।

ত্রিবেদী

কেন, আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি? আমি বেদ পূজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হ'য়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদূরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখ্‌বার জো নেই। আজই আমি যাব! হে মধুসূদন!

মন্ত্রী

কি বল্‌বে?

ত্রিবেদী

তা আমি বল্‌ব কালভৈরবের পূজো, তাই রাজা তোমাদের নিমন্ত্রণ করেছেন—আমি খুব বড় রকম সালঙ্কার দিয়েই বল্‌ব—সব কথা এখন মনে আস্‌চে না—পথে যেতে যেতে ভেবে নেব! হরি হে তুমিই সত্য!

মন্ত্রী

যাবার আগে একবার দেখা করে' যেয়ো ঠাকুর।

(প্রস্থান)

ত্রিবেদী

আমি নির্ব্বোধ, আমি শিশু, আমি সরল, আমি তোমাদের কাজ উদ্ধার করবার গরু! পিঠে বস্তা, নাকে দড়ি, কিছু বুঝ্‌ব না শুধু ল্যাজে মোড়া খেয়ে চল্‌ব—আর সন্ধ্যেবেলায় দুটিখানি শুক্‌নো বিচিলি খেতে দেবে! হরি হে তোমারি ইচ্ছে! দেখা যাবে কে কতখানি বোঝে! ওরে এখনো পূজোর সামগ্রী দিলিনে? বেলা যায় যে! নারায়ণ নারায়ণ!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

সিংহগড়—জয়সেনের প্রাসাদ

জয়সেন, ত্রিবেদী ও মিহির গুপ্ত

ত্রিবেদী

তা বাপু, তুমি যদি চক্ষু অমন রক্তবর্ণ কর তা হ'লে আমার আপ্তবিশ্রুতি হবে। ভক্তবৎসল হরি! দেবদত্ত আর মন্ত্রী আমাকে অনেক করে' শিখিয়ে দিয়েছে—কি বল্‌ছিলেম ভালো? আমাদের রাজা কালভৈরবের পূজো নামক একটা উপলক্ষ করে'—

জয়সেন

উপলক্ষ করে'?

ত্রিবেদী

হাঁ, তা নয় উপলক্ষই হ'ল, তাতে দোষ হয়েছে কি? মধুসূদন! তা তোমার চিন্তা হ'তে পারে বটে! উপলক্ষ শব্দটা কিঞ্চিৎ কাঠিন্যরসাসক্ত হ'য়ে পড়েছে—ওর যা' যথার্থ অর্থ সেটা নিরাকার করতে অনেকেরই গোল ঠেকে দেখেছি।

জয়সেন

তাইত ঠাকুর, ওর যথার্থ অর্থটাই ঠাওরাচ্চি!

ত্রিবেদী

রাম নাম সত্য! তা না হয় উপলক্ষ না বলে' উপসর্গ বলা গেল। শব্দের অভাব কি বাপু? শাস্ত্রে বলে শব্দ ব্রহ্ম। অতএব উপলক্ষই বল আর উপসর্গই বল অর্থ সমানই রইল।

জয়সেন

তা বটে। রাজা যে আমাদের আহ্বান করেচেন তা'র উপলক্ষ এবং উপসর্গ পর্য্যন্ত বোঝা গেল—কিন্তু তা'র যথার্থ কারণটা কি খুলে বল দেখি।

ত্রিবেদী

ঐটে বল্‌তে পারলুম্ না বাপু—ঐটে আমায় কেউ বুঝিয়ে বলেনি। হরিহে!

জয়সেন

ব্রাহ্মণ, তুমি বড় কঠিন স্থানে এসেছ, কথা গোপন কর ত বিপদে পড়বে।

ত্রিবেদী

হে ভগবান! হ্যা দেখ বাপু, তুমি রাগ কোরো না, তোমার স্বভাবটা নিতান্ত যে মধুমত্ত মধুকরের মত তা বোধ হচ্চে না।

জয়সেন

বেশি বোকো না, ঠাকুর, যথার্থ কারণ যা জান বলে' ফেল।

ত্রিবেদী

বাসুদেব! সকল জিনিষেরই কি যথার্থ কারণ থাকে। যদি বা থাকে ত সকল লোকে কি টের পায়? যারা গোপনে পরামর্শ করেছে তা'রাই জানে, মন্ত্রী জানে, দেবদত্ত জানে। তা বাপু, তুমি অধিক ভেবো না, বোধ করি সেখানে যাবামাত্রই যথার্থ কারণ অবিলম্বে টের পাবে।

জয়সেন

মন্ত্রী তোমাকে আর কিছু বলেনি?

ত্রিবেদী

নারায়ণ, নারায়ণ! তোমার দিব্য কিছু বলেনি। মন্ত্রী বল্লে—"ঠাকুর, যা বল্লুম, তা ছাড়া একটি কথা বোলো না। দেখো, তোমাকে যেন একটুও সন্দেহ না করে।" আমি বল্লুম, "হে রাম! সন্দেহ কেন কর্বে? তবে বলা যায় না! আমি ত সরলচিত্তে বলে' যাব, যিনি সন্দিগ্ধ হবেন তিনি হবেন।" হরি তুমিই সত্য!

জয়সেন

পূজো উপলক্ষে নিমন্ত্রণ, এ ত সামান্য কথা,—এতে সন্দেহ হবার কি কারণ থাক্‌তে পারে?

ত্রিবেদী

তোমরা বড় লোক, তোমাদের এই রকমই হয়। নইলে "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" বল্‌বে কেন? যদি তোমাদের কেউ

এসে বলে, "আয় ত রে পাষণ্ড তোর মুণ্ডুটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলি" অমনি তোমাদের উপলুব্ধ হয় যে, আর যাই হোক্ লোকটা প্রবঞ্চনা করচে না, মুণ্ডুটার উপরে বাস্তবিক তা'র নজর আছে বটে। কিন্তু যদি কেউ বলে "এস ত বাপধন, আস্তে আস্তে তোমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিই", অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়। যেন আস্ত মুণ্ডুটা ধরে' টান মারার চেয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেওয়া শক্ত। হে ভগবান্, যদি রাজা স্পষ্ট করে'ই বল্‌ত—একবার হাতের কাছে এস ত, তোমাদের একেকটাকে ধরে' রাজ্য থেকে নির্ব্বসন করে' পাঠাই—তা হ'লে এটা কখনো সন্দেহ কর্ত্তে না যে, হয় ত বা রাজকন্যার সঙ্গে পরিণাম বন্ধন করবার জন্যেই রাজা ডেকে থাকবেন। কিন্তু রাজা বলেছেন নাকি, হে বন্ধুসকল, 'রাজদ্বারে শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধব,' "অতএব তোমরা পূজা উপলক্ষে এখানে এসে কিঞ্চিৎ ফলাহার করবে"—অম্‌নি তোমাদের সন্দেহ হয়েছে সে ফলাহারটা কি রকমের না জানি! হে মধুসূদন! তা এমনি হয় বটে! বড় লোকের সামান্য কথায় সন্দেহ হয়, আবার সামান্য লোকের বড় কথায় সন্দেহ হয়।

জয়সেন

ঠাকুর, তুমি অতি সরল প্রকৃতির লোক। আমার যে টুকু বা সন্দেহ ছিল, তোমার কথায় সমস্ত ভেঙে গেছে।

ত্রিবেদী

তা লেহ্য কথা বলেছ। আমি তোমাদের মত বুদ্ধিমান নই—সকল কথা তলিয়ে বুঝতে পারিনে—কিন্তু, বাবা, সরল। পুরাণ সংহিতায় যাকে বলে "অন্যে পরে কা কথা" অর্থাৎ অন্যের কথা নিয়ে কখনো থাকিনে!

জয়সেন

আর কা'কে কা'কে তুমি নিমন্ত্রণ কর্ত্তে বেরিয়েছ?

ত্রিবেদী

তোমাদের পোড়া নাম আমার মনে থাকে না। তোমাদের কাশ্মীরী স্বভাব যেমন তোমাদের নামগুলোও ঠিক তেমনি শ্রুতিপৌরুষ, তা এরাজ্যে তোমাদের গুষ্টির যেখেনে যে আছে সকলকেই ডাক পড়েছে। শূলপাণি! কেউ বাদ যাবে না!

জয়সেন

যাও, ঠাকুর, এখন বিশ্রাম করগে।

ত্রিবেদী

যাহোক্, তোমার মন থেকে যে সমস্ত সন্দেহ দূর হয়েছে মন্ত্রী এ কথা শুনলে ভারী খুসী হবে। মুকুন্দ মুরহর মুরারে!

(প্রস্থান)

জয়সেন

মিহির গুপ্ত, সমস্ত অবস্থা বুঝলে ত? এখন গৌরসেন যুধাজিৎ উদয়ভাস্কর ওঁদের কাছে শীঘ্র লোক পাঠাও। বল, অবিলম্বে সকলে একত্র মিলে একটা পরামর্শ করা আবশ্যক।

মিহির গুপ্ত

যে আজ্ঞা।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর

বিক্রমদেব, রাণীর আত্মীয় সভাসদ

সভাসদ

ধন্য মহারাজ!

বিক্রমদেব

কেন এত ধন্যবাদ?

সভাসদ

মহত্ত্বের এই ত লক্ষণ—দৃষ্টি তা'র
সকলের পরে। ক্ষুদ্র প্রাণ ক্ষুদ্র জনে
পায় না দেখিতে। প্রবাসে পড়িয়া আছে

সেবক যাহারা, জয়সেন, যুধাজিৎ—
মহোৎসবে তাহাদের করেছ স্মরণ।
আনন্দে বিহ্বল তা'রা। সত্বর আসিছে
দলবল নিয়ে।

বিক্রমদেব

যাও, যাও! তুচ্ছ কথা,
তা'র লাগি এত যশোগান! জানিও নে
আহূত হয়েছে কা'রা পূজার উৎসবে!

সভাসদ

রবির উদয় মাত্রে আলোকিত হয়
চরাচর, নাই চেষ্টা, নাহি পরিশ্রম,
নাহি তাহে ক্ষতি বৃদ্ধি তা'র। জানেও না
কোথা কোন্ তৃণতলে কোন্ বনফুল
আনন্দে ফুটিছে তা'র কনককিরণে।
কৃপাবৃষ্টি কর অবহেলে, যে পায় সে
ধন্য হয়।

বিক্রমদেব

থাম, থাম, যথেষ্ট হয়েছে।
আমি যত অবহেলে কৃপাবৃষ্টি করি
তা'র চেয়ে অবহেলে সভাসদ্‌গণ

করে স্তুতিবৃষ্টি। বলা ত হয়েছে শেষ
যত কথা করেছ রচনা। যাও এবে!

(সভাসদের প্রস্থান)

সুমিত্রার প্রবেশ

কোথা যাও একবার ফিরে চাও রাণী।
রাজা আমি পৃথিবীর কাছে, তুমি শুধু
জান মোরে দীন বলে'। ঐশ্বর্য্য আমার
বাহিরে বিস্তৃত—শুধু তোমার নিকটে
ক্ষুধার্ত্ত কঙ্কালসার কাঙাল বাসনা
তাই কি ঘৃণার দর্পে চলে' যাও দূরে
মহারাণী, রাজরাজেশ্বরী?

সুমিত্রা

মহারাজ,
যে প্রেম করিছে ভিক্ষা সমস্ত বসুধা
একা আমি সে প্রেমের যোগ্য নই কভু!

বিক্রমদেব

অপদার্থ আমি! দীন কাপুরুষ আমি!
কর্ত্তব্যবিমুখ আমি, অন্তঃপুরচারী!
কিন্তু মহারাণী, সে কি স্বভাব আমার?

আমি ক্ষুদ্র, তুমি মহীয়সী ?   তুমি উচ্চে,
আমি ধূলি মাঝে ?   নহে তাহা।   জানি আমি
আপন ক্ষমতা।   রয়েছে দুর্জ্জয় শক্তি
এ হৃদয় মাঝে ; প্রেমের আকারে তাহা
দিয়েছি তোমারে।   বজ্রাগ্নিরে করিয়াছি
বিদ্যুতের মালা ; পরায়েছি কণ্ঠে তব।

সুমিত্রা

ঘৃণা কর, মহারাজ, ঘৃণা কর মোরে
সেও ভালো—একেবারে ভুলে যাও যদি
সেও সহ্য হয়—ক্ষুদ্র এ নারীর পরে
করিও না বিসর্জ্জন সমস্ত পৌরুষ।

বিক্রমদেব

এত প্রেম, হায় তা'র এত অনাদর !
চাহ না এ প্রেম ?   না চাহিয়া দস্যুসম
নিতেছ কাড়িয়া।—উপেক্ষার ছুরি দিয়া
কাটিয়া তুলিছ, রক্তসিক্ত তপ্ত প্রেম
মর্ম্মবিদ্ধ করি' !   ধূলিতে দিতেছ ফেলি
নির্ম্মম নিষ্ঠুর !   পাষাণ-প্রতিমা তুমি,
যত বক্ষে চেপে ধরি অনুরাগভরে,
তত বাজে বুকে।

স্থমিত্রা

চরণে পতিত দাসী,
কি করিতে চাও কর। কেন তিরস্কার ?
নাথ, কেন আজি এত কঠিন বচন ?
কত অপরাধ তুমি করেছ মার্জ্জনা,
কেন রোষ বিনা অপরাধে ?

বিক্রমদেব

প্রিয়তমে,
উঠ, উঠ,—এস বুকে—স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে
এ দীপ্ত হৃদয়জ্বালা করহ নির্ব্বাণ !
কত সুধা, কত ক্ষমা ওই অশ্রুজলে,
অয়ি প্রিয়ে, কত প্রেম, কতই নির্ভর !
কোমল হৃদয়তলে তীক্ষ্ণ কথা বিঁধে
প্রেম-উৎস ছুটে—অর্জ্জুনের শরাঘাতে
মর্ম্মাহত ধরণীর ভোগবতী সম !

নেপথ্যে

মহারাণী !

স্থমিত্রা

(অশ্রু মুছিয়া) দেবদত্ত ! আর্য্য, কি সংবাদ ?

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

রাজ্যের নায়কগণ রাজ-নিমন্ত্রণ
করিয়াছে অবহেলা ;—বিদ্রোহের তরে
হয়েছে প্রস্তুত।

সুমিত্রা

শুনিতেছ মহারাজ ?

বিক্রমদেব

দেবদত্ত, অন্তঃপুর নহে মন্ত্রগৃহ !

দেবদত্ত

মহারাজ, মন্ত্রগৃহ অন্তঃপুর নহে
তাই সেথা নৃপতির পাইনে দর্শন।

সুমিত্রা

স্পর্দ্ধিত কুক্কুর যত বর্দ্ধিত হয়েছে
রাজ্যের উচ্ছিষ্ট অন্নে ! রাজার বিরুদ্ধে
বিদ্রোহ করিতে চাহে। এ কি অহঙ্কার ?
মহারাজ, মন্ত্রণার আছে কি সময় ?
মন্ত্রণার কি আছে বিষয় ! সৈন্য ল'য়ে
যাও অবিলম্বে, রক্তশোষী কীটদের
দলন করিয়া ফেল চরণের তলে !

বিক্রমদেব

সেনাপতি শত্রুপক্ষ,—

সুমিত্রা

নিজে যাও তুমি।

বিক্রমদেব

আমি কি তোমার উপদ্রব, অভিশাপ,
দুরদৃষ্ট, দুঃস্বপন, করলগ্ন কাঁটা ?
হেথা হ'তে একপদ নড়িব না, রাণি,
পাঠাইব সন্ধির প্রস্তাব। কে ঘটালে
এই উপদ্রব ? ব্রাহ্মণে নারীতে মিলে
বিবরের সুপ্তসর্প জাগাইয়া তুলি'
এ কি খেলা ! আত্ম-রক্ষা-অসমর্থ যারা
নিশ্চিন্তে ঘটায় তা'রা পরের বিপদ !

সুমিত্রা

ধিক্ এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা !
ধিক্ আমি, এ রাজ্যের রাণী !

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

দেবদত্ত,
বন্ধুত্বের এই পুরস্কার ? বৃথা আশা !
রাজার অদৃষ্টে বিধি লেখেনি প্রণয় ;

ছায়াহীন সঙ্গীহীন পর্ব্বতের মত
একা মহাশূন্য মাঝে দগ্ধ উচ্চ শিরে
প্রেমহীন নীরস মহিমা ; ঝঞ্ঝাবায়ু
করে আক্রমণ, বজ্র এসে বিঁধে, সূর্য্য
রক্তনেত্রে চাহে ; ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া ! কিন্তু ভালবাসা কোথা ?
রাজার হৃদয় সেও হৃদয়ের তরে
কাঁদে ; হায় বন্ধু, মানবজীবন ল'য়ে
রাজত্বের ভাণ করা শুধু বিড়ম্বনা !
দম্ভ-উচ্চ সিংহাসন চূর্ণ হ'য়ে গিয়ে
ধরা সাথে হোক্ সমতল ; একবার
হৃদয়ের কাছাকাছি পাই তোমাদের !
বাল্যসখা, রাজা বলে' ভুলে যাও মোরে
একবার ভালো করে' কর অনুভব
বান্ধব-হৃদয়-ব্যথা বান্ধব হৃদয়ে !

দেবদত্ত

সখা, এ হৃদয় মোর জানিয়ো তোমার।
কেবল প্রণয় নয়, অপ্রণয় তব
সেও আমি স'ব অকাতরে ; রোষানল
ল'ব বক্ষ পাতি,—যেমন অগাধ সিন্ধু
আকাশের বজ্র লয় বুকে।

বিক্রমদেব

দেবদত্ত,

সুখনীড় মাঝে কেন হানিছ বিরহ ?
সুখস্বর্গ মাঝে কেন আনিছ বহিয়া
হাহাধ্বনি ?

দেবদত্ত

সখা, আগুন লেগেছে ঘরে
আমি শুধু এনেছি সংবাদ ! সুখনিদ্রা
দিয়েছি ভাঙায়ে !

বিক্রমদেব

এর চেয়ে সুখস্বপ্নে
মৃত্যু ছিল ভালো !

দেবদত্ত

ধিক্ লজ্জা, মহারাজ,
রাজ্যের মৃত্যুর চেয়ে তুচ্ছ স্বপ্নসুখ
বেশি হল ?

বিক্রমদেব

যোগাসনে লীন যোগিবর
তা'র কাছে কোথা আছে বিশ্বের প্রলয় ?
স্বপ্ন এ সংসার ! অর্দ্ধশত বর্ষপরে

আজিকার সুখ দুঃখ কার মনে র'বে ?
যাও যাও, দেবদত্ত যেথা ইচ্ছা তব !
আপন সান্ত্বনা আছে আপনার কাছে।
দেখে আসি ঘৃণাভরে কোথা গেল রাণী !

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

পুরুষবেশে রাণী সুমিত্রা, বাহিরে অনুচর

সুমিত্রা

জগৎ-জননী মাতা, দুর্ব্বল হৃদয়
তনয়ারে করিও মার্জ্জনা ! আজ সব
পূজা ব্যর্থ হ'ল,— শুধু সে সুন্দর মুখ
পড়ে মনে, সেই প্রেমপূর্ণ চক্ষু দুটি,
সেই শয্যাপরে একা সুপ্ত মহারাজ !
হায় মা, নারীর প্রাণ এত কি কঠিন ?
দক্ষযজ্ঞে তুই যবে গিয়েছিলি, সতি,
প্রতিপদে আপন হৃদয়খানি তোর
আপন চরণ দুটি জড়ায়ে কাতরে
বলেনি কি ফিরে যেতে পতিগৃহ পানে ?
সেই কৈলাসের পথে আর ফিরিল না

ও রাঙা চরণ ! মাগো, সে দিনের কথা
দেখ মনে করে' ! জননি, এসেছি আমি
রমণীহৃদয় বলি দিতে, রমণীর
ভালবাসা, ছিন্ন শতদল সম, দিতে
পদতলে। নারী তুমি, নারীর হৃদয়
জান তুমি ; বল দাও জননী আমারে !
থেকে থেকে ওই শুনি রাজগৃহ হ'তে
"ফিরে এস, ফিরে এস রাণী," প্রেমপূর্ণ
পুরাতন সেই কণ্ঠস্বর। খড়গ নিয়ে
তুমি এস, দাঁড়াও রুধিয়া পথ, বল,
"তুমি যাও, রাজধর্ম্ম উঠুক্ জাগিয়া,
ধন্য হোক্ রাজা, প্রজা হোক্ সুখী, রাজ্যে
ফিরে আসুক্ কল্যাণ, দূর হোক্ যত
অত্যাচার, ভূপতির যশোরশ্মি হ'তে
ঘুচে যাক্ কলঙ্ককালিমা। তুমি নারী
ধরাপ্রান্তে যেথা স্থান পাও—একাকিনী
বসে' বসে', নিজ দুঃখে মর বুক ফেটে !"
পিতৃসত্য পালনের তরে রামচন্দ্র
গিয়াছেন বনে, পতিসত্য পালনের
লাগি আমি যাব। যে সত্যে আছেন বাঁধা
মহারাজ রাজ্যলক্ষ্মী কাছে—কভু তাহা
সামান্য নারীর তরে ব্যর্থ হইবে না।

বাহিরে একজন পুরুষ ও স্ত্রীর প্রবেশ

অনুচর

কে তোরা ? দাঁড়া এইখানে।

পুরুষ

কেন বাবা ? এখানেও কি স্থান নেই ?

স্ত্রী

মা গো ! এখানেও সেই সিপাই !

সুমিত্রার বাহিরে আগমন

সুমিত্রা

তোমরা কে গো ?

পুরুষ

মিহির গুপ্ত আমাদের ছেলেটিকে ধরে' রেখে আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। আমাদের চাল নেই, চুলো নেই, মরবার জায়গাটুকু নেই—তাই আমরা মন্দিরে এসেছি—মার কাছে হত্যা দিয়ে পড়্‌ব—দেখি তিনি আমাদের কি গতি করেন ?

স্ত্রী

তা হাঁ গা এখানেও তোমরা সিপাই রেখেছ ? রাজার দরজা বন্ধ, আবার মায়ের দরজাও আগ্‌লে দাঁড়িয়েছ ?

স্থমিত্রা

না, বাছা, এস তোমরা। এখানে তোমাদের কোনো ভয় নেই। কে তোমাদের ওপর দৌরাত্ম্য করেছে?

পুরুষ

এই জয়সেন। আমরা রাজার কাছে দুঃখু জানাতে গিয়েছিলেম,—রাজ-দর্শন পেলেম না,—ফিরে এসে দেখি আমাদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে—আমাদের ছেলেটিকে বেঁধে রেখেছে।

স্থমিত্রা

(স্ত্রীলোকের প্রতি) হাঁ গা, তা তুমি রাণীকে গিয়ে জানালে না কেন?

স্ত্রী

ওগো রাণীই ত রাজাকে যাদু করে' রেখেছে। আমাদের রাজা ভালো,—রাজার দোষ নেই,—ঐ বিদেশ থেকে এক রাণী এসেছে, সে আপন কুটুম্বুদের রাজ্য জুড়ে বসিয়েছে। প্রজার বুকের রক্ত শুষে খাচ্চে গো!

পুরুষ

চুপ্ কর্ মাগী! তুই রাণীর কি জানিস্? যে কথা জানিস্‌নে তা মুখে আনিস্‌নে।

স্ত্রী

জানি গো জানি! ঐ রাণীই ত বসে' বসে' রাজার কাছে আমাদের নামে যত কথা লাগায়!

সুমিত্রা

ঠিক বলেছ বাছা। ঐ রাণী সর্ব্বনাশী ত যত নষ্টের মূল। তা সে আর বেশি দিন থাক্‌বে না,—তা'র পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে? এই নাও, আমার সাধ্যমত দিলাম,—সব দুঃখ দূর করতে পারি নে।

পুরুষ

আহা, তুমি কোনো রাজার ছেলে হ'বে—তোমার জয় হোক্!

সুমিত্রা

আর বিলম্ব নয়, এখনি যাবো।

(প্রস্থান)

ত্রিবেদীর প্রবেশ

ত্রিবেদী

হে হরি কি দেখ্‌লুম! পুরুষমূর্ত্তি ধরে' রাণী সুমিত্রা ঘোড়ায় চড়ে' চলেছেন। মন্দিরে দেবপূজার ছলে এসে রাজ্য ছেড়ে পালিয়েছেন। আমাকে দেখে বড় খুসী! মধুসূদন!

ভাব্‌লে ব্রাহ্মণ বড় সরলহৃদয়, মাথার তেলোয় যেমন একগাছি চুল দেখা যায় না, তলায় তেমনি বুদ্ধির লেশমাত্র নাই—এঁকে দিয়ে একটা কাজ করিয়ে নেওয়া যাক্। এর মুখ দিয়ে রাজাকে দুটো মিষ্টি কথা পাঠিয়ে দেওয়া যাক্! বাবা তোমরা বেঁচে থাক। যখনি তোমাদের কিছু দরকার পড়বে বুড়ো ত্রিবেদীকে ডেকো, আর দান-দক্ষিণের বেলায় দেবদত্ত আছেন। দয়াময়! তা' বল্‌ব! খুব মিষ্টি মিষ্টি করে'ই বল্‌ব। আমার মুখে মিষ্টি কথা আরো বেশি মিষ্টি হ'য়ে ওঠে! কমললোচন! রাজা কি খুসীই হবে! কথাগুলো যত বড় বড় করে' বল্‌ব রাজার মুখের হাঁ তত বেড়ে যাবে। দেখেছি, আমার মুখে বড় কথাগুলো শোনায় ভালো।—লোকের বিশেষ আমোদ বোধ হয়। বলে, ব্রাহ্মণ বড় সরল! পতিতপাবন! এবারে কতটা আমোদ হবে বল্‌তে পারিনে! কিন্তু শব্দশাস্ত্র একেবারে উলোট পালট করে' দেব'। আঃ কি দুর্য্যোগ! আজ সমস্ত দিন দেবপূজো হয় নি, এইবার একটু পূজো অর্চ্চনায় মন দেওয়া যাক্। দীনবন্ধু, ভক্তবৎসল!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

প্রাসাদ

বিক্রমদেব, মন্ত্রী ও দেবদত্ত

বিক্রম

পলায়ন! রাজা ছেড়ে পলায়ন! এ রাজ্যেতে
যত সৈন্য, যত দুর্গ, যত কারাগার,
যত লোহার শৃঙ্খল আছে, সব দিয়ে
পারে না কি বাঁধিয়া রাখিতে দৃঢ় বলে
ক্ষুদ্র এক নারীর হৃদয়? এই রাজা
এই কি মহিমা তা'র? বৃহৎ প্রতাপ,
লোকবল অর্থবল নিয়ে, পড়ে' থাকে
শূন্য স্বর্ণ পিঞ্জরের মত, ক্ষুদ্র পাখী
উড়ে' চলে' যায়।

মন্ত্রী

হায় হায়, মহারাজ,
লোকনিন্দা, ভগ্নবাঁধ জলস্রোত সম,
ছুটে চারিদিক হ'তে।

বিক্রম

চুপ কর মন্ত্রী।
লোকনিন্দা, লোকনিন্দা সদা! নিন্দাভারে

রসনা খসিয়া যাক্ অলস লোকের !
দিবা যদি গেল, উঠুক না চুপি চুপি
ক্ষুদ্র পঙ্ককুণ্ড হ'তে, দুষ্ট বাষ্পরাশি ;
অমার আঁধার তাহে বাড়িবে না কিছু।
লোকনিন্দা !

দেবদত্ত

মন্ত্রী, পরিপূর্ণ সূর্য্যপানে
কে পারে তাকাতে ? তাই গ্রহণের বেলা
ছুটে আসে যত মর্ত্ত্যলোক, দীননেত্রে
চেয়ে দেখে দুর্দ্দিনের দিনপতি পানে ;
আপনার কালিমাখা কাচখণ্ড দিয়ে
কালো দেখে গগনের আলো। মহারাণী
মা জননী, এই ছিল অদৃষ্টে তোমার ?
তব নাম ধূলায় লুটায় ? তব নাম
ফিরে মুখে মুখে ? একি এ দুর্দ্দিন আজি ?
তবু তুমি তেজস্বিনী সতী ! এরা সব
পথের কাঙাল।

বিক্রমদেব

ত্রিবেদী কোথায় গেল ?
মন্ত্রী, ডেকে আন তা'রে ! শোনা হয় নাই
তা'র সব কথা ; ছিনু অন্য মনে।

মন্ত্রী

যাই

ডেকে আনি তা'রে।

(প্রস্থান)

বিক্রম

এখনো সময় আছে ;
এখনো ফিরাতে পারি পাইলে সন্ধান !
আবার সন্ধান ? এমনি কি চিরদিন
কাটিবে জীবন ? সে দিবে না ধরা, আমি
ফিরিব পশ্চাতে ? প্রেমের শৃঙ্খল হাতে
রাজ্য রাজকর্ম্ম ফেলে শুধু রমণীর
পলাতক হৃদয়ের সন্ধানে ফিরিব ?
পলাও, পলাও নারী, চির দিনরাত
কর পলায়ন ; গৃহহীন, প্রেমহীন,
বিশ্রাম বিহীন, অনাবৃত পৃথ্বীমাঝে
কেবল পশ্চাতে ল'য়ে আপনার ছায়া !

ত্রিবেদীর প্রবেশ

চলে' যাও, দূর হও কে ডাকে তোমারে ?
বার বার তা'র কথা কে চাহে শুনিতে
প্রগল্‌ভ ব্রাহ্মণ মূর্খ ?

ত্রিবেদী

হে মধুসূদন।

(প্রস্থানোদ্যম)

বিক্রমদেব

শোন, শোন, দুটো কথা শুধাবার আছে।
চোখে অশ্রু ছিল ?

ত্রিবেদী

চিন্তা নেই বাপু! অশ্রু
দেখি নাই।

বিক্রমদেব

মিথ্যা করে' বল! অতি ক্ষুদ্র
সকরুণ দুটি মিথ্যে কথা! হে ব্রাহ্মণ!
বৃদ্ধ তুমি ক্ষীণদৃষ্টি, কি করে' জানিলে
চোখে তা'র অশ্রু ছিল কি না? বেশি নয়,
একবিন্দু জল, নহে ত নয়ন-প্রান্তে
ছল ছল ভাব; কম্পিত কাতর কণ্ঠে
অশ্রুবদ্ধ বাণী! তাও নয়? সত্য বল
মিথ্যা বল। বোলো না, বোলো না, চলে' যাও।

ত্রিবেদী

হরি হে তুমিই সত্য!

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

অন্তর্যামী দেব,
তুমি জান, জীবনের সব অপরাধ
তা'রে ভালবাসা ; পুণ্য গেল, স্বর্গ গেল,
রাজ্য যায় অবশেষে সেও চলে' গেল !
তবে দাও, ফিরে দাও, ক্ষাত্রধর্ম্ম মোর ;
রাজধর্ম্ম ফিরে দাও ; পুরুষ হৃদয়
মুক্ত করে' দাও এই বিশ্বরঙ্গ মাঝে !
কোথা কর্ম্মক্ষেত্র ! কোথা জনস্রোত ! কোথা
জীবন মরণ ! কোথা সেই মানবের
অবিশ্রাম সুখ দুঃখ, বিপদ সম্পদ,
তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস !—

মন্ত্রীর প্রবেশ

মন্ত্রী

মহারাজ, অশ্বারোহী,
পাঠায়েছি চারিদিকে রাজ্ঞীর সন্ধানে !

বিক্রমদেব

ফিরাও, ফিরাও মন্ত্রী ! স্বপ্ন ছুটে গেছে,
অশ্বারোহী কোথা তা'রে পাইবে খুঁজিয়া ?
সৈন্যদল করহ প্রস্তুত, যুদ্ধে যাব,
নাশিব বিদ্রোহ !

মন্ত্রী

যে আদেশ মহারাজ !

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

দেবদত্ত, কেন নত মুখ ম্লান দৃষ্টি ?
ক্ষুদ্র সান্ত্বনার কথা বোলো না ব্রাহ্মণ !
আমারে পশ্চাতে ফেলে চলে' গেছে চোর,
আপনারে পেয়েছি কুড়ায়ে ! আজি সখা,
আনন্দের দিন ! এস আলিঙ্গন পাশে !

(আলিঙ্গন করিয়া)

বন্ধু, বন্ধু, মিথ্যা কথা, মিথ্যা এই ভাণ !
থেকে থেকে বজ্রশেল ছুটিছে বিঁধিছে
মর্ম্মে । এস, এস, একবার অশ্রুজল
ফেলি বন্ধুর হৃদয়ে ! মেঘ যাক্ কেটে ।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর—প্রাসাদ সম্মুখে রাজপথ

দ্বারে শঙ্কর

শঙ্কর

এতটুকু ছিল, আমার কোলে খেলা করত। যখন কেবল চারটি দাঁত উঠেছে তখন সে আমাকে সঙ্কল দাদা বল্‌ত। এখন বড় হ'য়ে উঠেছে, এখন সঙ্কল দাদার কোলে আর ধরে না, এখন সিংহাসন চাই। স্বর্গীয় মহারাজ মরবার সময় তোদের দুটি ভাই বোনকে আমার কোলে দিয়ে গিয়েছিল। বোনটি ত দুদিন বাদে স্বামীর কোলে গেল। মনে করেছিলুম কুমারসেনকে আমার কোলে থেকে একেবারে সিংহাসনে উঠিয়ে দেব'। কিন্তু খুড়ো মহারাজ আর সিংহাসন থেকে নাবেন না। শুভলগ্ন কতবার হ'ল, কিন্তু আজ কাল করে' আর সময় হ'ল না। কত ওজর কত আপত্তি! আরে ভাই সঙ্কলের কোল এক, আর সিংহাসন এক। বুড়ো হ'য়ে গেলুম—তোকে কি আর রাজাসনে দেখে যেতে পারব?

দুইজন সৈনিকের প্রবেশ

প্রথম

আমাদের যুবরাজ কবে রাজা হবেরে ভাই? সে দিন আমি তোমাদের সকলকে মহুয়া খাওয়াব।

দ্বিতীয়

আরে, তুই ত মহুয়া খাওয়াবি—আমি জান দেব.' আমি লড়াই করে' করে' বেড়াব, আমি পাঁচটা গাঁ লুঠ করে' আনব। আমি আমার মহাজন বেটার মাথা ভেঙে দেব'। বলিস্ ত আমি খুসী হ'য়ে যুবরাজের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমনি মরে' পড়ে' যাব!

প্রথম

তা কি আমি পারিনে? মরবার কথা কি বলিস। আমার যদি শওয়া শ বরষ পরমায়ু থাকে আমি যুবরাজের জন্যে নিয়মিত দু সন্ধ্যে দুবার করে' মর্ত্তে পারি। তা ছাড়া উপরি আছে।

দ্বিতীয়

ওরে যুবরাজ ত আমাদেরই—স্বর্গীয় মহারাজ তাকে আমাদেরই হাতে দিয়ে গেছেন। আমরা তাকে কাঁধে করে,' ঢাক বাজিয়ে রাজা করে' দেব'। তা কাউকে ভয় করব না,—

প্রথম

খুড়ো মহারাজকে গিয়ে বলব, তুমি নেমে এস ; আমরা রাজপুত্তুরকে সিংহাসনে চড়িয়ে আনন্দ কর্ত্তে চাই।

দ্বিতীয়

শুনেছিস্ পূর্ণিমা তিথিতে যুবরাজের বিয়ে।

প্রথম

সে ত পাঁচ বৎসর ধরে' শুনে এসেচি।

দ্বিতীয়

এইবার পাঁচ বৎসর পূর্ণ হ'য়ে গেছে। ত্রিচূড়ের রাজ-বংশে নিয়ম চলে' আস্চে যে, পাঁচবৎসর রাজকন্যার অধীন হ'য়ে থাক্‌তে হবে। তা'র পর হুকুম হ'লে বিয়ে হবে।

প্রথম

বাবা, এ আবার কি নিয়ম। আমরা ক্ষত্রিয়, আমাদের চিরকাল চলে' আস্চে শ্বশুরের গালে চড় মেরে মেয়েটার ঝুঁটি ধরে' টেনে নিয়ে আসি—ঘণ্টাদুয়ের মধ্যে সমস্ত পরিষ্কার হ'য়ে যায়—তা'র পরে দশটা বিয়ে করবার ফুরসৎ পাওয়া যায়!

দ্বিতীয়

যোধমল, সে দিন কি কর্‌বি বল দেখি?

প্রথম

সে দিন আমিও আরেকটা বিয়ে করে' ফেল্‌ব।

দ্বিতীয়

সাবাস বলেছিস্ রে ভাই।

প্রথম

মহিচাঁদের মেয়ে! খাসা দেখতে ভাই। কি চোখ্ রে! সেদিন বিতস্তায় জল আন্‌তে যাচ্ছিল, দুটো কথা বলতে গেলুম, কঙ্কণ তুলে মারতে এল। দেখ্‌লুম চোখের চেয়ে তা'র কঙ্কণ ভয়ানক। চট্‌পট্ সরে' পড়তে হ'ল।

গান

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল

ঐ আঁখিরে!
ফিরে ফিরে চেয়ো না চেয়ো না, ফিরে যাও
কি আর রেখেছ বাকি রে!
মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ
কি সুখে পরাণ আর রাখিরে!

দ্বিতীয়

সাবাস্ ভাই!

প্রথম

ঐ দেখ শঙ্কর দাদা! যুবরাজ এখানে নেই—তবু বুড়ো সাজসজ্জা করে' সেই দুয়োরে বসে' আছে। পৃথিবী যদি উলট্‌পালট্ হ'য়ে যায় তবু বুড়োর নিয়মের ত্রুটি হবে না।

দ্বিতীয়

আয় ভাই ওকে যুবরাজের দুটো কথা জিজ্ঞাসা করা যাক্।

প্রথম

জিজ্ঞাসা করলে ও কি উত্তর দেবে? ও তেমন বুড়ো নয়। যেন ভরতের রাজত্বে রামচন্দ্রের জুতো জোড়াটার মত পড়ে' আছে, মুখে কথাটি নেই।

দ্বিতীয়

(শঙ্করের নিকট গিয়া) হাঁ দাদা, বল না দাদা, যুবরাজ রাজা হবে কবে।

শঙ্কর

তোদের সে খবরে কাজ কি?

প্রথম

না, না, বলচি আমাদের যুবরাজের বয়স হয়েছে এখনো খুড়ো রাজা নাবচে না কেন?

শঙ্কর

তাতে দোষ হয়েছে কি? হাজার হোক্ খুড়ো ত বটে?

দ্বিতীয়

তা ত বটেই। কিন্তু যে দেশের যেমন নিয়ম—আমাদের নিয়ম আছে যে—

শঙ্কর

নিয়ম তোরা মান্‌বি, আমরা মান্‌ব, বড় লোকের আবার নিয়ম কি ? সবাই যদি নিয়ম মান্‌বে তবে নিয়ম গড়বে কে ?

প্রথম

আচ্ছা, দাদা, তা যেন হ'ল—কিন্তু এই পাঁচ বছর ধরে' বিয়ে করা এ কেমন নিয়ম দাদা ? আমি ত বলি, বিয়ে করা বাণ খাওয়ার মত—চট্‌ করে' লাগ্‌ল তীর তা'র পরে ইহজন্মের মত বিঁধে রইল। আর ভাবনা রইল না। কিন্তু দাদা পাঁচ বছর ধরে' এ কি রকম কারখানা ?

শঙ্কর

তোদের আশ্চর্য্য ঠেক্‌বে বলে' কি যে দেশের যা নিয়ম তা উল্‌টে যাবে ? নিয়ম ত কারো ছাড়বার জো নেই। এ সংসার নিয়মেই চল্‌চে। যা যা আর বকিস্‌নে যা। এ সকল কথা তোদের মুখে ভালো শোনায় না।

প্রথম

তা চল্লুম। আজকাল আমাদের দাদার মেজাজ ভালো নেই। একেবারে শুকিয়ে যেন খড়-খড় করচে।

(প্রস্থান)

পুরুষবেশী সুমিত্রার প্রবেশ

সুমিত্রা

তুমি কি শঙ্করদাদা ?

শঙ্কর

কে তুমি ডাকিলে
পুরাতন পরিচিত স্নেহভরা স্বরে ?
কে তুমি পথিক ?

সুমিত্রা

এসেছি বিদেশ হ'তে।

শঙ্কর

এ কি স্বপ্ন দেখি আমি ? কি মন্ত্র-কুহকে
কুমার আবার এল বালক হইয়া
শঙ্করের কাছে ? যেন সেই সন্ধ্যাবেলা
খেলাশ্রান্ত সুকুমার বাল্য তনুখানি,
চরণকমল ক্লিস্ট বিবর্ণ কপোল ;
ক্লান্ত শিশুহিয়া বৃদ্ধ শঙ্করের বুকে
বিশ্রাম মাগিছে।

সুমিত্রা

জালন্ধর হ'তে আমি
এসেছি সংবাদ ল'য়ে কুমারের কাছে।

শঙ্কর

কুমারের বাল্যকাল এসেছে আপনি
কুমারের কাছে। শৈশবের খেলাধূলা
মনে করে' দিতে, ছোট বোন পাঠায়েছে
তা'রে! দূত তুমি এ মূর্ত্তি কোথায় পেলে?
মিছে বকিতেছ কত। ক্ষমা কর মোরে।
বল বল কি সংবাদ। রাণী দিদি মোর
ভালো আছে, সুখে আছে, পতির সোহাগে,
মহিষী-গৌরবে? সুখে প্রজাগণ তা'রে
মা বলিয়া করে আশীর্ব্বাদ? রাজলক্ষ্মী
অন্নপূর্ণা বিতরিছে রাজ্যের কল্যাণ?
ধিক্ মোরে, শ্রান্ত তুমি পথশ্রমে, চল
গৃহে চল। বিশ্রামের পরে একে একে
বোলো তুমি সকল সংবাদ। গৃহে চল!

সুমিত্রা

শঙ্কর, মনে কি আছে এখনো রাণীরে?

শঙ্কর

সেই কণ্ঠস্বর! সেই গভীর গম্ভীর
দৃষ্টি স্নেহভারনত! এ কি মরীচিকা?
এনেছ কি চুরি করে' মোর সুমিত্রার

ছায়াখানি ? মনে নাই তা'রে ? তুমি বুঝি
তাহারি অতীত স্মৃতি বাহিরিয়া এলে
আমারি হৃদয় হ'তে আমারে ছলিতে ?
বার্দ্ধক্যের মুখরতা ক্ষমা কর যুবা !
বহুদিন মৌন ছিনু—আজ কত কথা
আসে মুখে, চোখে আসে জল ! নাহি জানি
কেন এত স্নেহ আসে মনে, তোমা পরে !
যেন তুমি চিরপরিচিত ! যেন তুমি
চিরজীবনের মোর আদরের ধন।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়—ক্রীড়াকানন

কুমারসেন, ইলা ও সখীগণ

ইলা

যেতে হবে ? কেন যেতে হবে যুবরাজ ?
ইলারে লাগে না ভালো দুদণ্ডের বেশি,
ছিছি চঞ্চল হৃদয় ?

কুমারসেন

প্রজাগণ সবে—

ইলা

তা'রা কি আমার চেয়ে হয় ম্রিয়মাণ
তব অদর্শনে ? রাজ্যে তুমি চলে' গেলে
মনে হয় আর আমি নেই। যতক্ষণ
তুমি মোরে মনে কর ততক্ষণ আছি,
একাকিনী কেহ নই আমি! রাজ্যে তব
কত লোক, কত চিন্তা, কত কার্য্যভার,
কত রাজ আড়ম্বর, আর সব আছে,
শুধু সেথা ক্ষুদ্র ইলা নাই!

কুমারসেন

সব আছে
তবু কিছু নাই, তুমি না থেকেও আছ
প্রাণতমে!

ইলা

মিছে কথা বোলো না কুমার!
তুমি রাজা আপন রাজত্বে, এ অরণ্যে
আমি রাণী, তুমি প্রজা মোর! কোথা যাবে?
যেতে আমি দিব না তোমারে! সখি, তোরা
আয়; এরে বাঁধ্ ফুলপাশে, কর্ গান,
কেড়ে নে সকলে মিলি রাজ্যের ভাবনা।

সখীদের গান

মিশ্রমোল্লার—একতালা

যদি আসে তবে কেন যেতে চায় ?
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ?
চেয়ে থাকে ফুল হৃদয় আকুল, বায়ু বলে এসে ভেসে যাই !
ধরে' রাখ, ধরে' রাখ, সুখপাখী ফাঁকি দিয়ে উড়ে যায় !
পথিকের বেশে সুখনিশি এসে বলে হেসে হেসে, মিশে যাই !
জেগে থাক, জেগে থাক, বরষের সাধ নিমেষে মিলায় !

কুমারসেন

আমারে কি করেছিস্, অয়ি কুহকিনি ?
নির্ব্বাপিত আমি। সমস্ত জীবন, মন,
নয়ন, বচন, ধাইছে তোমার পানে
কেবল বাসনাময় হ'য়ে। যেন আমি
আমারে ভাঙিয়ে দিয়ে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাব
তোমার মাঝারে প্রিয়ে। যেন মিশে র'ব
সুখস্বপ্ন হ'য়ে ওই নয়নপল্লবে।
হাসি হ'য়ে ভাসিব অধরে। বাহু দুটি
ললিত লাবণ্য সম রহিব বেড়িয়া,
মিলন সুখের মত কোমল হৃদয়ে
রহিব মিলায়ে !

ইলা

তা'র পরে অবশেষে
সহসা টুটিবে স্বপ্নজাল, আপনারে
পড়িবে স্মরণে।—গীতহীনা বীণাসম
আমি পড়ে' র'ব ভূমে, তুমি চলে' যাবে
গুন্ গুন্ গাহি অন্য মনে। না, না, সখা,
স্বপ্ন নয়, মোহ নয়, এ মিলন পাশ
কখন বাঁধিয়া যাবে বাহুতে বাহুতে,
চোখে চোখে, মর্ম্মে মর্ম্মে, জীবনে জীবনে ?

কুমারসেন

সে ত আর দেরি নাই—আজ সপ্তমীর
অর্দ্ধ চাঁদ ক্রমে ক্রমে পূর্ণ শশী হ'য়ে
দেখিবে যে আমাদের পূর্ণ সে মিলন .
ক্ষীণ বিচ্ছেদের বাধা মাঝখানে রেখে
কম্পিত আগ্রহবেগে মিলনের সুখ—
আজি তা'র শেষ। দূরে থেকে কাছাকাছি
কাছে থেকে তবু দূর, আজি তা'র শেষ।
সহসা সাক্ষাৎ, সহসা বিরহব্যথা—
বনপথ দিয়ে, ধীরে ধীরে ফিরে যাওয়া
শূন্য-গৃহ পানে, সুখস্মৃতি সঙ্গে নিয়ে,
প্রতি কথা, প্রতি হাসিটুকু শতবার
উলটি পালটি মনে, আজি তা'র শেষ।

মৌনলজ্জা প্রতিবার প্রথম মিলনে,
অশ্রুজল প্রতিবার বিদায়ের বেলা—
আজি তা'র শেষ!

ইলা

আহা তাই যেন হয়!
সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভালো, দুঃখ
সেও ভালো। তৃষ্ণা ভালো মরীচিকা চেয়ে।
কখন্ তোমারে পাব, কখন্ পাব না,
তাই সদা মনে লয়—কখন্ হারাব।
একা বসে' বসে' ভাবি, কোথা আছ তুমি,
কি করিছ, কল্পনা কাঁদিয়া ফিরে আসে
অরণ্যের প্রান্ত হ'তে। বনের বাহিরে
তোমারে জানিনে আর, পাইনে সন্ধান।
সমস্ত ভুবনে তব রহিব সর্ব্বদা,
কিছুই র'বে না আর অচেনা, অজানা,
অন্ধকার। ধরা দিতে চাহ না কি নাথ?

কুমারসেন

ধরা ত দিয়েছি আমি আপন ইচ্ছায়,
তবু কেন বন্ধনের পাশ? বল দেখি
কি তুমি পাওনি, কোথা রয়েছে অভাব?

ইলা

যখন তোমার কাছে সুমিত্রার কথা
শুনি বসে,' মনে মনে ব্যথা যেন বাজে।
মনে হয় সে যেন আমায় ফাঁকি দিয়ে
চুরি করে' রাখিয়াছে শৈশব তোমার
গোপনে আপন কাছে। কভু মনে হয়
যদি সে ফিরিয়া আসে, বালা-সহচরী
ডেকে নিয়ে যায় সেই সুখশৈশবের
খেলাঘরে, সেথা তারি তুমি! সেথা মোর
নাই অধিকার। মাঝে মাঝে সাধ যায়
তোমার সে সুমিত্রারে দেখি একবার!

কুমারসেন

সে যদি আসিত, আহা, কত সুখ হ'ত!
উৎসবের আনন্দ-কিরণখানি হ'য়ে
দীপ্তি পেত পিতৃগৃহে শৈশবভবনে।
অলঙ্কারে সাজাত তোমারে, বাহুপাশে
বাঁধিত সাদরে, চুরি করে' হাসিমুখে
দেখিত মিলন। আর কি সে মনে করে
আমাদের? পরগৃহে পর হ'য়ে আছে!

ইলার গান

পিলু বাঁরোয়া—আড়খেম্‌টা

এরা, পরকে আপন করে, আপনারে পর,
বাহিরে বাঁশির রবে ছেড়ে যায় ঘর।
ভালবাসে সুখে দুখে,
ব্যথা সহে হাসি মুখে,
মরণেরে করে চির জীবন-নির্ভর।

কুমারসেন

কেন এ করুণ সুর? কেন দুঃখগান?
বিষণ্ণ নয়ন কেন?

ইলা

এ কি দুঃখগান?
শোনায় গভীর সুখ দুঃখের মতন
উদার উদাস। সুখ দুঃখ ছেড়ে দিয়ে
আত্মবিসর্জ্জন করি রমণীর সুখ!

কুমারসেন

পৃথিবী করিব বশ তোমার এ প্রেমে।
আনন্দে জীবন মোর উঠে উচ্ছ্বসিয়া
বিশ্বমাঝে! শ্রান্তিহীন কর্ম্মসুখতরে

ধায় হিয়া।   চিরকীর্ত্তি করিয়া অর্জ্জন
তোমারে করিব তা'র অধিষ্ঠাত্রী দেবী
বিরলে বিলাসে বসে' এ অগাধ প্রেম
পারিনে করিতে ভোগ অলসের মত।

ইলা

ওই দেখ রাশি রাশি মেঘ উঠে আসে
উপত্যকা হ'তে, ঘিরিতে পর্ব্বতশৃঙ্গ,—
সৃষ্টির বিচিত্র লেখা মুছিয়া ফেলিতে।

কুমারসেন

দক্ষিণে চাহিয়া দেখ—অস্তরবিকরে
সুবর্ণ সমুদ্র সম সমতলভূমি
গেছে চলে' নিরুদ্দেশ কোন্ বিশ্বপানে!
শস্যক্ষেত্র, বনরাজি, নদী, লোকালয়
অস্পষ্ট সকলি—যেন স্বর্ণ চিত্রপটে
শুধু নানা বর্ণ সমাবেশ, চিত্ররেখা
এখনো ফোটেনি।   যেন আকাঙ্ক্ষা আমারি
শৈল অন্তরাল ছেড়ে ধরণীর পানে
চলেছে বিস্তৃত হ'য়ে হৃদয়ে বহিয়া
কল্পনার স্বর্ণলেখা ছায়াস্ফুট ছবি!
আহা হোথা কত দেশ, নব দৃশ্য কত,
কত নব কীর্ত্তি, কত নব রঙ্গভূমি!

ইলা

অনন্তের মূর্ত্তি ধরে’ ওই মেঘ আসে
মোদের করিতে গ্রাস ! নাথ কাছে এস
আহা যদি চিরকাল এই মেঘমাঝে
লুপ্ত বিশ্বে থাকিতাম তোমাতে আমাতে !
দুটি পাখী একমাত্র মহামেঘনীড়ে !
পারিতে থাকিতে তুমি ? মেঘআবরণ
ভেদ করে’ কোথা হ’তে পশিত শ্রবণে
ধরার আহ্বান ; তুমি ছুটে চলে’ যেতে
আমারে ফেলিয়া রেখে প্রলয়ের মাঝে !

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা

কাশ্মীরে এসেছে দূত জালন্ধর হ’তে
গোপন সংবাদ ল’য়ে।

কুমারসেন

তবে যাই, প্রিয়ে,
আবার আসিব ফিরে পূর্ণিমার রাতে
নিয়ে যাব হৃদয়ের চিরপূর্ণিমারে—
হৃদয়দেবতা আছ, গৃহলক্ষ্মী হবে !

ইলা

যাও তুমি, আমি একা কেমনে পারিব
তোমারে রাখিতে ধরে’! হায়, কত ক্ষুদ্র,
কত ক্ষুদ্র আমি! কি বৃহৎ এ সংসার,
কি উদ্দাম তোমার হৃদয়! কে জানিবে
আমার বিরহ? কে গণিবে অশ্রু মোর?
কে মানিবে এ নিভৃত বনপ্রান্তভাগে
শূন্যহিয়া বালিকার মর্ম্মকাতরতা!

তৃতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর—যুবরাজের প্রাসাদ

কুমারসেন ও ছদ্মবেশী স্থমিত্রা

কুমারসেন

কত যে আগ্রহ মোর কেমনে দেখাব
তোমারে ভগিনী? আমারে ব্যথিছে যেন
প্রত্যেক নিমেষ পল,—যেতে চাই আমি
এখনি লইয়া সৈন্য—দুর্বিনীত সেই
দস্যুদের করিত দমন;—কাশ্মীরের

কলঙ্ক করিতে দূর, কিন্তু পিতৃব্যের
পাইনে আদেশ। ছদ্মবেশ দূর কর
বোন! চল মোরা যাই দোঁহে,—পড়ি গিয়ে
রাজার চরণে।

সুমিত্রা

সে কি কথা, ভাই? আমি
এসেছি তোমার কাছে, জানাতে তোমারে
ভগিনীর মনোব্যথা। আমি কি এসেছি
জালন্ধর রাজ্য হ'তে ভিখারিণী রাণী
ভিক্ষা মাগিবার তরে কাশ্মীরের কাছে?
ছদ্মবেশ দহিছে হৃদয়। আপনার
পিতৃগৃহে আসিলাম এতদিন পরে
আপনারে করিয়া গোপন! কতবার
বৃদ্ধ শঙ্করের কাছে কণ্ঠরুদ্ধ হ'ল
অশ্রুভরে,—কতবার মনে করেছিনু
কাঁদিয়া তাহারে বলি—"শঙ্কর, শঙ্কর,
তোদের সুমিত্রা সেই ফিরিয়া এসেছে
দেখিতে তোদের!" হায়, বৃদ্ধ, কত অশ্রু
ফেলে গিয়েছিনু সেই বিদায়ের দিনে,
মিলনের অশ্রুজল নারিলাম দিতে!
শুধু আমি নহি আর কন্যা কাশ্মীরের
আজ আমি জালন্ধর রাণী।

কুমারসেন

বুঝিয়াছি

বোন্ ! যাই দেখি, অন্য কি উপায় আছে

চতুর্থ দৃশ্য

কাশ্মীর প্রাসাদ—অন্তঃপুর

রেবতী, চন্দ্রসেন

রেবতী

যেতে দাও—মহারাজ ! কি ভাবিছ বসি ?
ভাবিছ কি লাগি ? যাক্ যুদ্ধে,—তা'র পরে
দেবতা কৃপায়, আর যেন নাহি আসে
ফিরে।

চন্দ্রসেন

ধীরে, রাণি, ধীরে !

রেবতী

ক্ষুধিত মার্জ্জার
বসেছিলে এত দিন সময় চাহিয়া,
আজ ত সময় এল—তবু আজো কেন
সেই বসে' আছ ?

চন্দ্রসেন

কে বসিয়াছিল, রাণি,
কিসের লাগিয়া ?

রেবতী

ছি, ছি, আবার ছলনা ?
লুকাবে আমার কাছে ? কোন্ অভিপ্রায়ে
এতদিন কুমারের দাওনি বিবাহ ?
কেনবা সম্মতি দিলে ত্রিচূড় রাজ্যের
এই অনার্য্য প্রথায় ? পঞ্চবষ ধরে'
কন্যার সাধনা !

চন্দ্রসেন

ধিক্ ! চুপ কর রাণী—
কে বোঝে কাহার অভিপ্রায় ?

রেবতী

তবে, বুঝে
দেখ ভালো করে'। যে কাজ করিতে চাও
জেনে শুনে কর। আপনার কাছ হ'তে
রেখো না গোপন করে' উদ্দেশ্য আপন।
দেবতা তোমার হ'য়ে অলক্ষ্য-সন্ধানে
করিবে না তব লক্ষ্যভেদ। নিজ হাতে
উপায় রচনা কর অবসর বুঝে।

বাসনার পাপ সেই হতেছে সঞ্চয়
তা'র পরে কেন থাকে অসিদ্ধির ক্লেশ ?
কুমারে পাঠাও যুদ্ধে।

চন্দ্রসেন

বাহিরে রয়েছে
কাশ্মীরের যত উপদ্রব। পররাজ্যে
আপনার বিষদন্ত করিতেছে ক্ষয়।
ফিরায়ে আনিতে চাও তাদের আবার ?

রেবতী

অনেক সময় আছে সে কথা ভাবিতে।
আপাতত পাঠাও কুমারে। প্রজাগণ
ব্যগ্র অতি যৌবরাজ্যে অভিষেক তরে,
তাদের থামাও কিছুদিন। ইতিমধ্যে
কত কি ঘটিতে পারে পরে ভেবে দেখো !

কুমারের প্রবেশ

রেবতী

(কুমারের প্রতি)

যাও যুদ্ধে, পিতৃব্যের হয়েছে আদেশ।
বিলম্ব কোরো না আর বিবাহ উৎসব
পরে হবে। দীপ্ত যৌবনের তেজ ক্ষয়
করিও না, গৃহে বসে' আলস্য-উৎসবে !

কুমারসেন

জয় হোক্, জয় হোক্ জননি তোমার !
এ কি আনন্দ সংবাদ ! নিজমুখে তাত,
করহ আদেশ !

চন্দ্রসেন

যাও তবে ; দেখো, বৎস,
থেকো সাবধানে। দর্পমদে ইচ্ছা করে'
বিপদে দিয়ো না ঝাঁপ। আশীর্ব্বাদ করি
ফিরে এসো জয়গর্ব্বে অক্ষত শরীরে
পিতৃসিংহাসন পরে।

কুমারসেন

মাগি জননীর
আশীর্ব্বাদ !

রেবতী

কি হইবে মিথ্যা আশীর্ব্বাদে !
আপনারে রক্ষা করে আপনার বাহু !

পঞ্চম দৃশ্য

ত্রিচূড়—ক্রীড়া-কানন

ইলার সখীগণ

প্রথমা

আলো কোথায় কোথায় দেবে ভাই ?

দ্বিতীয়া

আলোর জন্যে ভাবিনে। আলো ত কেবল একরাত্রি জ্বল্‌বে। কিন্তু বাঁশি এখনো এল না কেন? বাঁশি না বাজলে আমোদ নেই ভাই?

তৃতীয়া

বাঁশি কাশ্মীর থেকে আন্‌তে গেছে এতক্ষণ এল বোধ হয়। কখন্ বাজ্‌বে ভাই?

প্রথমা

বাজ্‌বে লো বাজ্‌বে। তোর অদৃষ্টেও একদিন বাজ্‌বে!

তৃতীয়া

পোড়াকপাল আর কি! আমি সেই জন্যই ভেবে মরচি।

প্রথমার গান

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—একতালা

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে।
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি, কোথা যে যাবে ভাসি,
অধরে লাজ হাসি সাজিবে!
নয়নে আঁখিজল করিবে ছল ছল,
সুখবেদনা মনে বাজিবে।
মরমে মূরছিয়া মিলাতে চাবে হিয়া
সেই চরণ-যুগ-রাজীবে।

দ্বিতীয়া

তোর গান রেখে দে! এক একবার মন কেমন হুহু করে' উঠ্‌ছে। মনে পড়চে কেবল একটি রাত আলো, হাসি, বাঁশি, আর গান। তা'র পরদিন থেকে সমস্ত অন্ধকার!

প্রথমা

কাঁদবার সময় ঢের আছে বোন্। এই দুটো দিন একটু হেসে আমোদ করে' নে। ফুল যদি না শুকোত তা হ'লে আমি আজ থেকেই মালা গাঁথ্‌তে বস্‌তুম।

দ্বিতীয়া

আমি বাসরঘর সাজাব।

প্রথমা

আমি সখীকে সাজিয়ে দেব।

তৃতীয়া

আর, আমি কি করব?

প্রথমা

ওলো, তুই আপনি সাজিস্। দেখিস্ যদি যুবরাজের মন ভোলাতে পারিস্।

তৃতীয়া

তুই ত ভাই চেষ্টা করতে ছাড়িস্‌নি। তা তুই যখন পারলিনে তখন কি আর আমি পারব? ওলো, আমাদের

সখীকে যে একবার দেখেছ—তা'র মন কি আর অমনি পথে-ঘাটে চুরি যায় ? ঐ বাঁশি এসেছে। ঐ শোন্ বেজে উঠেছে।

প্রথমার গান

মিশ্র সিন্ধু—একতালা

ঐ বুঝি বাঁশি বাজে
বনমাঝে, কি মনমাঝে ?
বসন্ত বায় বহিছে কোথায় কোথায় ফুটেছে ফুল !
বল গো সজনি, এ সুখরজনী কোনখানে উদিয়াছে ?
বনমাঝে, কি মনমাঝে ?
যাব কি যাব না মিছে এ ভাবনা মিছে মরি লোকলাজে !
কে জানে কোথা সে বিরহহুতাশে ফিরে অভিসার-সাজে,
বনমাঝে, কি মনমাঝে ?

দ্বিতীয়া

ওলো থাম্—ঐ দেখ্ যুবরাজ কুমারসেন এসেচেন।

তৃতীয়া

চল্ চল্ ভাই, আমরা একটু আড়ালে দাঁড়াইগে। তোরা পারিস, কিন্তু কে জানে, ভাই, যুবরাজের সাম্নে যেতে আমার কেমন করে ?

দ্বিতীয়া

কিন্তু কুমার আজ হঠাৎ অসময়ে এলেন কেন ?

প্রথমা

ওলো এর কি আর সময় অসময় আছে? রাজার ছেলে বলে' কি পঞ্চশর ওকে ছেড়ে কথা কয়? থাক্‌তে পারবে কেন?

তৃতীয়া

চল্ ভাই আড়ালে চল্।

(অন্তরালে গমন)

কুমারসেন ও ইলার প্রবেশ

ইলা

থাক্ নাথ, আর বেশি বোলো না আমারে।
কাজ আছে, যেতে হবে রাজ্য ছেড়ে, তাই
বিবাহ স্থগিত র'বে কিছু কাল, এর
বেশি কি আর শুনিব?

কুমারসেন

এমনি বিশ্বাস
মোর পরে রেখো চিরদিন। মন দিয়ে
মন বোঝা যায়; গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে!
প্রবাসীরে মনে কোরো এই উপবনে,

এই নির্ঝরিণী তীরে, এই লতাগৃহে,
এই সন্ধ্যালোকে, পশ্চিম গগনপ্রান্তে
ওই সন্ধ্যা-তারা পানে চেয়ে। মনে কোরো,
আমিও প্রদোষে, প্রবাসে তরুর তলে
একেলা বসিয়া ওই তারকার পরে
তোমারি আঁখির তারা পেতেছি দেখিতে।
মনে কোরো মিশিতেছে এই নীলাকাশে
পুষ্পের সৌরভ সম তোমার আমার
প্রেম। এক চন্দ্র উঠিয়াছে উভয়ের
বিরহরজনী পরে!

ইলা

জানি, জানি, নাথ,
জানি আমি তোমার হৃদয়!

কুমারসেন

যাই তবে,
অয়ি তুমি অন্তরের ধন, জীবনের
মর্ম্মস্বরূপিণী, অয়ি সবার অধিক!

(প্রস্থান)

সখীগণের প্রবেশ

দ্বিতীয়া

হায় এ কি শুনি?

তৃতীয়া

সখি, কেন যেতে দিলে ?

প্রথমা

ভালোই করেছে। স্বেচ্ছায় না দিলে ছাড়ি
বাঁধন ছিঁড়িয়া যায় চিরদিন তরে।
হায় সখি, হায়, শেষে নিবাতে হ'ল কি
উৎসবের দীপ ?

ইলা

সখি, তোরা চুপ কর্,
টুটিছে হৃদয় ! ভেঙে দে ভেঙে দে ওই
দীপমালা ! বল্ সখি, কে দিবে নিবায়ে
লজ্জাহীনা পূর্ণিমার আলো ? কেন আজ
মনে হয়, আমার এ জীবনের সুখ
আজি দিবসের সাথে ডুবিল পশ্চিমে !
অমনি ইলারে কেন অস্তপথ পানে
সঙ্গে নাহি নিয়ে গেল ছায়ার মতন ?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জালন্ধর—রণক্ষেত্র—শিবির

বিক্রমদেব ও সেনাপতি

সেনাপতি

বন্দীকৃত শিলাদিত্য, উদয়ভাস্কর ;
শুধু যুধাজিৎ পলাতক—সঙ্গে ল'য়ে
সৈন্যদলবল।

বিক্রমদেব

চল তবে অবিলম্বে
তাহার পশ্চাতে। উঠাও শিবির তবে !
ভালবাসি আমি এই ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাস
মানব-মৃগয়া ; গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে,
বন গিরি নদীতীরে দিবারাত্রি এই
কৌশলে কৌশলে খেলা। বাকি আছে আর
কেবা বিদ্রোহী দলের ?

সেনাপতি

শুধু জয়সেন।
কর্ত্তা সেই বিদ্রোহের! সৈন্যবল তা'র
সব চেয়ে বেশি।

বিক্রমদেব

চল তবে সেনাপতি,
তা'র কাছে। আমি চাই উদগ্র সংগ্রাম,
বুকে বুকে বাহুতে বাহুতে—অতি তীব্র
প্রেম-আলিঙ্গন সম। ভালো নাহি লাগে
অস্ত্রে অস্ত্রে মৃদু ঝন্‌ঝনি—ক্ষুদ্র যুদ্ধে
ক্ষুদ্র জয় লাভ!

সেনাপতি

কথা ছিল আসিবে সে
গোপনে সহসা; করিবে পশ্চাৎ হ'তে
আক্রমণ; বুঝি শেষে জাগিয়াছে মনে
বিপদের ভয়, সন্ধির প্রস্তাব তরে
হয়েছে উন্মুখ।

বিক্রমদেব

ধিক্! ভীরু, কাপুরুষ!
সন্ধি নহে—যুদ্ধ চাই আমি! রক্তে রক্তে

মিলনের স্রোত—অঙ্গে অঙ্গে সঙ্গীতের
ধ্বনি! চল সেনাপতি!

সেনাপতি

যে আদেশ প্রভু!

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

এ কি মুক্তি! এ কি পরিত্রাণ! কি আনন্দ
হৃদয় মাঝারে! অবলার ক্ষীণ বাহু
কি প্রচণ্ড সুখ হ'তে রেখেছিল মোরে
বাঁধিয়া বিবর মাঝে। উদ্দাম হৃদয়
অপ্রশস্ত অন্ধকার গভীরতা খুঁজে
ক্রমাগত যেতেছিল রসাতল পানে।
মুক্তি! মুক্তি আজি! শৃঙ্খল বন্দীরে
ছেড়ে আপনি পলায়ে গেছে। এতদিন
এ জগতে কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত
কীর্ত্তি, কত রঙ্গ—কত কি চলিতেছিল
কর্ম্মের প্রবাহ—আমি ছিনু অন্তঃপুরে
পড়ে'; রুদ্ধদল চম্পক-কোরক মাঝে
সুপ্তকীট সম! কোথা ছিল লোকলাজ,
কোথা ছিল বীরপরাক্রম! কোথা ছিল

এ বিপুল বিশ্বতটভূমি! কোথা ছিল
হৃদয়ের তরঙ্গতর্জ্জন! কে বলিবে
আজি মোরে দীন কাপুরুষ! কে বলিবে
অন্তঃপুরচারী! মৃদু গন্ধবহ আজি
জাগিয়া উঠিছে বেগে ঝঞ্ঝাবায়ুরূপে।
এ প্রবল হিংসা ভালো ক্ষুদ্র প্রেম চেয়ে,
প্রলয় ত বিধাতার চরম আনন্দ!
হিংসা এই হৃদয়ের বন্ধন-মুক্তির
সুখ! হিংসা জাগরণ! হিংসা স্বাধীনতা!

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি

আসিছে বিদ্রোহী সৈন্য।

বিক্রমদেব

চল তবে চল।

চরের প্রবেশ

চর

রাজন্, বিপক্ষদল নিকটে এসেছে।
নাই বাদ্য, নাই জয়ধ্বজা, নাই কোনো
যুদ্ধ আস্ফালন; মার্জ্জনা-প্রার্থনা তরে
আসিতেছে যেন।

বিক্রমদেব

চাহি না শুনিতে
মার্জ্জনার কথা। আগে আমি আপনারে
করিব মার্জ্জনা ;—অপযশ রক্তস্রোতে
করিব ক্ষালন। যুদ্ধে চল সেনাপতি।

দ্বিতীয় চরের প্রবেশ

দ্বিতীয় চর

বিপক্ষ শিবির হ'তে আসিছে শিবিকা
বোধ করি সন্ধিদূত ল'য়ে !

সেনাপতি

মহারাজ,
তিলেক অপেক্ষা কর—আগে শোনা যাক্
কি বলে বিপক্ষদূত—

বিক্রমদেব

যুদ্ধ তা'র পরে।

সৈনিকের প্রবেশ

সৈনিক

মহারাণী এসেছেন বন্দী করে' ল'য়ে
যুধাজিৎ আর জয়সেনে !

বিক্রমদেব

কে এসেছে ?

সৈনিক

মহারাণী।

বিক্রমদেব

মহারাণী ! কোন্ মহারাণী ?

সৈনিক

আমাদের মহারাণী।

বিক্রমদেব

বাতুল উন্মাদ !

যাও সেনাপতি। দেখে এস কে এসেছে।

(সেনাপতি প্রভৃতির প্রস্থান)

মহারাণী এসেছেন বন্দী করে' লয়ে'
যুধাজিৎ জয়সেনে ! একি স্বপ্ন না কি !
এ কি রণক্ষেত্র নয় ? এ কি অন্তঃপুর ?
এতদিন ছিলাম কি যুদ্ধের স্বপনে
মগ্ন ? সহসা জাগিয়া আজ দেখিব কি
সেই ফুলবন, সেই মহারাণী, সেই
পুষ্পশয্যা, সেই সুদীর্ঘ অলস দিন,
দীর্ঘনিশি বিজড়িত ঘুমে জাগরণে ?

বন্দী ? কারে বন্দী ? কি শুনিতে কি শুনেছি ?
এসেছে কি আমারে করিতে বন্দী ? দূত !
সেনাপতি ! কে এসেছে ? কারে বন্দী ল'য়ে ?

সেনাপতির প্রবেশ

সেনাপতি

মহারাণী এসেছেন ল'য়ে কাশ্মীরের
সৈন্যদল—সোদর কুমারসেন সাথে !
এসেছেন পথ হ'তে যুদ্ধে বন্দী করে'
পলাতক যুধাজিৎ আর জয়সেনে।
আছেন শিবিরদ্বারে সাক্ষাতের তরে
অভিলাষী।

বিক্রমদেব

সেনাপতি, পালাও, পালাও !
চল, চল, সৈন্য ল'য়ে—আর কি কোথাও
নাই শত্রু—আর কেহ নাহি কি বিদ্রোহী ?
সাক্ষাৎ ? কাহার সাথে ? রমণীর সনে
সাক্ষাতের এ নহে সময় !

সেনাপতি

মহারাজ—

বিক্রমদেব

চুপ কর সেনাপতি ;—শোন যাহা বলি
রুদ্ধ কর দ্বার—এ শিবিরে শিবিকার
প্রবেশ নিষেধ !

সেনাপতি

যে আদেশ মহারাজ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

দেবদত্তের কুটীর

দেবদত্ত ও নারায়ণী

দেবদত্ত

প্রিয়ে, তবে অনুমতি কর—দাস বিদায় হয়।

নারায়ণী

তা যাও না, আমি তোমাকে বেঁধে রেখেছি না কি ?

দেবদত্ত

ঐত—ঐ জন্যেই ত কোথাও যাওয়া হ'য়ে ওঠে না—বিদায় নিয়েও সুখ নেই। যা' বলি তা' কর। ঐখানটায় আছাড় খেয়ে পড়। বল হা হতোঽস্মি, হা ভগবতি ভবিতব্যতে ! হা ভগবন্ মকরকেতন !

নারায়ণী

মিছে বোকো না! মাথা খাও, সত্যি করে’ বল’, কোথায় যাবে?

দেবদত্ত

রাজার কাছে।

নারায়ণী

রাজা ত যুদ্ধ কর্ত্তে গেছে। তুমি যুদ্ধ কর্ব্বে না কি? দ্রোণাচার্য্য হ’য়ে উঠেছ?

দেবদত্ত

তুমি থাক্‌তে আমি যুদ্ধ করব? যাহোক্, এবার যাওয়া যাক।

নারায়ণী

সেই অবধি ত ঐ এক কথাই বল্‌চ। তা যাও না। কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ধরে’ রেখেছে?

দেবদত্ত

হায় মকরকেতন, এখানে তোমার পুষ্পশরের কর্ম্ম নয়—একেবারে আস্ত শক্তিশেল না ছাড়লে মর্ম্মে গিয়ে পৌঁছয় না! বলি, শিখরদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চোখ দিয়ে জল্‌টল্ কিছু বেরোবে কি? সে গুলো শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেল—আমি উঠি।

নারায়ণী

পোড়া কপাল! চোখের জল ফেলব কি দুঃখে? হাঁ গা, তুমি না গেলে কি রাজার যুদ্ধ চল্‌বে না? তুমি কি মহাবীর ধূম্রলোচন হয়েছ?

দেবদত্ত

আমি না গেলে রাজার যুদ্ধ থামবে না। মন্ত্রী বার বার লিখে পাঠাচ্ছে রাজ্য ছারখারে যায় কিন্তু মহারাজ কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে চান না। এদিকে বিদ্রোহ সমস্ত থেমে গেছে।

নারায়ণী

বিদ্রোহই যদি থেমে গেল ত মহারাজ কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে যাবেন?

দেবদত্ত

মহারাণীর ভাই কুমারসেনের সঙ্গে।

নারায়ণী

হাঁ গা, সে কি কথা! শ্যালার সঙ্গে যুদ্ধ? বোধ করি রাজায় রাজায় এই রকম করে'ই ঠাট্টা চলে। আমরা হ'লে শুধু কান মলে' দিতুম। কি বল?

দেবদত্ত

বড় ঠাট্টা নয়। মহারাণী কুমারসেনের সাহায্যে জয়সেন ও যুধাজিৎকে যুদ্ধে বন্দী করে' মহারাজের কাছে নিয়ে আসেন। মহারাজ তাঁকে শিবিরে প্রবেশ কর্ত্তে দেননি।

নারায়ণী

হাঁ গা বল কি! তা তুমি এতদিন যাওনি কেন? এ খবর শুনেও বসে' আছ? যাও, যাও, এখনি যাও। আমাদের রাণীর মত অমন সতী-লক্ষ্মীকে অপমান করলে? রাজার শরীরে কলি প্রবেশ করেচে।

দেবদত্ত

বন্দী বিদ্রোহীরা রাজাকে বলেছে—মহারাজ, আমরা তোমারই প্রজা—অপরাধ করে' থাকি তুমি শাস্তি দেবে। একজন বিদেশী এসে আমাদের আপমান করবে এতে তোমাকেই অপমান করা হ'ল—যেন তোমার নিজ রাজ্য নিজে শাসন করবার ক্ষমতা নেই। একটা সমান্য যুদ্ধ, এর জন্যে অমনি কাশ্মীর থেকে সৈন্য এল, এর চেয়ে উপহাস আর কি হ'তে পারে? এই শুনে মহারাজ আগুন হ'য়ে কুমারসেনকে পাঁচটা ভর্ৎসনা করে' এক দূত পাঠিয়ে দেন। কুমারসেন উদ্ধত যুবা পুরুষ, সহ্য কর্ত্তে পারবে কেন? বোধ করি সেও দূতকে দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে থাকবে।

নারায়ণী

তা বেশ ত—কুমারসেন ত রাজার পর নয় আপনার লোক, তা কথা চলছিল বেশ তাই চলুক। তুমি কাছে না থাক্‌লে রাজার ঘটে কি দুটো কথাও জোগায় না? কথা বন্ধ

করে’ অস্ত্র চালাবার দরকার কি বাপু! ঐ ওতেই ত হার হ’ল!

দেবদত্ত

আসল কথা একটা যুদ্ধ করবার ছুতো। রাজা এখন কিছুতেই যুদ্ধ ছাড়তে পারচেন না। নানা ছল অন্বেষণ করচেন। রাজাকে সাহস করে’ দুটো ভালো কথা বলে এমন বন্ধু কেউ নেই। আমি ত আর থাক্‌তে পারচিনে, আমি চল্লুম্।

নারায়ণী

যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি কিন্তু একলা তোমার ঘরকন্না করতে পারব না। তা আমি বলে’ রাখলুম। এই রইল তোমার সমস্ত পড়ে’ রইল। আমি বিবাগী হ’য়ে বেরিয়ে যাব।

দেবদত্ত

রোসো আগে আমি ফিরে আসি তা’র পরে যেয়ো। বল ত আমি থেকে যাই।

নারায়ণী

না না তুমি যাও! আমি কি আর তোমাকে সত্যি থাক্‌তে বল্‌চি? ওগো তুমি চলে’ গেলে একেবারে বুক ফেটে মরব না, সে জন্য ভেবো না। আমার বেশ চলে’ যাবে।

দেবদত্ত

তা কি আর আমি জানিনে? মলয় সমীরণ তোমার কিছু করতে পারবে না। বিরহ ত সামান্য, বজ্রাঘাতেও তোমার কিছু হয় না।

(প্রস্থানোন্মুখ)

নারায়ণী

হে ঠাকুর, রাজাকে সুবুদ্ধি দাও ঠাকুর! শীঘ্র শীঘ্র ফিরিয়ে আন।

দেবদত্ত

এ ঘর ছেড়ে কখনো কোথাও যাইনি। হে ভগবান্, এদের সকলের উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।

(প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য

জালন্ধর—কুমারসেনের শিবির

কুমারসেন ও সুমিত্রা

সুমিত্রা

ভাই, রাজাকে মার্জ্জনা কর; কর রোষ
আমার উপরে। আমি মাঝে না থাকিলে

যুদ্ধ করে' বীর নাম করিতে উদ্ধার !
যুদ্ধের আহ্বান শুনে অটল রহিলে
তবু তুমি ; জানি না কি অসম্মান শেল
চিরজীবী মৃত্যুসম মানীর হৃদয়ে ?
আপন ভা'য়ের হৃদে দুর্ভাগিনী আমি
হানিতে দিলাম হেন অপমান শর
যেন আপনারি হস্তে ! মৃত্যু ভালো ছিল,
ভাই, মৃত্যু ভালো ছিল !

কুমারসেন

জানিস্ ত বোন,
যুদ্ধ বীরধর্ম্ম বটে, ক্ষমা তা'র চেয়ে
বীরত্ব অধিক । অপমান অবহেলা
কে পারে করিতে মানী ছাড়া ?

সুমিত্রা

ধন্য, ভাই,
ধন্য তুমি ! সঁপিলাম এ জীবন মোর
তোমার লাগিয়া । তোমার এ স্নেহঋণ
প্রাণ দিয়ে কেমনে করিব পরিশোধ ?
বীর তুমি, মহাপ্রাণ, তুমি নরপতি
এ নরসমাজ মাঝে—

কুমারসেন

আমি ভাই তোর !
চল্ বোন, আমাদের সেই শৈলগৃহে
তুষারশিখরঘেরা শুভ্র সুশীতল
আনন্দ-কাননে। দুটি নির্ঝরের মত
একত্রে করেছি খেলা দুই ভাই বোনে,—
এখন আর কি ফিরে যেতে পারিবিনে
সেই উচ্চ, সেই শুভ্র শৈশব-শিখরে ?

সুমিত্রা

চল, ভাই চল। যে ঘরেতে ভাইবোনে
করিতাম খেলা, সেই ঘরে নিয়ে এসো
প্রেয়সী নারীরে ;—সন্ধ্যাবেলা বসে' তা'রে
তোমার মনের মত সাজাব যতনে।
শিখাইয়া দিব তা'রে তুমি ভালবাস
কোন্ ফুল, কোন্ গান্, কোন্ কাব্য রস।
শুনাব বাল্যের কথা ; শৈশব মহত্ত্ব
তব শিশু-হৃদয়ের।

কুমারসেন

মনে পড়ে মোর,
দোঁহে শিখিতাম বীণা। আমি ধৈর্য্যহীন

যেতেম পালায়ে। তুই শয্যাপ্রান্তে বসে'
কেশবেশ ভুলে গিয়ে সারা সন্ধ্যাবেলা
সঙ্গীতেরে করে' তুলেছিলি তোর সেই
ছোট ছোট অঙ্গুলির বশ।

সুমিত্রা

মনে আছে,
খেলা হ'তে ফিরে এসে শোনাতে আমারে
অদ্ভুত কল্পনা কথা ; কোথা দেখেছিলে
অজ্ঞাত নদীর ধারে স্বর্ণ স্বর্গপুর ;
অলৌকিক কল্পকুঞ্জে কোথায় ফলিত
অমৃতমধুর ফল ; ব্যথিত হৃদয়ে
সবিস্ময়ে শুনিতাম ; স্বপ্নে দেখিতাম
সেই কিন্নর-কানন।

কুমারসেন

বলিতে বলিতে
নিজের কল্পনা শেষে নিজেরে ছলিত।
সত্য মিথ্যা হ'ত একাকার, মেঘ আর
গিরির মতন ; দেখিতে পেতেম যেন
দূর শৈল পরপারে রহস্য নগরী।
শঙ্কর আসিছে ওই ফিরে। শোনা যাক্
কি সংবাদ।

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর

প্রভু তুমি, তুমি মোর রাজা,
ক্ষমা কর বৃদ্ধ এ শঙ্করে। ক্ষমা কর
রাণি, দিদি মোর ! মোরে কেন পাঠাইলে
দূত করে' রাজার শিবিরে ? আমি বৃদ্ধ,
নহি পটু সাবধান বচন বিন্যাসে,
আমি কি সহিতে পারি তব অপমান ?—
শান্তির প্রস্তাব শুনে যখন হাসিল
ক্ষুদ্র জয়সেন, হাসিমুখে ভৃত্য যুধাজিৎ
করিল সুতীব্র উপহাস,—সভ্রূভঙ্গে
কহিলা বিক্রমদেব জালন্ধররাজ
তোমারে বালক, ভীরু ; মনে হ'ল যেন
চারিদিকে হাসিতেছে সভাসদ্ যত
পরস্পর মুখ চেয়ে, হাসিতেছে দূরে
দ্বারের প্রহরী—পশ্চাতে আছিল যারা
তাদের নীরব হাসি ভুজঙ্গের মত
যেন পৃষ্ঠে আসি মোর দংশিতে লাগিল।
তখন ভুলিয়া গেনু শিখেছিনু যত
শান্তিপূর্ণ মৃদুবাক্য, কহিলাম রোষে—
"কলহেরে জান তুমি বীরত্ব বলিয়া,

নারী তুমি, নহ ক্ষত্রবীর, সেই খেদে
মোর রাজা কোষে ল'য়ে কোষরুদ্ধ অসি
ফিরে যেতেছেন দেশে, জানাইনু সবে।"
শুনিয়া কম্পিততনু জালন্ধরপতি ;
প্রস্তুত হতেছে সৈন্য।

সুমিত্রা

ক্ষমা কর ভাই।

শঙ্কর

এই কি উচিত তব, কাশ্মীরতনয়া
তুমি, ভারতে রটায়ে যাবে কাশ্মীরের
অপমান কথা ? বীরের স্বধর্ম্ম হ'তে
বিরত কোরো না তুমি আপন ভ্রাতারে,
রাখ এ মিনতি !

সুমিত্রা

বোলো না, বোলো না আর
শঙ্কর !—মার্জ্জনা কর ভাই ! পদতলে
পড়িলাম,—ওই তব রুদ্ধ কম্পমান
রোষানল নির্ব্বাণ করিতে চাও ? আছে
মোর হৃদয়-শোণিত ! মৌন কেন ভাই ?
বাল্যকাল হ'তে আমি ভালবাসা তব

পেয়েছি না চেয়ে, আজ আমি ভিক্ষা মাগি
ওই রোষ তব, দাও তাহা !

শঙ্কর

শোন প্রভু !

কুমারসেন

চুপ কর বৃদ্ধ ! যাও তুমি, সৈন্যদের
জানাও আদেশ—এখনি ফিরিতে হবে
কাশ্মীরের পথে ।

শঙ্কর

হায় এ কি অপমান,
পলাতক ভীরু বলে' রটিবে অখ্যাতি !

সুমিত্রা

শঙ্কর, বারেক তুই মনে করে দেখ্‌
সেই ছেলেবেলা ! দুটি ছোট ভাই বোনে
কোলে বেঁধে রেখেছিলি এক স্নেহপাশে ।
তা'র চেয়ে বেশি হ'ল খ্যাতি ও অখ্যাতি ?
প্রাণের সম্পর্ক এ যে চির জীবনের—
পিতা মাতা বিধাতার আশীর্ব্বাদে ঘেরা
পুণ্য স্নেহতীর্থ খানি ;—বাহির হইতে
হিংসানলশিখা আনি এ কল্যাণ-ভূমি
শঙ্কর, করিতে চাস্‌ অঙ্গার-মলিন ?

শঙ্কর

চল্ দিদি, চল্ ভাই, ফিরে চলে' যাই
সেই শান্তিসুধাস্নিগ্ধ বাল্যকাল মাঝে !

চতুর্থ দৃশ্য

বিক্রমদেবের শিবির

বিক্রম, যুধাজিৎ ও জয়সেন

বিক্রমদেব

পলাতক অরাতিরে আক্রমণ করা
নহে ক্ষাত্রধর্ম্ম।

যুধাজিৎ

পলাতক অপরাধী
সহজে নিষ্কৃতি পায় যদি, রাজদণ্ড
ব্যর্থ হয় তবে।

বিক্রমদেব

বালক সে, শাস্তি তা'র
যথেষ্ট হয়েছে। পলায়ন, অপমান,
আর শাস্তি কিবা ?

যুধাজিৎ

গিরিরুদ্ধ কাশ্মীরের
বাহিরে পড়িয়া র'বে যত অপমান।
সেথায় সে যুবরাজ, কে জানিবে তা'র
কলঙ্কের কথা ?

জয়সেন

চল, মহারাজ চল
সেই কাশ্মীরের মাঝে যাই,—সেথা গিয়ে
দোষীরে শাসন করে' আসি ; সিংহাসনে
দিয়ে আসি কলঙ্কের ছাপ !

বিক্রমদেব

তাই চল।
বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর। কার্য্যস্রোতে
আপনারে ভাসাইয়া দিনু, দেখি কোথা
গিয়া পড়ি, কোথা পাই কূল !

প্রহরীর প্রবেশ

মহারাজ,
এসেছে সাক্ষাৎ তরে ব্রাহ্মণতনয়
দেবদত্ত।

বিক্রমদেব

দেবদত্ত ? নিয়ে এস, নিয়ে
এস তা'রে। না, না, রোস, থাম, ভেবে দেখি !
কি লাগিয়ে এসেছে ব্রাহ্মণ ? জানি তা'রে
ভালো মতে। এসেছে সে যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে
ফিরাতে আমারে। হায়, বিপ্র, তোমরাই
ভাঙিয়াছ বাঁধ, এখন প্রবল স্রোত
শুধু কি শস্যের ক্ষেত্রে জলসেক করে'
ফিরে যাবে তোমাদের আবশ্যক বুঝে
পোষ-মানা প্রাণীর মতন ? চূর্ণিবে সে
লোকালয়, উচ্ছন্ন করিবে দেশ গ্রাম।
সকম্পিত পরামর্শ উপদেশ নিয়ে
তোমরা চাহিয়া থাক, আমি ধেয়ে চলি
কার্য্যবেগে, অবিশ্রাম গতিসুখে ; মত্ত
মহানদী যে আনন্দে শিলারোধ ভেঙে
ছুটে চিরদিন। প্রচণ্ড আনন্দ অন্ধ ;
মুহূর্ত্ত তাহার পরমায়ু ; তারি মধ্যে
উৎপাটিয়া নিয়ে আসে অনন্তের সুখ
মত্ত করীশুণ্ডে ছিন্ন রক্তপদ্ম সম।
বিচার বিবেক পরে হবে। চিরকাল
জড় সিংহাসনে পড়ি করিব মন্ত্রণা।
চাহি না করিতে দেখা ব্রাহ্মণের সনে

জয়সেন

যে আদেশ !

যুধাজিৎ

(জনান্তিকে জয়সেনের প্রতি)

ব্রাহ্মণেরে জেনো শত্রু বলে' !

বন্দী করে' রাখ।

জয়সেন

বিলক্ষণ জানি তা'রে !

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কাশ্মীর-প্রাসাদ

রেবতী ও চন্দ্রসেন

রেবতী

যুদ্ধসজ্জা ? কেন যুদ্ধসজ্জা ? শত্রু কোথা ?
মিত্র আসিতেছে ! সমাদরে ডেকে আন'
তা'রে ! করুক সে অধিকার কাশ্মীরের
সিংহাসন ! রাজ্যরক্ষা তরে তুমি এত
ব্যস্ত কেন ? এ কি তব আপনার ধন ?
আগে তা'রে নিতে দাও, তা'র পরে ফিরে
নিয়ো বন্ধুভাবে ! তখন এ পররাজ্য
হবে আপনার।

চন্দ্রসেন

চুপ কর, চুপ কর,
বোলো না অমন করে' ! কর্ত্তব্য আমার
করিব পালন ; তা'র পরে দেখা যাবে
অদৃষ্ট কি করে !

রেবতী

তুমি কি করিতে চাও
আমি জানি তাহা। যুদ্ধের ছলনা করে'
পরাজয় মানিবারে চাও। তা'র পর
চারিদিক রক্ষা করে' সুবিধা বুঝিয়া
কৌশলে করিতে চাও উদ্দেশ্য সাধন!

চন্দ্রসেন

ছি ছি রাণি, এ সকল কথা শুনি যবে
তব মুখে, ঘৃণা হয় আপনার পরে!
মনে হয় সত্য বুঝি এমনি পাষণ্ড
আমি! আপনারে ছদ্মবেশী চোর বলে'
সন্দেহ জনমে। কর্ত্তব্যের পথ হ'তে
ফিরায়ো না মোরে!

রেবতী

আমিও পালিব তবে
কর্ত্তব্য আপন। নিশ্বাস করিয়া রোধ
বধিব আপন হস্তে সন্তান আপন।
রাজা যদি না করিবে তা'রে, কেন তবে
রোপিলে সংসারে পরাধীন ভিক্ষুকের
বংশ? অরণ্যে গমন ভালো, মৃত্যু ভালো,

রিক্তহস্তে পরের সম্পদছায়ে ফেরা
ধিক্ বিড়ম্বনা! জেনো তুমি, রাজভ্রাতা,
আমার গর্ভের ছেলে সহিবে না কভু
পরের শাসনপাশ; সমস্ত জীবন
পরদত্ত সাজ পরে' রহিবে না বসে'।
দিয়েছি জনম, আমি তা'রে সিংহাসন
দিব,—নহে আমি নিজ হস্তে মৃত্যু দিব
তা'রে। নতুবা সে কুমাতা বলিয়া মোরে
দিবে অভিশাপ!

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী

যুবরাজ এসেছেন
রাজধানী মাঝে! আসিছেন অবিলম্বে
রাজসাক্ষাতের তরে।

(প্রস্থান)

রেবতী

অন্তরালে র'ব
আমি। তুমি তা'রে বোলো, অস্ত্রশস্ত্র ছাড়ি'
জালন্ধর-রাজপদে অপরাধীভাবে
করিতে হইবে তা'রে আত্মসমর্পণ।

চন্দ্রসেন

যেয়ো না চলিয়া।

রেবতী

পারিনে লুকাতে আমি
হৃদয়ের ভাব। স্নেহের ছলনা করা
অসাধ্য আমার! তা'র চেয়ে অন্তরালে
গুপ্ত থেকে শুনি বসে' তোমাদের কথা।

(**প্রস্থান**)

কুমার ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমার

প্রণাম!

সুমিত্রা

প্রণাম তাত।

চন্দ্রসেন

দীর্ঘজীবী হও!

কুমার

বহুপূর্ব্বে পাঠায়েছি সংবাদ, রাজন্,
শত্রুসৈন্য আসিছে পশ্চাতে, আক্রমণ
করিতে কাশ্মীর। কই রণসজ্জা কই?
কোথা সৈন্যবল?

চন্দ্রসেন

শত্রুপক্ষ কারে বল ?
বিক্রম কি শত্রু হ'ল ? জননি, সুমিত্রা,
বিক্রম কি নহে বৎসে কাশ্মীর-জামাতা ?
সে যদি আসিল গৃহে এত কাল পরে,
অসি দিয়ে তা'রে কি করিব সম্ভাষণ ?

সুমিত্রা

হায় তাত, মোরে কিছু কোরো না জিজ্ঞাসা
আমি দুর্ভাগিনী নারী কেন আসিলাম
অন্তঃপুর ছাড়ি' ? কোথা লুকাইয়া ছিল
এত অকল্যাণ ? অবলা নারীর ক্ষীণ
ক্ষুদ্র পদক্ষেপে সহসা উঠিল রুষি
সর্প শতফণা ! মোরে কিছু শুধায়ো না !
বুদ্ধিহীনা আমি ! তুমি সব জান ভাই !
তুমি জ্ঞানী, তুমি বীর, আমি পদপ্রান্তে
মৌন ছায়া। তুমি জান সংসারের গতি,
আমি শুধু তোমারেই জানি !

কুমার

মহারাজ,
আমাদের শত্রু নহে জালন্ধরপতি ;
নিতান্তই আপনার জন ! কাশ্মীরের

শত্রু তিনি, আসিছেন শত্রুভাব ধরি'।
অকাতরে সহিয়াছি নিজ অপমান,
কেমনে উপেক্ষা করি রাজ্যের বিপদ!

চন্দ্রসেন

সে জন্য ভেবো না বৎস, যথেষ্ট রয়েছে
বল! কাশ্মীরের তরে আশঙ্কা কিছুই
নাই।

কুমার

মোর হাতে দাও সৈন্যভার!

চন্দ্রসেন

দেখা
যাবে পরে। আগে হ'তে প্রস্তুত হইলে
অকারণে জেগে ওঠে যুদ্ধের কারণ।
আবশ্যক কালে তুমি পাবে সৈন্যভার।

রেবতীর প্রবেশ

রেবতী

কে চাহিছে সৈন্যভার?

সুমিত্রা ও কুমার

প্রণাম জননী।

রেবতী

যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে তুমি এসেছ পলায়ে,
নিতে চাও অবশেষে ঘরে ফিরে এসে
সৈন্যভার ? তুমি রাজপুত্র ? তুমি চাও
কাশ্মীরের সিংহাসন ? ছি ছি লজ্জাহীন !
বনে গিয়ে থাক লুকাইয়া। সিংহাসনে
বোস যদি বিশ্বসুদ্ধ সকলে দেখিবে
কনককিরীটচূড়া কলঙ্কে অঙ্কিত !

কুমার

জননি, কি অপরাধ করেছি চরণে ?
কি কঠিন বচন তোমার ! এ কি মাতা
স্নেহের ভৎর্সনা ? বহুদিন হ'তে তুমি
অপ্রসন্ন অভাগার পরে। রোষদীপ্ত
দৃষ্টি তব বিঁধে মোর মর্ম্মস্থল সদা ;
কাছে গেলে চলে' যাও কথা না কহিয়া
অন্য ঘরে ; অকারণে কহ তীব্র বাণী।
বল মাতা কি করিলে আমারে তোমার
আপন সন্তান বলে' হইবে বিশ্বাস ?

রেবতী

বলি তবে ?

চন্দ্রসেন

ছি ছি, চুপ কর রাণি !

কুমার

মাতঃ,

অধিক কহিতে কথা নাহিক সময় !
দ্বারে এল শত্রুদল আমারে করিতে
আক্রমণ। তাই আমি সৈন্য ভিক্ষা মাগি !

রেবতী

তোমারে করিয়া বন্দী অপরাধীভাবে
জালন্ধর-রাজকরে করিব অর্পণ।
মার্জ্জনা করেন ভালো, নতুবা যেমন
বিধান করেন শাস্তি নিয়ো নতশিরে।

সুমিত্রা

ধিক্ পাপ ! চুপ কর মাতা। নারী হ'য়ে
রাজকার্য্যে দিয়ো না দিয়ো না হাত। ঘোর
অমঙ্গলপাশে সবারে আনিবে টানি,—
আপনি পড়িবে। হেথা হ'তে চল ফিরে
দয়ামায়াহীন ওই সদা ঘূর্ণ্যমান
কর্ম্মচক্র ছাড়ি।—তুমি শুধু ভালবাস,
শুধু স্নেহ কর, দয়া কর, সেবা কর,—

জননী হইয়া থাক প্রাসাদ মাঝারে।
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব রাজ্যরক্ষা আমাদের কার্য্য
নহে।

কুমার

কাল যায়, মহারাজ, কি আদেশ ?

চন্দ্রসেন

বৎস তুমি অনভিজ্ঞ, মনে কর তাই
শুধু ইচ্ছামাত্রে সব কার্য্য সিদ্ধ হয়
চক্ষের নিমেষে। রাজকার্য্য মনে রেখো
সুকঠিন অতি। সহস্রের শুভাশুভ
কেমনে করিব স্থির মুহূর্ত্তের মাঝে ?

কুমার

নির্দ্দয় বিলম্ব তব পিতঃ! বিপদের
মুখে মোরে ফেলি অনায়াসে, স্থিরভাবে
বিচার মন্ত্রণা ? প্রণাম, বিদায় হই।

(সুমিত্রাকে লইয়া প্রস্থান)

চন্দ্রসেন

তোমার নিষ্ঠুর বাক্য শুনে দয়া হয়
কুমারের পরে ; প্রাণে বাজে, ইচ্ছা করে
ডেকে নিয়ে বেঁধে রাখি বক্ষমাঝে,
স্নেহ দিয়ে দূর করি আঘাত-বেদনা!

রেবতী

শিশু তুমি! মনে কর আঘাত না করে'
আপনি ভাঙিবে বাধা? পুরুষের মত
যদি তুমি কার্য্যে দিতে হাত আমি তবে
দয়া মায়া করিতাম ঘরে বসে' বসে'
অবসর বুঝে। এখন সময় নাই।

(প্রস্থান)

চন্দ্রসেন

অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না
পায় পথ, আপনারে করে সে নিস্ফল!
বায়ুবেগে ছুটে গিয়ে মত্ত অশ্ব যথা
চূর্ণ করে' ফেলে রথ পাষাণ-প্রাচীরে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কাশ্মীর—হাট

লোকসমাগম

প্রথম

কেমন হে খুড়ো, গোলা ভরে' ভরে' যে গম জমিয়ে রেখেছিলে, আজ বেচবার জন্য এত তাড়াতাড়ি কেন?

দ্বিতীয়

না বেচ্‌লে আর কি রক্ষে আছে ? এদিকে জালন্ধরের সৈন্য এল বলে'। সমস্ত লুঠে নেবে। আমাদের এই মহাজনদের বড় বড় গোলা আর মোটা মোটা পেট বেবাক্ ফাঁসিয়ে দেবে। গম আর রুটির দুয়েরই জায়গা থাক্‌বে না।

মহাজন

আচ্ছা ভাই আমোদ করে' নে। কিন্তু শিগগির তোদের ঐ দাঁতের পাটি ঢাক্‌তে হবে। গুঁতো সকলেরই উপর পড়বে।

প্রথম

সেই সুখেই ত হাস্‌চি বাবা ! এবারে তোমায় আমায় এক সঙ্গে মরব। তুমি রাখ্‌তে গম জমিয়ে, আর আমি মর্ত্তুম পেটের জ্বালায়। সেইটে হবে না। এবার তোমাকেও জ্বালা ধরবে। সেই শুক্‌নো মুখখানি দেখে যেন মর্ত্তে পারি।

দ্বিতীয়

আমাদের ভাবনা কি ভাই ! আমাদের আছে কি ? প্রাণখানা এম্‌নেও বেশি দিন টিঁকবে না, অম্‌নেও বেশি দিন টিঁকবে না। একটা কসে' মজা করে' নেরে ভাই !

প্রথম

ও জনার্দ্দন, এত গুলি থলে এনেছ কেন ? কিছু কিন্‌বে নাকি ?

জনার্দ্দন

একেবারে বছরখানেকের মত গম কিনে রাখবো।

দ্বিতীয়

কিন্‌লে যেন, রাখ্‌বে কোথায় ?

জনার্দ্দন

আজ রাত্তিরেই মামার বাড়ি পালাচ্চি।

প্রথম

মামার বাড়ি পর্য্যন্ত পৌঁছলে ত! পথে অনেক মামা বসে' আছে, আদর করে' ডেকে নেবে!

কোলাহল করিতে করিতে একদল লোকের প্রবেশ

পঞ্চম

ওরে কে তোরা লড়াই কর্ত্তে চাস, আয়!

প্রথম

রাজি আছি ; কার সঙ্গে লড়তে হবে বলে' দে।

পঞ্চম

খুড়ো রাজা জালন্ধরের সঙ্গে ষড়্ করে' যুবরাজকে ধরিয়ে দিতে চায়।

দ্বিতীয়

বটে! খুড়ো রাজার দাড়িতে আমরা মশাল ধরিয়ে দেব'।

অনেকে

আমাদের যুবরাজকে আমরা রক্ষা করব।

পঞ্চম

খুড়ো রাজা গোপনে যুবরাজকে বন্দী কর্ত্তে চেষ্টা করেছিল, তাই আমরা যুবরাজকে লুকিয়ে রেখেছি।

প্রথম

চল্ ভাই খুড়ো রাজাকে গুঁড়ো করে' দিয়ে আসিগে।

দ্বিতীয়

চল্ ভাই তা'র মুণ্ডুখানা খসিয়ে তা'কে মুড়ো করে' দিই গে।

পঞ্চম

সে সব পরে হবে রে। আপাতত লড়তে হবে।

প্রথম

তা লড়ব। এই হাট থেকেই লড়াই সুরু করে' দেওয়া যাক্ না। প্রথমে ওই মহাজনদের গমের বস্তাগুলো লুঠে নেওয়া যাক্। তা'র পরে ঘি আছে, চাম্ড়া আছে, কাপড় আছে।

ষষ্ঠের প্রবেশ

ষষ্ঠ

শুনেছিস্—যুবরাজ লুকিয়েছেন শুনে জালন্ধরের রাজা রটিয়েছে যে তা'র সন্ধান বলে' দেবে তাকে পুরস্কার দেবে।

পঞ্চম

তোর এ সব খবরে কাজ কি ?

দ্বিতীয়

তুই পুরস্কার নিবি নাকি ?

প্রথম

আয় না ভাই, ওকে সবাই মিলে পুরস্কার দিই। যা হয় একটা কাজ আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্। চুপ করে' বসে' থাক্‌তে পারিনে।

ষষ্ঠ

আমাকে মারিস্‌নে ভাই, দোহাই বাপসকল! আমি তোদের সাবধান করে' দিতে এসেছি।

দ্বিতীয়

বেটা তুই আপনি সাবধান হ।

পঞ্চম

এ খবর যদি তুই রটাবি তা হ'লে তোর জিব টেনে ছিঁড়ে ফেল্‌ব।

দূরে কোলাহল

অনেকে মিলিয়া

এসেছে—এসেছে।

সকলে

ওরে এসেছেরে ; জালন্ধরের সৈন্য এসে পৌঁচেছে।

প্রথম

তবে আর কি! এবারে লুঠ কর্ত্তে চল্লুম। ঐ, জনার্দ্দন থলে' ভরে' গরুর পিঠে বোঝাই করচে! এই বেলা চল্। ঐ জনার্দ্দনটাকে বাদ দিয়ে বাকি ক'টা গরু বোঝাইসুদ্ধ তাড়া করা যাক্।

দ্বিতীয়

তোরা যা ভাই! আমি তামাসা দেখে আসি। সার বেঁধে খোলা তলোয়ার হাতে যখন সৈন্য আসে আমার দেখ্‌তে বড় মজা লাগে।

গান

মিশ্র—একতালা

যমের দুয়ার খোলা পেয়ে
ছুটেছে সব ছেলে মেয়ে!
হরিবোল হরিবোল!
রাজ্য জুড়ে মস্ত খেলা
মরণ-বাঁচন অবহেলা,
ও ভাই, সবাই মিলে প্রাণটা দিলে
সুখ আছে কি মরার চেয়ে!
হরিবোল হরিবোল!

বেজেছে ঢোল বেজেছে ঢাক,
ঘরে ঘরে পড়েছে ডাক,
এখন কাজকর্ম্ম চুলোতে যাক,
কেজো লোক সব আয়রে ধেয়ে !
হরিবোল হরিবোল !
রাজা প্রজা হবে জড়,
থাকবে না আর ছোট বড়,
একই স্রোতের মুখে ভাস্‌বে সুখে
বৈতরণীর নদী বেয়ে !
হরিবোল হরিবোল !

তৃতীয় দৃশ্য

ত্রিচূড়—প্রাসাদ

অমরুরাজ ও কুমারসেন

অমরুরাজ

পালাও, পালাও। এসো না আমার রাজ্যে !
আপনি মজিবে তুমি আমারে মজাবে।
তোমারে আশ্রয় দিয়ে চাহিনে হইতে
অপরাধী জালন্ধররাজ কাছে। হেথা
তব নাহি স্থান !

কুমারসেন

আশ্রয় চাহিনে আমি।
অনিশ্চিত অদৃষ্টের পারাবার মাঝে
ভাসাইব জীবনতরণী,—তা'র আগে
ইলারে দেখিয়া যাব একবার শুধু
এই ভিক্ষা মাগি।

অমরুরাজ

ইলারে দেখিয়া যাবে?
কি হইবে দেখে তা'রে? কি হইবে দেখা
দিয়ে? স্বার্থপর! রয়েছ মৃত্যুর মুখে
অপমান বহি'—গৃহহীন, আশাহীন,
কেন আসিয়াছ ইলার হৃদয় মাঝে
জাগাতে প্রেমের স্মৃতি!

কুমারসেন

কেন আসিয়াছি?
হায়, আর্য্য, কেমনে তা' বুঝাব তোমায়?

অমরুরাজ

বিপদের খরস্রোতে ভেসে চলিয়াছ,
তুমি কেন চাহিছ ধরিতে ক্ষীণপ্রাণ
কুসুমিত তীরলতা? যাও, ভেসে যাও!

কুমারসেন

আমার বিপদ আজ দোঁহার বিপদ,
মোর দুঃখ দু'জনার দুঃখ। প্রেম শুধু
সম্পদের নহে। মহারাজ, একবার
বিদায় লইতে দাও দু দণ্ডের তরে!

অমরুরাজ

চিরকাল তরে তুমি লয়েছ বিদায়।
আর নহে। যাও চলে'। ভুলে যেতে দাও
তা'রে অবসর! হাসিমুখখানি তা'র
দিয়ো না আঁধার করি এ জন্মের মত!

কুমারসেন

ভুলিতে পারিত যদি দিতাম ভুলিতে।—
ফিরে এসে দেখা দিব বলে' গিয়েছিনু;
জানি সে রয়েছে বসি আমার লাগিয়া
পথপানে চাহি, আমারে বিশ্বাস করি।
সে সরল সে অগাধ বিশ্বাস তাহার
কেমনে ভাঙিতে দিব?

অমরুরাজ

সে বিশ্বাস ভেঙে
যাক্ একবার।—নতুবা নূতন পথে

জীবন তাহার ফিরাতে সে পারিবে না।
চিরকাল দুঃখতাপ চেয়ে কিছুকাল
এ যন্ত্রণা ভালো।

কুমারসেন

তা'র সুখ দুঃখ তুমি
দিয়েছ আমার হাতে, কিছুতে ফিরায়ে
নিতে পারিবে না আর। তা'রে তুমি আর
নাহি জান। তা'রে আর নারিবে বুঝিতে।
তুমি যারে সুখ দুঃখ বলে' মনে কর
তা'র সুখ দুঃখ তাহা নহে। একবার
দেখে যাই তা'রে!

অমরুরাজ

আমি তা'রে জানায়েছি
কাশ্মীরে রয়েছ তুমি রাজমর্য্যাদায়
ক্ষুদ্র বলে' আমাদের অবহেলা করে';
বিদেশে সংগ্রামযাত্রা মিছে ছল শুধু
বিবাহ ভাঙিতে।

কুমারসেন

ধিক্—ধিক্ প্রতারণা!
সরল বালিকা সে কি তোমার দুহিতা?

এ নিষ্ঠুর মিথ্যা তা'রে কহিলে যখন
বিধাতা কি ঘুমাইতেছিল ? শিরে তব
বজ্র পড়িল না ভেঙে ? এখনো সে বেঁচে
রয়েছে কি ? যেতে দাও, যেতে দাও, মোরে-
দিবে না কি যেতে ? হান তবে তরবারি—
বোলো তা'রে মরে' গেছি আমি। প্রতারণা
কোরো না তাহারে !

শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর

আসিছে সন্ধানে তব
শত্রুচর, পেয়েছি সংবাদ। এই বেলা
চল যাই।

কুমারসেন

কোথা যাব ? কি হবে লুকায়ে ?
এ জীবন পারিনে বহিতে !

শঙ্কর

বনপ্রান্তে
তোমার অপেক্ষা করি আছেন সুমিত্রা !

কুমারসেন

চল, যাই চল। ইলা, কোথা আছ ইলা !
ফিরে গেনু দুয়ারে আসিয়া ! দুর্ভাগ্যের

দিনে, জগতের চারিদিকে রুদ্ধ হয়
আনন্দের দ্বার! প্রিয়ে, হতভাগ্য আমি,
তাই বলে' নহি অবিশ্বাসী! চল, যাই!

চতুর্থ দৃশ্য

ত্রিচূড়—অন্তঃপুর

ইলা ও সখীগণ

ইলা

মিছে কথা, মিছে কথা! তোরা চুপ কর্!
আমি তা'র মন জানি। সখি, ভালো করে'
বেঁধে দে কবরী মোর ফুলমালা দিয়ে!
নিয়ে আয় সেই নীলাম্বর! স্বর্ণথালে
আন্ তুলে শুভ্র ফুল্ল মালতীর ফুল।
নির্ঝরিণীতীরে ওই বকুলের তলা
ভালো সে বাসিত; ওইখানে শিলাতলে
পেতে দে আসনখানি। এমনি যতনে
প্রতিদিন করি সাজ; এমনি করিয়া
প্রতিদিন থাকি বসে'; কে জানে কখন
সহসা আসিবে ফিরে প্রিয়তম মোর।

এসেছিল আমাদের মিলন দেখিতে
পরে পরে দুটি পূর্ণিমার রাত, অস্ত
গেছে নিরাশ হইয়া। মনে স্থির জানি
এবার পূর্ণিমা নিশি হবে না নিষ্ফল।
আসিবে সে দেখা দিতে। নাই যদি আসে
তোদের কি! আমারে সে ভুলে যায় যদি
আমিই সে বুঝিব অন্তরে। কেনই বা
না ভুলিবে, কি আছে আমার! ভুলে যদি
সুখী হয় সেই ভালো—ভালবেসে যদি
সুখী হয় সেও ভালো! তোরা, সখি, মিছে
বকিস্‌নে আর! একটুকু চুপ কর!

গান

গৌরী—কাওয়ালি

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিয়ো!
আমি নিশিদিন হেথায় বসে' আছি
তোমার যখন মনে পড়ে আসিয়ো!
আমি সারানিশি তোমা লাগিয়া
র'ব বিরহ-শয়নে জাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে
এসে মুখপানে চেয়ে হাসিয়ো!

তুমি চিরদিন মধুপবনে
চির-বিকশিত বন-ভবনে
যেয়ো মনোমত পথ ধরিয়া,
তুমি নিজ সুখ-স্রোতে ভাসিয়ো !
যদি তা'র মাঝে পড়ি আসিয়া
তবে আমিও চলিব ভাসিয়া
যদি দূরে পড়ি তাহে ক্ষতি কি,
মোর স্মৃতি মন হ'তে নাশিয়ো !

পঞ্চম দৃশ্য

কাশ্মীর—শিবির

বিক্রমদেব, জয়সেন ও যুধাজিৎ

জয়সেন

কোথায় সে পালাবে রাজন্ ! ধ'রে এনে
দিব তা'রে রাজপদে। বিবর দুয়ারে
অগ্নি দিলে বাহিরিয়া আসে ভুজঙ্গম
উত্তাপকাতর। সমস্ত কাশ্মীর ঘিরি
লাগাব আগুন ; আপনি সে ধরা দিবে।

বিক্রমদেব

এতদূরে এনু পিছে পিছে,—কত বন
কত নদী, কত তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ ভাঙি ;—
আজ সে পালাবে হাত ছেড়ে ? চাহি তা'রে,
চাহি তা'রে আমি ! সে না হ'লে সুখ নাই
নিদ্রা নাই মোর। শীঘ্র না পাইলে তা'রে,
সমস্ত কাশ্মীর আমি খণ্ড দীর্ণ করি
দেখিব কোথা সে আছে !

যুধাজিৎ

ধরিবারে তা'রে
পুরস্কার করেছি ঘোষণা।

বিক্রমদেব

তা'রে পেলে
অন্য কার্য্যে দিতে পারি হাত। রাজ্য মোর
রয়েছে পড়িয়া ; শূন্যপ্রায় রাজকোষ ;
দুর্ভিক্ষ হয়েছে রাজা, অরাজক দেশ ;
ফিরিতে পারিনে তবু। এ কি দৃঢ় পাশে
আমারে করেছে বন্দী শত্রু পলাতক !
সচকিতে সদা মনে হয়, এই এল,
এই এল, ওই দেখা যায়, ওই বুঝি
উড়ে ধূলা আর দেরি নাই, এই বার

বুঝি পাব তা'রে ধাবমান ঘনশ্বাস
ত্রস্ত-আঁখি মৃগ সম ! শীঘ্র আন তা'রে
জীবিত কি মৃত ! ছিন্ন-ভিন্ন হ'য়ে যাক
মায়াপাশ ! নতুবা যা-কিছু আছে মোর
সব যাবে অধঃপাতে ।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী

রাজা চন্দ্রসেন,
মহিষী রেবতী, এসেছেন ভেটিবার
তরে ।

বিক্রমদেব

তোমরা সরিয়া যাও !
(প্রহরীকে) নিয়ে এস
তাঁহাদের প্রণাম জানায়ে ।

(অন্য সকলের প্রস্থান)

কি বিপদ !
আসিছেন শাশুড়ি আমার ! কি বলিব
শুধাইলে কুমারের কথা ? কি বলিব
মার্জ্জনা চাহেন যদি যুবরাজ তরে,
সহিতে পারিনে আমি অশ্রু রমণীর !

চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রবেশ

প্রণাম! প্রণাম আর্য্য!

চন্দ্রসেন

চিরজীবী হও!

রেবতী

জয়ী হও পূর্ণ হোক্ মনস্কাম তব।

চন্দ্রসেন

শুনেছি তোমার কাছে কুমার হয়েছে
অপরাধী।

বিক্রমদেব

অপমান করেছে আমারে।

চন্দ্রসেন

বিচারে কি শাস্তি তা'র করেছ বিধান?

বিক্রমদেব

বন্দিভাবে অপমান করিলে স্বীকার,
করিব মার্জ্জনা।

রেবতী

এই শুধু? আর কিছু
নয়? অবশেষে মার্জ্জনা করিবে যদি

তবে কেন এত ক্লেশে এত সৈন্য ল'য়ে
এত দূরে আসা ?

বিক্রমদেব

ভর্ৎসনা কোরো না মোরে।
রাজার প্রধান কাজ আপনার মান
রক্ষা করা। যে মস্তক মুকুট বহিছে
অপমান পারে না বহিতে। মিছে কাজে
আসিনি হেথায়।

চন্দ্রসেন

ক্ষমা তা'রে কর, বৎস,
বালক সে অল্পবুদ্ধি। ইচ্ছা কর যদি
রাজ্য হ'তে করিয়ো বঞ্চিত—কেড়ে নিয়ো
সিংহাসন-অধিকার। নির্ব্বাসন সেও
ভালো, প্রাণে বধিয়ো না!

বিক্রমদেব

চাহি না বধিতে।

রেবতী

তবে কেন এত অস্ত্র এনেছ বহিয়া ?
এত অসি শর ? নির্দ্দোষী সৈনিকদের
বধ করে' যাবে, যথার্থ যেজন দোষী
ক্ষমিবে তাহারে ?

বিক্রমদেব

বুঝিতে পারিনে দেবি,
কি বলিছ তুমি।

চন্দ্রসেন

কিছু নয়, কিছু নয়।
আমি তবে বলি বুঝাইয়া। সৈন্য যবে
মোর কাছে মাগিল কুমার—আমি তা'রে
কহিলাম, বিক্রম স্নেহের পাত্র মোর,
তা'র সনে যুদ্ধ নাহি সাজে। সেই ক্ষোভে
ক্রুদ্ধ যুবা প্রজাদের ঘরে ঘরে গিয়া
বিদ্রোহে করিল উত্তেজিত! অসন্তুষ্ট
মহারাণী তাই; রাজবিদ্রোহীর শাস্তি
করিছে প্রার্থনা তোমা কাছে। গুরুদণ্ড
দিয়ো না তাহারে, সে যে অবোধ বালক।

বিক্রমদেব

আগে তা'রে বন্দী করে' আনি। তা'র
পরে যথাযোগ্য করিব বিচার।

রেবতী

প্রজাগণ
লুকায়ে রেখেছে তা'রে। আগুন জ্বালাও
ঘরে ঘরে তাহাদের। শস্যক্ষেত্র কর

ছারখার। ক্ষুধা রাক্ষসীর হাতে সঁপি
দাও দেশ, তবে তা'রে করিবে বাহির!

চন্দ্রসেন

চুপ কর চুপ কর রাণী! চল বৎস,
শিবির ছাড়িয়া চল কাশ্মীর-প্রাসাদে।

বিক্রমদেব

পরে যাব, অগ্রসর হও মহারাজ।

(চন্দ্রসেন ও রেবতীর প্রস্থান)

ওরে হিংস্র নারী! ওরে নরকাগ্নিশিখা!
বন্ধুত্ব আমার সনে! এতদিন পরে
আপনার হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তিখানা
দেখিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে!
অমনি শাণিত ক্রূর বক্র জ্বালারেখা
আছে কি ললাটে মোর? রুদ্ধ হিংসাভারে
অধরের দুই প্রান্ত পড়েছে কি নুয়ে?
অমনি কি তীক্ষ্ণ মোর উষ্ণ তিক্ত বাণী
খুনীর ছুরির মত বাঁকা বিষমাখা?
নহে নহে কভু নহে! এ হিংসা আমার
চোর নহে ক্রূর নহে, নহে ছদ্মবেশী।
প্রচণ্ড প্রেমের মত প্রবল এ জ্বালা
অভ্রভেদী সর্ব্বগ্রাসী উদ্দাম উন্মাদ

দুর্নিবার ! নহি আমি তোদের আত্মীয়।
হে বিক্রম, ক্ষান্ত কর এ সংহার খেলা !
এ শ্মশাননৃত্য তব থামাও থামাও ;
নিবাও এ চিতা ! পিশাচ পিশাচী যত
অতৃপ্ত হৃদয়ে ল'য়ে দীপ্ত হিংসাতৃষা
ফিরে যাক্ রুদ্ধরোষে, লালায়িত লোভে।
একদিন দিব বুঝাইয়া, নহি আমি
তোমাদের কেহ। নিরাশ করিব এই
গুপ্ত লোভ, বক্র রোষ, দীপ্ত হিংসাতৃষা !
দেখিব কেমন করে' আপনার বিষে
আপনি জ্বলিয়া মরে নর-বিষধর !
রমণীর হিংস্রমুখ সূচিময় যেন—
কি ভীষণ, কি নিষ্ঠুর, একান্ত কুৎসিত !

চরের প্রবেশ

চর

ত্রিচূড়ের অভিমুখে গেছেন কুমার।

বিক্রমদেব

এ সংবাদ রাখিও গোপনে ! একা আমি
যাব সেথা মৃগয়ার ছলে।

চর

যে আদেশ।

ষষ্ঠ দৃশ্য

অরণ্য

শুষ্ক পর্ণশয্যায় কুমার শয়ান
সুমিত্রা আসীন

কুমার

কত রাত্রি ?

সুমিত্রা

রাত্রি আর নাই ভাই। রাঙা
হ'য়ে উঠেছে আকাশ। শুধু বনচ্ছায়া
অন্ধকার রাখিয়াছে বেঁধে।

কুমার

সারারাত্রি
জেগে বসে' আছ, বোন্, ঘুম নেই চোখে ?

সুমিত্রা

জাগিয়াছি দুঃস্বপন দেখে। সারারাত
মনে হয় শুনি যেন পদশব্দ কার
শুষ্ক পল্লবের পরে। তরু-অন্তরালে
শুনি যেন কাহাদের চুপি চুপি কথা
বিজন মন্ত্রণা। শ্রান্ত আঁখি যদি কভু

মুদে আসে, দারুণ-দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে
জেগে উঠি ; সুখসুপ্ত মুখখানি তব
দেখে পুনঃ প্রাণ পাই প্রাণে !

কুমার

দুর্ভাবনা
দুঃস্বপ্ন-জননী ! ভেবো না আমার তরে
বোন্ ! সুখে আছি। মগ্ন হ'য়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ ?
মরণের তটপ্রান্তে বসে', এ যেন গো
প্রাণপণে জীবনের একান্ত সম্ভোগ।
এ সংসারে যত সুখ, যত শোভা, যত
প্রেম আছে, সকলি প্রগাঢ় হ'য়ে যেন
আমারে করিছে আলিঙ্গন ! জীবনের
প্রতি বিন্দুটিতে যত মিষ্ট আছে, সব
আমি পেতেছি আস্বাদ ! ঘন বন,
তুঙ্গ শৃঙ্গ, উদার আকাশ, উচ্ছ্বসিত
নির্ঝরিণী, আশ্চর্য্য এ শোভা। অযাচিত
ভালবাসা অরণ্যের পুষ্পবৃষ্টিসম
অবিশ্রাম হতেছে বর্ষণ। চারিদিকে
ভক্ত প্রজাগণ। তুমি আছ প্রীতিময়ী
শিয়রে বসিয়া। উড়িবার আগে বুঝি

জীবন-বিহঙ্গ বিচিত্রবরণ পাখা
করিছে বিস্তার ! ওই শোন কাঠুরিয়া
গান গায় ; শোনা যাবে রাজ্যের সংবাদ ।

কাঠুরিয়ার প্রবেশ ও গান

বিভাস—একতালা

বঁধু, তোমায় কর্‌ব রাজা তরুতলে ।
বনফুলের বিনোদ-মালা দেব' গলে ।
সিংহাসনে বসাইতে
হৃদয়খানি দেব' পেতে,
অভিষেক কর্‌ব তোমায় আঁখিজলে !

কুমারসেন

(অগ্রসর হইয়া) বন্ধু আজি কি সংবাদ ?

কাঠুরিয়া

ভালো নয় প্রভু !
জয়সেন কাল রাত্রে জ্বালায়ে দিয়েছে
নন্দীগ্রাম ; আজ আসে পাণ্ডুপুর পানে ।

কুমারসেন

হায়, ভক্ত প্রজা মোর, কেমনে তোদের
রক্ষা করি ? ভগবান্‌, নির্দ্দয় কেন গো
নির্দ্দোষ দীনের পরে ?

কাঠুরিয়া

(সুমিত্রার প্রতি) জননি, এনেছি
কাষ্ঠভার, রাখি শ্রীচরণে।

সুমিত্রা

বেঁচে থাক্ !

(কাঠুরিয়ার প্রস্থান)

মধুজীবীর প্রবেশ

কুমারসেন

কি সংবাদ ?

মধুজীবী

সাবধানে থেকো যুবরাজ।
তোমারে যে ধরে' দেবে জীবিত কি মৃত
পুরস্কার পাইবে সে, ঘোষণা করেছে
যুধাজিৎ। বিশ্বাস কোরো না কারে প্রভু।

কুমারসেন

বিশ্বাস করিয়া মরা ভালো ;—অবিশ্বাস
কাহারে করিব ? তোরা সব অনুরক্ত
বন্ধু মোর সরল হৃদয়।

মধুজীবী

মা জননি,
এনেছি সঞ্চয় করে’ কিছু বনমধু,
দয়া করে’ কর মা গ্রহণ।

সুমিত্রা

ভগবান্
মঙ্গল করুন তোর।

(মধুজীবীর প্রস্থান)

শিকারীর প্রবেশ

শিকারী

জয় হোক্ প্রভু।
ছাগ শিকারের তরে যেতে হবে দূর
গিরিদেশে, দুর্গম সে পথ। তব পদে
প্রণাম করিয়া যাব। জয়সেন গৃহ
মোর দিয়াছে জ্বালায়ে।

কুমারসেন

ধিক্ সে পিশাচ!

শিকারী

আমরা শিকারী। যতদিন বন আছে
আমাদের কে পারে করিতে গৃহহীন?

কিছু খাদ্য এনেছি জননি, দরিদ্রের
তুচ্ছ উপহার। আশীর্ব্বাদ কর যেন
ফিরে এসে আমাদের যুবরাজে দেখি
সিংহাসনে।

কুমারসেন

(বাহু বাড়াইয়া) এস তুমি, এস আলিঙ্গনে।

(**শিকারীর প্রস্থান**)

ওই দেখ পল্লব ভেদিয়া, পড়িতেছে
রবিকররেখা। যাই নির্ঝরের ধারে
স্নান সন্ধ্যা করি সমাপন! শিলাতটে
বসে' বসে' কতক্ষণ দেখি আপনার
ছায়া, আপনারে ছায়া বলে' মনে হয়।
নদী হ'য়ে গেছে চলে' এই নির্ঝরিণী
ত্রিচূড়-প্রমোদবন দিয়ে। ইচ্ছা করে
ছায়া মোর ভেসে যায় স্রোতে, যেথা সেই
সন্ধ্যাবেলা বসে' থাকে তীরতরুতলে
ইলা ;—তা'র ম্লান ছায়াখানি সঙ্গে নিয়ে
চিরকাল ভেসে যায় সাগরের পানে!
থাক্ থাক্ কল্পনা স্বপন। চল, বোন,
যাই নিত্য কাজে! ওই শোন চারিদিকে
অরণ্য উঠেছে জেগে বিহঙ্গের গানে।

সপ্তম দৃশ্য

ত্রিচূড়—প্রমোদবন

বিক্রমদেব ও অমরুরাজ

অমরুরাজ

তোমারে করিনু সমর্পণ, যাহা আছে
মোর। তুমি বীর, তুমি রাজ-অধিরাজ।
তব যোগ্য কন্যা মোর, তা'রে লহ তুমি!
সহকার মাধবিকালতার আশ্রয়।
ক্ষণেক বিলম্ব কর, মহারাজ, তা'রে
দিই পাঠাইয়া।

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

কি মধুর শান্তি হেথা।
চিরন্তন অরণ্য আবাস, সুখসুপ্ত
ঘনচ্ছায়া, নির্ঝরিণী নিরন্তর-ধ্বনি।
শান্তি যে শীতল এত, এমন গম্ভীর,
এমন নিস্তব্ধ তবু এমন প্রবল
উদার সমুদ্রসম, বহুদিন ভুলে
ছিনু যেন! মনে হয়, আমার প্রাণের
অনন্ত অনল দাহ, সেও যেন হেথা
হারাইয়া ডুবে যায়, না থাকে নির্দ্দেশ,

এত ছায়া, এত স্থান এত গভীরতা !
এমনি নিভৃত সুখ ছিল আমাদের,
গেল কার অপরাধে ? আমার, কি তা'র ?
যারি হোক্—এ জনমে আর কি পাব না ?
যাও তবে একেবারে চলে' যাও দূরে,
জীবনে থেকো না জেগে অনুতাপরূপে !
দেখা যাক যদি এইখানে—সংসারের
নির্জ্জন নেপথ্য দেশে পাই নব প্রেম,
তেমনি অতলস্পর্শ, তেমনি মধুর।

সখার সহিত ইলার প্রবেশ

একি অপরূপ মূর্ত্তি ! চরিতার্থ আমি !
আসন গ্রহণ কর দেবি ! কেন মৌন,
নতশির, কেন ম্লানমুখ, দেহলতা
কম্পিত কাতর ? কিসের বেদনা তব ?

ইলা

(নতজানু) শুনিয়াছি মহারাজ-অধিরাজ তুমি
সসাগরা ধরণীর পতি। ভিক্ষা আছে
তোমার চরণে !

বিক্রমদেব

উঠ উঠ হে সুন্দরি !
তব পদ-স্পর্শযোগ্য নহে এ ধরণী,

তুমি কেন ধূলায় পতিত ?   চরাচরে
কিবা আছে অদেয় তোমারে ?

ইলা

মহারাজ,
পিতা মোরে দিয়াছেন সঁপি তব হাতে
আপনারে ভিক্ষা চাহি আমি।   ফিরাইয়া
দাও মোরে।   কত ধন, রত্ন, রাজ্য, দেশ
আছে তব, ফেলে রেখে যাও মোরে এই
ভূমিতলে ;   তোমার অভাব কিছু নাই।

বিক্রমদেব

আমার অভাব নাই ?   কেমনে দেখাব
গোপন হৃদয় ?   কোথা সেথা ধনরত্ন ?
কোথা সসাগরা ধরা ?   সব শূন্যময় !
রাজ্যধন না থাকিত যদি,—শুধু তুমি
থাকিতে আমার—

ইলা

(উঠিয়া)   লহ তবে এ জীবন।
তোমরা যেমন করে' বনের হরিণী
নিয়ে যাও, বুকে তা'র তীক্ষ্ণ তীর বিঁধে,
তেমনি হৃদয় মোর বিদীর্ণ করিয়া

জীবন কাড়িয়া আগে, তা'র পরে মোরে
নিয়ে যাও !

বিক্রমদেব

কেন দেবি, মোর পরে এত
অবহেলা ? আমি কি নিতান্ত তব যোগ্য
নহি ? এত রাজ্য, দেশ, করিলাম জয়,
প্রার্থনা করে'ও আমি পাব না কি তবু
হৃদয় তোমার ?

ইলা

সে কি আর আছে মোর ?
সমস্ত সঁপেছি যারে, বিদায়ের কালে
হৃদয় সে নিয়ে চলে' গেছে, বলে' গেছে—
ফিরে এসে দেখা দেবে এই উপবনে।
কত দিন হ'ল ! বনপ্রান্তে দিন আর
কাটেনাক ! পথ চেয়ে সদা পড়ে' আছি ;
যদি এসে দেখিতে না পায়, ফিরে যায়,
আর যদি ফিরিয়া না আসে ! মহারাজ,
কোথা নিয়ে যাবে ? রেখে যাও তা'র তরে
যে আমারে ফেলে রেখে গেছে।

বিক্রমদেব

না জানি সে
কোন্ ভাগ্যবান্ ! সাবধান, অতি প্রেম
সহে না বিধির। শুন তবে মোর কথা।
এককালে চরাচর তুচ্ছ করি আমি
শুধু ভালো বাসিতাম ; সে প্রেমের পরে
পড়িল বিধির হিংসা ; জেগে দেখিলাম
চরাচর পড়ে' আছে, প্রেম গেছে ভেঙে !
বসে' আছ যার তরে কি নাম তাহার ?

ইলা

কাশ্মীরের যুবরাজ—কুমার তাহার
নাম।

বিক্রমদেব

কুমার ?

ইলা

তা'রে জান তুমি ! কেই বা
না জানে ! সমস্ত কাশ্মীর তা'রে দিয়েছে
হৃদয়।

বিক্রমদেব

কুমার ? কাশ্মীরের যুবরাজ ?

ইলা

সেই বটে মহারাজ ! তা'র নাম সদা
ধ্বনিছে চৌদিকে। তোমারি সে বন্ধু বুঝি
মহৎ সে ধরণীর যোগ্য অধিপতি।

বিক্রমদেব

তাহার সৌভাগ্য-রবি গেছে অস্তাচলে,
ছাড় তা'র আশা ? শিকারের মৃগসম
সে আজ তাড়িত, ভীত, আশ্রয়-বিহীন,
গোপন অরণ্যছায়ে রয়েছে লুকায়ে।
কাশ্মীরের দীনতম ভিক্ষাজীবী আজ
সুখী তা'র চেয়ে।

ইলা

কি বলিলে মহারাজ ?

বিক্রমদেব

তোমরা বসিয়া থাক ধরাপ্রান্তভাগে ;
শুধু ভালবাস। জান না বাহিরে বিশ্বে
গরজে সংসার ; কর্ম্মস্রোতে কে কোথায়
ভেসে যায় ; ছল ছল বিশাল নয়নে
তোমরা চাহিয়া থাক ! বৃথা তা'র আশা !

ইলা

সত্য বল মহারাজ। ছলনা কোরো না।
জেনো এই অতি ক্ষুদ্র রমণীর প্রাণ
শুধু আছে তারি তরে, তারি পথ চেয়ে।
কোন্ গৃহহীন পথে কোন্ বনমাঝে
কোথা ফিরে কুমার আমার? আমি যাব
বলে' দাও—গৃহ ছেড়ে কখনো যাইনি,
কোথা যেতে হবে? কোন্ দিকে, কোন্ পথে?

বিক্রমদেব

বিদ্রোহী সে, রাজসৈন্য ফিরিতেছে সদা
সন্ধানে তাহার!

ইলা

তোমরা কি বন্ধু নহ তা'র?
তোমরা কি কেহ রক্ষা করিবে না তা'রে?
রাজপুত্র ফিরিতেছে বনে, তোমরা কি
রাজা হ'য়ে দেখিবে চাহিয়া? এতটুকু
দয়া নেই কারো? প্রিয়তম, প্রিয়তম,
আমি ত জানিনে নাথ, সঙ্কটে পড়েছ—
আমি হেথা বসে' আছি তোমার লাগিয়া।
অনেক বিলম্ব দেখে মাঝে মাঝে মনে
চকিত বিদ্যুৎ সম বেজেছে সংশয়।

শুনেছিনু এত লোক ভালবাসে তা'রে
কোথা তা'রা বিপদের দিনে ? তুমি নাকি
পৃথিবীর রাজা। বিপন্নের কেহ নহ ?
এত সৈন্য, এত যশ, এত বল নিয়ে
দূরে বসে' র'বে ? তবে পথ বলে' দাও।
জীবন সঁপিব একা অবলা রমণী !

বিক্রমদেব

কি প্রবল প্রেম ! ভালবাস' ভালবাস'
এমনি সবেগে চিরদিন। যে তোমার
হৃদয়ের রাজা, শুধু তা'রে ভালবাস'।
প্রেমস্বর্গচ্যুত আমি, তোমাদের দেখে
ধন্য হই। দেবি চাহিনে তোমার প্রেম ;
শুষ্ক শাখে ঝরে ফুল, অন্য তরু হ'তে
ফুল ছিঁড়ে নিয়ে তা'রে কেমনে সাজাব ?
আমারে বিশ্বাস কর—আমি বন্ধু তব ;
চল মোর সাথে, আমি তা'রে এনে দেব',
সিংহাসনে বসায়ে কুমারে—তা'র হাতে
সঁপি দিব তোমারে কুমারি !

ইলা

মহারাজ,
প্রাণ দিলে মোরে। যেথা যেতে বল যাব

বিক্রমদেব

এস তবে প্রস্তুত হইয়া। যেতে হবে
কাশ্মীরের রাজধানী মাঝে।

(ইলা ও সখীর প্রস্থান)

যুদ্ধ নাহি
ভালো লাগে। শান্তি আরো অসহ্য দ্বিগুণ।
গৃহহীন পলাতক, তুমি সুখী মোর
চেয়ে! এ সংসারে যেথা যাও, সাথে থাকে
রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টিসম ; পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ স্বর্ণময়
সম্পদের মত। আমি কোন্ সুখে ফিরি
দেশ দেশান্তরে, স্কন্ধে বহে' জয়ধ্বজা,
অন্তরেতে অভিশপ্ত হিংসাতপ্ত প্রাণ!
কোথা আছে কোন্ স্নিগ্ধ হৃদয়ের মাঝে
প্রস্ফুটিত শুভ্রপ্রেম শিশিরশীতল।
ধুয়ে দাও প্রেমময়ি, পুণ্য অশ্রুজলে
এ মলিন হস্ত মোর রক্তকলুষিত।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী

ব্রাহ্মণ এসেছে মহারাজ, তব সাথে
সাক্ষাতের তরে।

বিক্রমদেব

নিয়ে এস দেখা যাক্ !

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

রাজার দোহাই ব্রাহ্মণেরে রক্ষা কর !

বিক্রমদেব

একি ! তুমি কোথা হ'তে এলে ? অনুকূল
দৈব মোর পরে। তুমি বন্ধুরত্ন মোর !

দেবদত্ত

তাই বটে, মহারাজ, রত্ন বটে আমি !
অতি যত্নে বন্ধ করে' রেখেছিলে তাই।
ভাগ্যবলে পলায়েছি খোলা পেয়ে দ্বার।
আবার দিও না সঁপি প্রহরীর হাতে
রত্নভ্রমে। আমি শুধু বন্ধুরত্ন নহি,
ব্রাহ্মণীর স্বামিরত্ন আমি। সে কি হায়
এতদিন বেঁচে আছে আর ?

বিক্রমদেব

এ কি কথা।
আমি ত জানিনে কিছু, এত দিন রুদ্ধ
আছ তুমি !

দেবদত্ত

তুমি কি জানিবে মহারাজ !
তোমার প্রহরী দুটো জানে ! কত শাস্ত্র
বলি তাহাদের, কত কাব্যকথা, শুনে
মূর্খ দুটো হাসে ! এক দিন বর্ষা দেখে
বিরহ-ব্যথায় মেঘদূত কাব্যখানা
শুনালেম দোঁহে ডেকে ; গ্রাম্য মূর্খ দুটো
পড়িল কাতর হ'য়ে নিদ্রার আবেশে।
তখনি ধিক্কার ভরে কারাগার ছাড়ি
আসিনু চলিয়া। বেছে বেছে ভালো লোক
দিয়েছিলে বিরহী এ ব্রাহ্মণের পরে।
এত লোক আসে সখা অধীনে তোমার
শাস্ত্র বোঝে এমন কি ছিল না দুজন ?

বিক্রমদেব

বন্ধুবর, বড় কষ্ট দিয়েছে তোমারে !
সমুচিত শাস্তি দিব তা'রে, যে পাষণ্ড
রেখেছিল রুধিয়া তোমায় ! নিশ্চয় সে
ক্রূরমতি জয়সেন।

দেবদত্ত

শাস্তি পরে হবে।
আপাতত যুদ্ধ রেখে, অবিলম্বে দেশে

ফিরি চল। সত্য কথা বলি, মহারাজ,
বিরহ সামান্য ব্যথা নয় ; এবার তা
পেরেছি বুঝিতে ! আগে আমি ভাবিতাম
শুধু বড় বড় লোক বিরহেতে মরে ;
এবার দেখেছি সামান্য এ ব্রাহ্মণের
ছেলে, এরেও ছাড়ে না পঞ্চবাণ ; ছোট
বড় করে না বিচার।

বিক্রমদেব

যম আর প্রেম
উভয়েরি সমদৃষ্টি সর্ব্বভূতে। বন্ধু,
ফিরে চল দেশে। কেবল, যাবার আগে
এক কাজ বাকি আছে। তুমি লহ ভার !
অরণ্যে কুমারসেন আছে লুকাইয়া,
ত্রিচূড়রাজের কাছে সন্ধান পাইবে।
সখে, তা'র কাছে যেতে হবে। বোলো তা'রে
আর আমি শত্রু নহি। অস্ত্র ফেলে দিয়ে
বসে' আছি প্রেমে বন্দী করিবারে তা'রে !
আর সখা,—আর কেহ যদি থাকে সেথা—
যদি দেখা পাও আর কারো—

দেবদত্ত

জানি, জানি—
তাঁর কথা জাগিতেছে হৃদয়ে সতত !

এতক্ষণ বলি নাই কিছু। মুখে যেন
সরে না বচন। এখন তাঁহার কথা
বচনের অতীত হয়েছে। সাধ্বী তিনি,
তাই এত দুঃখ তাঁর। তাঁরে মনে করে'
মনে পড়ে পুণ্যবতী জানকীর কথা!
চলিলাম তবে!

বিক্রমদেব

বসন্ত না আসিতেই
আগে আসে দক্ষিণ পবন, তা'র পরে
পল্লবে কুসুমে বনশ্রী প্রফুল্ল হ'য়ে
ওঠে। তোমারে হেরিয়া আশা হয় মনে,
আবার আসিবে ফিরে সেই পুরাতন
দিন মোর, নিয়ে তা'র সব সুখ-ভার!

অষ্টম দৃশ্য

অরণ্য

কুমারের দুইজন অনুচর

প্রথম

হ্যা দেখ্ মাধু, কাল যে স্বপ্নটা দেখলুম তা'র কোনো মানে ভেবে পাচ্চিনে। সহরে গিয়ে দৈবিজ্ঞি ঠাকুরের কাছে শুনিয়ে নিয়ে আস্‌তে হবে।

দ্বিতীয়

কি স্বপ্নটা বল্‌ত শুনি।

প্রথম

যেন একজন মহাপুরুষ ঐ জল থেকে উঠে আমাকে তিনটে বড় বড় বেল দিতে এল। আমি দুটো দুহাতে নিলুম, —আর একটা কোথায় নেব' ভাবনা পড়ে' গেল।

দ্বিতীয়

দূর মুর্খ, তিনটেই চাদরে বেঁধে নিতে হয়।

প্রথম

আরে জেগে থাক্‌লে ত সকলেরই বুদ্ধি জোগায়—সে সময়ে তুই কোথায় ছিলি? তার পর শোন্ না; সেই বাকি বেলটা মাটিতে পড়েই গড়াতে আরম্ভ কর্‌লে, আমি তা'র পিছন পিছন ছুট্‌লুম। হঠাৎ দেখি যুবরাজ অশথতলায় বসে' আহ্নিক করচেন। বেলটা ধপ্ করে' তাঁর কোলের উপরে গিয়ে লাফিয়ে উঠ্‌ল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

দ্বিতীয়

এটা আর বুঝ্‌তে পারলিনে! যুবরাজ শীগ্‌গির রাজা হবে।

প্রথম

আমিও তাই ঠাউরেছিলুম। কিন্তু আমি যে দুটো বেল পেলুম আমার কি হবে?

দ্বিতীয়

তোর আবার হবে কি? তোর ক্ষেতে বেগুন বেশি করে' ফল্‌বে।

প্রথম

না ভাই আমি ঠাউরে রেখেছি আমার দুই পুত্তুর সন্তান হবে।

দ্বিতীয়

হ্যা ছ্যাখ ভাই, বল্লে পিত্তয় যাবিনে কাল ভারি আশ্চর্য্য কাণ্ড হ'য়ে গেছে। ঐ জলের ধারে বসে' রামচরণে আমাতে চিঁড়ে ভিজিয়ে খাচ্ছিলুম, তা আমি কথায় কথায় বল্লুম আমাদের দোবেজী গুণে বলেছে যুবরাজের ফাঁড়া প্রায় কেটে এসেছে। আর দেরি নেই। এবার শীগ্গির রাজা হবে। হঠাৎ মাথার উপর কে তিনবার বলে উঠল, "ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্,"—উপরে চেয়ে দেখি, ডুমুরের ডালে এত বড় একটা টিক্‌টিকি!

রামচরণের প্রবেশ

প্রথম

কি খবর রামচরণ?

রামচরণ

ওরে ভাই আজ একটা ব্রাহ্মণ এই বনের আশেপাশে যুবরাজের সন্ধান নিয়ে ফিরছিল। আমাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কত কথাই জিগ্গেসা করলে। আমিও তেমনি বোকা আর কি? আমিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জবাব দিতে লাগলুম্। অনেক খোঁজ করে' শেষকালে চলে' গেল। তাকে আমি চিত্তলের রাস্তা দেখিয়ে দিলুম্। ব্রাহ্মণ না হ'লে তাকে আজ আর আমি আস্ত রাখ্তুম না।

দ্বিতীয়

কিন্তু তাহ'লে ত বন ছাড়তে হচ্চে। বেটারা সন্ধান পেয়েছে দেখ্চি।

প্রথম

এইখানে বসে' পড় না ভাই রামচরণ—দুটো গল্প করা যাক্।

রামচরণ

যুবরাজের সঙ্গে আমাদের মাঠাকরুণ এই দিকে আস্চেন। চল্ ভাই তফাতে গিয়ে বসিগে।

(প্রস্থান)

কুমারসেন ও সুমিত্রার প্রবেশ

কুমারসেন

শঙ্কর পড়েছে ধরা। রাজ্যের সংবাদ
নিতে গিয়েছিল বৃদ্ধ, গোপনে ধরিয়া
ছদ্মবেশ। শত্রুচর ধরেছে তাহারে।
নিয়ে গেছে জয়সেন কাছে। শুনিয়াছি
চলিতেছে নিষ্ঠুর পীড়ন তা'র পরে—
তবু সে অটল। একটি কথাও তা'রা
পারে নাই মুখ হ'তে করিতে বাহির!

সুমিত্রা

হায় বৃদ্ধ প্রভুবৎসল! প্রাণাধিক
ভালবাস যারে সেই কুমারের কাজে
সঁপি দিলে তোমার কুমারগত প্রাণ!

কুমারসেন

এ সংসারে সব চেয়ে বন্ধু সে আমার,
আজন্মের সখা। আপনার প্রাণ দিয়ে
আড়াল করিয়া, চাহে সে রাখিতে মোরে
নিরাপদে। অতি বৃদ্ধ ক্ষীণ জীর্ণ দেহ,
কেমনে সে সহিবে যন্ত্রণা? আমি হেথা
সুখে আছি লুকায়ে বসিয়া।

সুমিত্রা

আমি যাই,

ভাই! ভিখারিণীবেশে সিংহাসন-তলে
গিয়া—শঙ্করের প্রাণভিক্ষা মেগে আসি!

কুমারসেন

বাহির হইতে তা'রা আবার তোমারে
দিবে ফিরাইয়া। তোমার পিতার রাজ্য
হবে নতশির। বজ্রসম বাজিবে সে
মর্ম্মে গিয়ে মোর।

চরের প্রবেশ

চর

গত রাত্রে গীধকূট
জ্বালায়ে দিয়েছে জয়সেন। গৃহহীন
গ্রামবাসিগণ আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে
মন্দুর অরণ্যমাঝে।

(প্রস্থান)

কুমারসেন

আর ত সহে না।
ঘৃণা হয় এ জীবন করিতে বহন
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয়।

সুমিত্রা

চল

মোরা দুইজনে যাই রাজসভা মাঝে;
দেখিব কেমনে, কোন্ ছলে জালন্ধর
স্পর্শ করে কেশ তব।

কুমারসেন

শঙ্কর বলিত,—
"প্রাণ যায় সেও ভালো, তবু বন্দিভাবে
কখনো দিও না ধরা!" পিতৃসিংহাসনে
বসি' বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে
বিচারের ছল করি—এ কি সহ্য হবে?
অনেক সহেছি বোন্, পিতৃপুরুষের
অপমান সহিব কেমনে!

সুমিত্রা

তা'র চেয়ে
মৃত্যু ভালো!

কুমারসেন

বল বোন, বল, "তা'র চেয়ে
মৃত্যু ভালো।" এই ত তোমার যোগ্য কথা।
তা'র চেয়ে মৃত্যু ভালো। ভালো করে' ভেবে

দেখ! বেঁচে থাকা ভীরুতা কেবল। বল
এ কি সত্য নয়? থেকো না নীরব হ'য়ে,
বিষাদ-আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে।
মুখ তোল, স্পষ্ট করে' বল একবার
ঘৃণিত এ প্রাণ ল'য়ে লুকায়ে লুকায়ে
নিশিদিন মরে' থাকা এক দণ্ড এ কি
উচিত আমার?

সুমিত্রা

ভাই—

কুমারসেন

আমি রাজপুত্র,
ছারখার হ'য়ে যায় সোনার কাশ্মীর,
পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন
প্রজা—কেঁদে মরে পতিপুত্রহীনা নারী
তবু আমি কোনো মতে বাঁচিব গোপনে?

সুমিত্রা

তা'র চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন

বল, তাই বল!
ভক্ত যারা অনুরক্ত মোর—প্রতিদিন
সঁপিছে আপন প্রাণ নির্য্যাতন সহি।

তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে
জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা !

সুমিত্রা

এর চেয়ে মৃত্যু ভালো।

কুমারসেন

বাঁচিলাম শুনে।
কোনো মতে রেখেছিনু তোমারি লাগিয়া
এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর
নির্দ্দোষের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ।
আমার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ
যে কথা বলিব তাহা করিবে পালন
যতই কঠিন হোক্ !

সুমিত্রা

করিনু শপথ !

কুমারসেন

এ জীবন দিব বিসর্জ্জন। তা'র পরে
তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজহস্তে
জালন্ধররাজকরে দিবে উপহার।
বলিও তাহারে—"কাশ্মীরে অতিথি তুমি ;
ব্যাকুল হয়েছ এত যে-দ্রব্যের তরে

কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা
আতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমারে পাঠায়ে।"
মৌন কেন বোন ? সঘনে কাঁপিছে কেন
চরণ তোমার ? ব'স এই তরুতলে !
পারিবে না তুমি ? একান্ত অসাধ্য এ কি !
তবে কি ভৃত্যের হস্তে পাঠাইতে হবে
তুচ্ছ উপহার সম এ রাজমস্তক ?
সমস্ত কাশ্মীর তা'রে ফেলিবে যে রোষে
ছিন্নভিন্ন করি !

(সুমিত্রার মূর্চ্ছা)

ছি ছি বোন। উঠ, উঠ !
পাষাণে হৃদয় বাঁধ। হ'য়ো না বিহ্বল।
দুঃসহ এ কাজ—তাই ত তোমার পরে
দিতেছি দুরূহ ভার। অয়ি প্রাণাধিকে,
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারা সহিবে
জগতের মহাক্লেশ যত। বল, বোন,
পারিবে করিতে ?

সুমিত্রা

পারিব।

কুমারসেন

দাঁড়াও তবে !
ধর বল, তোল শির। উঠাও জাগায়ে

সমস্ত হৃদয় মন। ক্ষুদ্র নারী সম
আপন বেদনা ভারে পোড়ো না ভাঙিয়া।

সুমিত্রা

অভাগিনী ইলা!

কুমারসেন

তা'রে কি জানিনে আমি?
হেন অপমান ল'য়ে সে কি মোরে কভু
বাঁচিতে বলিত? সে আমার ধ্রুবতারা
মহৎ মৃত্যুর দিকে দেখাইল পথ।
কাল পূর্ণিমার তিথি মিলনের রাত।
জীবনের গ্লানি হ'তে মুক্ত ধৌত হ'য়ে
চির মিলনের বেশ করিব ধারণ!
চল বোন। আগে হ'তে সংবাদ পাঠাই
দূতমুখে রাজসভা মাঝে, কাল আমি
যাব ধরা দিতে। তাহা হ'লে অবিলম্বে
শঙ্কর পাইবে ছাড়া—বান্ধব আমার।

নবম দৃশ্য

কাশ্মীর রাজসভা

বিক্রমদেব ও চন্দ্রসেন

বিক্রমদেব

আর্য্য, তুমি কেন আজ নীরব এমন ?
মার্জ্জনা ত করেছি কুমারে !

চন্দ্রসেন

তুমি তা'রে
মার্জ্জনা করেছ। আমি ত এখনো তা'র
বিচার করিনি। বিদ্রোহী সে মোর কাছে।
এবার তাহার শাস্তি দিব।

বিক্রমদেব

কোন্ শাস্তি
করিয়াছ স্থির ?

চন্দ্রসেন

সিংহাসন হ'তে তা'রে
করিব বঞ্চিত।

বিক্রমদেব

অতি অসম্ভব কথা।
সিংহাসন দিব তা'রে নিজ হস্তে আমি।

চন্দ্রসেন

কাশ্মীরের সিংহাসনে তোমার কি আছে
অধিকার ?

বিক্রমদেব

বিজয়ীর অধিকার।

চন্দ্রসেন

তুমি
হেথা আছ বন্ধুভাবে অতিথির মত।
কাশ্মীরের সিংহাসন কর নাই জয়।

বিক্রমদেব

বিনা যুদ্ধে করিয়াছে কাশ্মীর আমারে
আত্মসমর্পণ। যুদ্ধ চাও যুদ্ধ কর,
রয়েছি প্রস্তুত। আমার এ সিংহাসন !
যারে ইচ্ছা দিব।

চন্দ্রসেন

তুমি দিবে ? জানি আমি
গর্ব্বিত কুমারসেনে জন্মকাল হ'তে।
সে কি লবে আপনার পিতৃসিংহাসন
ভিক্ষার স্বরূপে ? প্রেম দাও প্রেম লবে,
হিংসা দাও প্রতিহিংসা লবে, ভিক্ষা দাও
ঘৃণাভরে পদাঘাত করিবে তাহাতে।

বিক্রমদেব

এত গর্ব্ব যদি তা'র তবে সে কি কভু
ধরা দিতে মোর কাছে আপনি আসিত ?

চন্দ্রসেন

তাই ভাবিতেছি, মহারাজ, নহে ইহা
কুমারসেনের মত কাজ। দৃপ্ত যুবা
সিংহসম। সে কি আজ স্বেচ্ছায় আসিবে
শৃঙ্খল পরিতে গলে ? জীবনের মায়া
এতই কি বলবান।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী

শিবিকার দ্বার
রুদ্ধ করি প্রাসাদে আসিছে যুবরাজ।

বিক্রমদেব

শিবিকার দ্বার রুদ্ধ ?

চন্দ্রসেন

সে কি আর কভু
দেখাইবে মুখ ? আপনার পিতৃরাজ্যে

আসিছে সে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে ; রাজপথে
লোকারণ্য চারিদিকে, সহস্রের আঁখি
রয়েছে তাকায়ে ! কাশ্মীর-ললনা যত
গবাক্ষে দাঁড়ায়ে। উৎসবের পূর্ণচন্দ্র
চেয়ে আছে আকাশের মাঝখান হ'তে !
সেই চিরপরিচিত গৃহ পথ হাট
সরোবর মন্দির কানন ; পরিচিত
প্রত্যেক প্রজার মুখ—কোন্ লাজে আজি
দেখা দিবে সবারে সে ? মহারাজ, শোন
নিবেদন। গীতবাদ্য বন্ধ করে' দাও !
এ উৎসব উপহাস মনে হবে তা'র !
আজ রাত্রে দীপালোক দেখে, ভাবিবে সে
নিশীথ-তিমিরে পাছে লজ্জা ঢাকা পড়ে
তাই এত আলো ! এ আলোক শুধু বুঝি
অপমান-পিশাচের পরিহাস-হাসি !

দেবদত্তের প্রবেশ

দেবদত্ত

জয়োস্তু রাজন্ ! কুমারের অন্বেষণে
বনে বনে ফিরিয়াছি, পাই নাই দেখা।
আজ শুনিলাম নাকি আসিছেন তিনি
স্বেচ্ছায় নগরে ফিরি। তাই চলে' এনু।

বিক্রমদেব

করিব রাজার মত অভ্যর্থনা তাঁ'রে।
তুমি হবে পুরোহিত অভিষেক কালে!
পূর্ণিমা নিশীথে আজ কুমারের সনে
ইলার বিবাহ হবে, করেছি তাহার
আয়োজন।

নগরের ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ

সকলে

মহারাজ, জয় হোক্।

প্রথম

করি
আশীর্ব্বাদ, ধরণীর অধীশ্বর হও!
লক্ষ্মী হোন্ অচলা তোমার গৃহে সদা।
আজ যে আনন্দ তুমি দিয়েছ সবারে
বলিতে শকতি নাহি—লহ মহারাজ
কৃতজ্ঞ এ কাশ্মীরের কল্যাণ-আশীষ।

(রাজার মস্তকে ধান্য দূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ)

বিক্রমদেব

ধন্য আমি কৃতার্থ জীবন।

(ব্রাহ্মণগণের প্রস্থান)

যষ্টিহস্তে কষ্টে শঙ্করের প্রবেশ

শঙ্কর

(চন্দ্রসেনের প্রতি)   মহারাজ !
এ কি সত্য ?   যুবরাজ আসিছেন নিজে
শত্রুকরে করিবারে আত্মসমর্পণ ?
বল, এ কি সত্য কথা ?

চন্দ্রসেন

সত্য বটে !

শঙ্কর

ধিক্
সহস্র মিথ্যার চেয়ে এই সত্যে ধিক্ !
হায় যুবরাজ, বৃদ্ধ ভৃত্য আমি তব,
সহিলাম এত যে যন্ত্রণা, জীর্ণ অস্থি
চূর্ণ হ'য়ে গেল, মূক সম রহিলাম
তবু, সে কি এরি তরে ?   অবশেষে তুমি
আপনি ধরিলে বন্দিবেশ, কাশ্মীরের
রাজপথ দিয়ে চলে' এলে নত শিরে
বন্দিশালা মাঝে ?   এই কি সে রাজসভা
পিতামহদের ?   যেথা বসি পিতা তব
উঠিতেন ধরণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরে

সে আজ তোমার কাছে ধরার ধূলার
চেয়ে নীচে! তা'র চেয়ে নিরাশ্রয় পথ
গৃহ তুল্য, অরণ্যের ছায়া সমুজ্জ্বল,
কঠিন পর্ব্বতশৃঙ্গ অনুর্ব্বর মরু
রাজার সম্পদে পূর্ণ! চিরভৃত্য তব
আজি দুর্দ্দিনের আগে মরিল না কেন?

বিক্রমদেব

ভালো হ'তে মন্দটুকু নিয়ে, বৃদ্ধ মিছে
এ তব ক্রন্দন!

শঙ্কর

রাজন্, তোমার কাছে
আসিনি কাঁদিতে। স্বর্গীয় রাজেন্দ্রগণ
রয়েছেন জাগি ওই সিংহাসন কাছে
আজি তাঁরা ম্লানমুখ, লজ্জানত শির,
তাঁরা বুঝিবেন মোর হৃদয়-বেদনা।

বিক্রমদেব

কেন মোরে শত্রু বলে' করিতেছ ভ্রম?
মিত্র আমি আজি।

শঙ্কর

অতিশয় দয়া তব
জালন্ধরপতি! মার্জ্জনা করেছ তুমি!
দণ্ড ভালো মার্জ্জনার চেয়ে!

বিক্রমদেব

এর মত

হেন ভক্ত বন্ধু হায় কে আমার আছে ?

দেবদত্ত

আছে বন্ধু, আছে মহারাজ !

(বাহিরে হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, কোলাহল)

(শঙ্করের দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন)

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী

আসিয়াছে

দুয়ারে শিবিকা।

বিক্রমদেব

বাদ্য কোথা, বাজাইতে

বল ; চল, সখা, অগ্রসর হ'য়ে তা'রে

অভ্যর্থনা করি !

(বাদ্যোদ্যম)

সভামধ্যে শিবিকার প্রবেশ

বিক্রমদেব

(অগ্রসর হইয়া) এস, এস, বন্ধু এস !

(স্বর্ণথালে ছিন্নমুণ্ড লইয়া সুমিত্রার শিবিকাবাহিরে আগমন)

(সহসা সমস্ত বাদ্য নীরব)

বিক্রমদেব

স্থমিত্রা! স্থমিত্রা!

চন্দ্রসেন

এ কি, জননি, স্থমিত্রা!

স্থমিত্রা

ফিরেছ সন্ধানে যার রাত্রিদিন ধরে'
কাননে, কান্তারে, শৈলে, রাজ্য, ধর্ম্ম, দয়া,
রাজলক্ষ্মী সব বিসর্জ্জিয়া; যার লাগি
দিখিদিকে হাহাকার করেছ প্রচার,
মূল্য দিয়ে চেয়েছিলে কিনিবারে যারে
লহ, মহারাজ, ধরণীর রাজবংশে
শ্রেষ্ঠ সেই শির; আতিথ্যের উপহার
আপনি ভেটিলা যুবরাজ। পূর্ণ তব
মনস্কাম, এবে শান্তি হোক্, শান্তি হোক্
এ জগতে, নিবে যাক্ নরকাগ্নিরাশি,
সুখী হও তুমি! (উর্দ্ধস্বরে) মাগো, জগৎজননি,
দয়াময়ি, স্থান দাও কোলে।

(পতন ও মৃত্যু)

ছুটিয়া ইলার প্রবেশ

ইলা

এ কি, এ কি,
মহারাজ, কুমার আমার—

(মূর্চ্ছা)

শঙ্কর

(অগ্রসর হইয়া) প্রভু, স্বামি,
বৎস, প্রাণাধিক, বৃদ্ধের জীবনধন,
এই ভালো, এই ভালো! মুকুট পরেছ
তুমি; এসেছ রাজার মত আপনার
সিংহাসনে; মৃত্যুর অমর রশ্মিরেখা
উজ্জ্বল করেছে তব ভাল; এতদিন
এ বৃদ্ধেরে রেখেছিল বিধি, আজি তব
এ মহিমা দেখাবার তরে! গেছ তুমি
পুণ্যধামে—ভৃত্য আমি চিরজনমের
আমিও যাইব সাথে!

চন্দ্রসেন

(মাথা হইতে মুকুট ভূমে ফেলিয়া)
ধিক্ এ মুকুট!
ধিক্ এই সিংহাসন! (সিংহাসনে পদাঘাত)

রেবতীর প্রবেশ

চন্দ্রসেন

রাক্ষসী পিশাচী

দূর হ দূর হ—আমারে দিসনে দেখা

পাপীয়সি !

রেবতী

এ রোষ র'বে না চিরদিন !

(প্রস্থান)

বিক্রমদেব

(নতজানু) দেবি, যোগ্য নহি আমি তোমার প্রেমের,

তাই বলে' মার্জ্জনাও করিলে না ?   রেখে

গেলে চির অপরাধী করে' ?   ইহজন্ম

নিত্য-অশ্রু-জলে লইতাম ভিক্ষা মাগি

ক্ষমা তব ;   তাহারো দিলে না অবকাশ ?

দেবতার মত তুমি নিশ্চল নিষ্ঠুর,

অমোঘ তোমার দণ্ড, কঠিন বিধান।

নাটকের পাত্রগণ

বিক্রমদেব	জালন্ধরের রাজা।
দেবদত্ত	রাজার বাল্যসখা ব্রাহ্মণ।
জয়সেন যুধাজিৎ	রাজ্যের প্রধান নায়ক।
ত্রিবেদী	বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ।
মিহিরগুপ্ত	জয়সেনের অমাত্য।
চন্দ্রসেন	কাশ্মীরের রাজা।
কুমার	কাশ্মীরের যুবরাজ। চন্দ্রসেনের ভ্রাতুষ্পুত্র।
শঙ্কর	কুমারের পুরাতন বৃদ্ধ ভৃত্য।
অমরুরাজ	ত্রিচূড়ের রাজা।
সুমিত্রা	জালন্ধরের মহিষী। কুমারের ভগিনী।
নারায়ণী	দেবদত্তের স্ত্রী।
রেবতী	চন্দ্রসেনের মহিষী।
ইলা	অমরুর কন্যা। কুমারের সহিত বিবাহপণে ব

বিসর্জ্জন

উৎসর্গ

শ্রীমান্ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর,

প্রাণাধিকেষু—

তোরি হাতে বাঁধা খাতা তারি শ খানেক পাতা
অক্ষরেতে ফেলিয়াছি ঢেকে,
মস্তিষ্ক-কোটরবাসী চিন্তাকীট রাশি রাশি
পদচিহ্ন গেছে যেন রেখে।
প্রবাসে প্রত্যহ তোরে হৃদয়ে স্মরণ করে'
লিখিয়াছি নির্জ্জন প্রভাতে,
মনে করি অবশেষে শেষ হ'লে ফিরে দেশে
জন্মদিনে দিব তোর হাতে।

বর্ণনাটা করি শোন,— একা আমি গৃহ-কোণ,
কাগজ পত্তর ছড়াছড়ি,
দশদিকে বইগুলি, সঞ্চয় করিছে ধূলি,
আলস্যে যেতেছে গড়াগড়ি।
শয্যাহীন খাটখানা এক পাশে দেয় থানা
প্রকাশিয়া কাঠের পাঁজর;
তারি পরে অবিচারে যাহা তাহা ভারে ভারে
স্তূপাকারে সহে অনাদর।

চেয়ে দেখি জানালায় খালখানা শুষ্কপ্রায়
মাঝে মাঝে বেধে আছে জল,
এক ধারে রাশ রাশ অর্দ্ধমগ্ন দীর্ঘ বাঁশ,
তারি পরে বালকের দল।
ধরে মাছ মারে ঢেলা সারাদিন করে খেলা
উভচর মানবশাবক।
মেয়েরা মাজিছে গাত্র অথবা কাঁসার পাত্র
সোনার মতন ঝক ঝক।

উত্তরে যেতেছে দেখা পড়েছে পথের রেখা
শুষ্ক সেই জলপথ মাঝে,
বহু কষ্টে ডাক ছাড়ি চলেছে গরুর গাড়ি
ঝিনি ঝিনি ঘণ্টা তারি বাজে।
কেহ দ্রুত কেহ ধীরে কেহ যায় নতশিরে,
কেহ যায় বুক ফুলাইয়া,
কেহ জীর্ণ টাট্টু চড়ি চলিয়াছে তড়বড়ি
দুই ধারে দু' পা দুলাইয়া।

পরপারে গায়ে গায় অভ্রভেদী মহাকায়
স্তব্ধচ্ছায় বট অশ্বত্থেরা ;
স্নিগ্ধ বন-অঙ্কে তারি সুপ্তপ্রায় সারি সারি
কুঁড়েগুলি বেড়া দিয়া ঘেরা।
বিহঙ্গে মানবে মিলি আছে হোথা নিরিবিলি
ঘনশ্যাম পল্লবের ঘর ;
সন্ধ্যেবেলা হোথা হ'তে ভেসে আসে বায়ু-স্রোতে
গ্রামের বিচিত্র গীত-স্বর।

পূর্ব্বপ্রান্তে বনশিরে সূর্য্যোদয় ধীরে ধীরে,
চারিদিকে পাখীর কূজন ;
শঙ্খঘণ্টা ক্ষণ পরে দূর মন্দিরের ঘরে
প্রচারিছে শিবের পূজন।
যে প্রত্যূষে মধু মাছি বাহিরায় মধু যাচি
কুসুম-কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে,
সেই ভোর বেলা আমি মানস-কুহরে নামি'
আয়োজন করি লিখিবারে।

লিখিতে লিখিতে মাঝে পাখী-গান কানে বাজে
মনে আনে কাল পুরাতন ,
ওই গান, ওই ছবি, তরুশিরে রাঙা-ছবি
ওরা প্রকৃতির নিত্য ধন।
আদিকবি বাল্মীকিরে এই সমীরণ ধীরে
ভক্তিভরে করেছে বীজন,
ওই মায়া চিত্রবৎ তরু-লতা ছায়া-পথ
ছিল তাঁর পুণ্য তপোবন।

রাজধানী কলিকাতা তুলেছে স্পর্দ্ধিত মাথা,
পুরাতন নাহি ঘেঁসে কাছে।
কাষ্ঠ লোষ্ট্র চারিদিক ; বর্ত্তমান আধুনিক
আড়ষ্ট হইয়া যেন আছে।
"আজ" "কাল" দুটি ভাই মরিতেছে জন্মিয়াই,
কলরব করিতেছে কত।
নিশিদিন ধূলি পড়ে' দিতেছে আচ্ছন্ন করে'
চির-সত্য আছে যেথা যত।

জীবনের হানাহানি, প্রাণ নিয়ে টানাটানি,
মত নিয়ে বাক্য বরিষণ,
বিদ্যা নিয়ে রাতারাতি পুঁথির প্রাচীর গাথি
প্রকৃতির গণ্ডী বিরচন,
কেবলি নূতনে আশ, সৌন্দর্য্যেতে অবিশ্বাস,
উন্মাদনা চাহি দিনরাত,
সে সকল ভুলে গিয়ে কোণে বসে' খাতা নিয়ে
মহানন্দে কাটিছে প্রভাত।

দক্ষিণের বারান্দায় বেড়াই মুগ্ধের প্রায়,
অপরাহ্ণে পড়ে তরুচ্ছায়া,
কল্পনার ধনগুলি হৃদয়-দোলায় দুলি'
প্রতিক্ষণে লভিতেছে কায়া।
সেবি' বাহিরের বায়ু বাড়ে তাহাদের আয়ু,
ভোগ করে চাঁদের অমিয়,
ভেদ করি মোর প্রাণ জীবন করিয়া পান
হইতেছে জীবনের প্রিয়।

এত তারা জেগে আছে নিশিদিন কাছে কাছে
এত কথা কয় শত স্বরে,
তাহাদের তুলনায় আর সবে ছায়াপ্রায়
আসে যায় নয়নের পরে।
আজ সব হ'ল সারা, বিদায় লয়েছে তা'রা,
নূতন বেঁধেছে ঘরবাড়ী,
এখন স্বাধীন বলে বাহিরে এসেছে চলে'
অন্তরের পিতৃগৃহ ছাড়ি'।

তাই এত দিন পরে আজি নিজমূর্ত্তি ধরে
প্রবাসের বিরহ-বেদনা,
তোদের কাছেতে যেতে তোদেরে নিকটে পেতে
জাগিতেছে একান্ত বাসনা।
সম্মুখে দাঁড়াব যবে "কি এনেছ" বলি' সবে
যদ্যপি শুধাস্ হাসিমুখ,
খাতাখানি বের করে' বলিব "এ পাতা ভরে'
আনিয়াছি প্রবাসের সুখ।"

সেই ছবি মনে আসে টেবিলের চারিপাশে
গুটিকত চৌকি টেনে আনি,
শুধু জন দুই তিন উর্দ্ধে জ্বলে কেরোসিন,
কেদারায় বসি ঠাকুরাণী।
দক্ষিণের দ্বার দিয়ে, বায়ু আসে গান নিয়ে,
কেঁপে কেঁপে উঠে দীপশিখা,
খাতা হাতে সুর করে' অবাধে যেতেছি পড়ে'
কেহ নাই করিবারে টীকা!

ঘণ্টা বাজে, বাড়ে রাত, ফুরায় ব'য়ের পাত
বাহিরে নিস্তব্ধ চারিধার;
তোদের নয়নে জল করে' আসে ছলছল
শুনিয়া কাহিনী করুণার।
তাই দেখে শুতে যাই, আনন্দের শেষ নাই,
কাটে রাত্রি স্বপ্ন রচনায়,
মনে মনে প্রাণ ভরি' অমরতা লাভকরি
নীরব সে সমালোচনায়।

তা'র পরে দিনকত কেটে যায় এই মত,
তা'র পরে ছাপাবার পালা।
মুদ্রাযন্ত্র হ'তে শেষে বাহিরায় ভদ্রবেশে,
তা'র পরে মহা ঝালাপালা।
রক্তমাংস-গন্ধ পেয়ে ক্রিটিকেরা আসে ধেয়ে,
চারিদিকে করে কাড়াকাড়ি,
কেহ বলে, "ড্রামাটিক্ বলা নাহি যায় ঠিক্,
লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।"

শির নাড়ি' কেহ কহে, "সব সুদ্ধ মন্দ নহে,
ভাল হ'ত আরো ভালো হ'লে!"
কেহ বলে "আয়ুহীন বাঁচিবে দুচারি দিন,
চিরদিন র'বে না তা বলে'!"
কেহ বলে "এ বহিটা লাগিতে পারিত মিঠা
হ'ত যদি অন্য কোনোরূপ!"
যার মনে যাহা লয় সকলেই কথা কয়
আমি শুধু বসে' আছি চুপ।

ল'য়ে নাম ল'য়ে জাতি বিদ্বানের মাতামাতি,
ও সকল আনিস্‌নে কানে।
আইনের লৌহ ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে।
হাসিমুখে স্নেহভরে সঁপিলাম তোর করে
বুঝিয়া পড়িবি অনুরাগে।
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে
ভালো যার লাগে তা'র লাগে।

রবি কাকা

নাটকের পাত্রগণ

গোবিন্দমাণিক্য	ত্রিপুরার রাজা।
নক্ষত্ররায়	গোবিন্দমাণিক্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।
রঘুপতি	রাজ-পুরোহিত।
জয়সিংহ	রঘুপতির পালিত রাজপুত যুবক, রাজ-মন্দিরের সেবক।
চাঁদপাল	দেওয়ান।
নয়নরায়	সেনাপতি।
ধ্রুব	রাজ-পালিত বালক।

পৌরগণ

গুণবতী	মহিষী।
অপর্ণা	ভিখারিণী

বিসর্জ্জন

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

গুণবতী

মা'র কাছে কি করেছি দোষ! ভিখারী যে
সন্তান বিক্রয় করে উদরের দায়ে
তা'রে দাও শিশু—পাপিষ্ঠা যে লোকলাজে
সন্তানেরে বধ করে, তা'র গর্ভে দাও.
পাঠাইয়া—অসহায় জীব! আমি হেথা
সোনার পালঙ্কে মহারাণী, শত শত
দাস দাসী প্রজা ল'য়ে, বসে' আছি
তপ্তবক্ষে শুধু এক শিশুর পরশ
লালসিয়া, আপনার প্রাণের ভিতরে
আরেকটি প্রাণাধিক প্রাণ করিবারে
অনুভব;—এই বক্ষ, এই বাহু দু'টি,
এই কোল, এই দৃষ্টি দিয়ে, বিরচিতে

নিবিড় জীবন্ত নীড়, শুধু একটুকু
প্রাণকণিকার তরে ! হেরিবে আমারে
একটি নূতন আঁখি প্রথম আলোকে,
ফুটিবে আমারি কোলে কথাহীন মুখে
অকারণ আনন্দের প্রথম হাসিটি !
কুমারজননী মাতঃ, কোন্ পাপে মোরে
করিলি বঞ্চিত মাতৃস্বর্গ হ'তে ?

রঘুপতির প্রবেশ

প্রভু,
চিরদিন মা'র পূজা করি ! জেনে শুনে
কিছু ত করিনি দোষ ! পুণ্যের শরীর
মোর স্বামী মহাদেবসম—তবে কোন্
দোষ দেখে আমারে করিল মহামায়া
নিঃসন্তানশ্মশানচারিণী ?

রঘুপতি

মা'র খেলা
কে বুঝিতে পারে বল ? পাষাণ-তনয়া
ইচ্ছাময়ী,—সুখ দুঃখ তাঁরি ইচ্ছা ! ধৈর্য্য
ধর ! এবার তোমার নামে মা'র পূজা
হ'বে। প্রসন্ন হইবে শ্যামা।

গুণবতী

এবৎসর
পূজার বলির পশু আমি নিজে দিব।
করিনু মানৎ, মা যদি সন্তান দেন
বর্ষে বর্ষে দিব তাঁরে একশ’ মহিষ,
তিন শত ছাগ।

রঘুপতি

পূজার সময় হ’ল।

(উভয়ের প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্য, অপর্ণা ও জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ

কি আদেশ মহারাজ !

গোবিন্দমাণিক্য

ক্ষুদ্র ছাগশিশু
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তা’রে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা’র কাছে
বলি দিতে ? এ দান কি নেবেন জননী
প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে ?

জয়সিংহ

কেমনে জানিব,
মহারাজ, কোথা হ'তে অনুচরগণ
আনে পশু দেবীর পূজার তরে !—হাঁ গা,
কেন তুমি কাঁদিতেছ ? আপনি নিয়েছে
যারে বিশ্বমাতা, তা'র তরে ক্রন্দন কি
শোভা পায় ?

অপর্ণা

কে তোমার বিশ্বমাতা ! মোর
শিশু চিনিবে না তা'রে। মা-হারা শাবক
জানে না সে আপন মায়েরে। আমি যদি
বেলা করে' আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে—কোলে করে'
নিয়ে তা'রে, ভিক্ষা অন্ন কয় জনে ভাগ
করে' খাই। আমি তা'র মাতা।

জয়সিংহ

মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তা'রে
বাঁচাইতে পারিতাম দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন—আমি তা'রে আর
ফিরাব কেমনে ?

অপর্ণা

মা তাহারে নিয়েছেন ?

মিছে কথা ! রাক্ষসী নিয়েছে তা'রে !

জয়সিংহ

ছিছি !

ও কথা এনো না মুখে !

অপর্ণা

মা, তুমি নিয়েছ

কেড়ে দরিদ্রের ধন ? রাজা যদি চুরি
করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের
রাজা—তুমি যদি চুরি কর, কে তোমার
করিবে বিচার ? মহারাজ, বল তুমি—

গোবিন্দমাণিক্য

বৎসে আমি বাক্যহীন,—এত ব্যথা কেন,
এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে ?

অপর্ণা

এই যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত ? ওরে বাছনি আমার !
মরি মরি, মোরে ডেকে কেঁদেছিল কত,
চেয়েছিল চারিদিকে ব্যাকুল নয়নে

কম্পিত কাতর বক্ষে, মোর প্রাণ কেন
যেথা ছিল সেথা হ'তে ছুটিয়া এল না ?

জয়সিংহ

(প্রতিমার প্রতি)

আজন্ম পূজিনু তোরে তবু তোর মায়া
বুঝিতে পারিনে ! করুণায় কাঁদে প্রাণ
মানবের,—দয়া নাই বিশ্বজননীর ?

অপর্ণা

(জয়সিংহের প্রতি)

তুমি ত নিষ্ঠুর নহ—আঁখি-প্রান্তে তব
অশ্রু ঝরে মোর দুখে। তবে এস তুমি,
এ মন্দির ছেড়ে এস। তবে ক্ষম মোরে,
মিথ্যা আমি অপরাধী করেছি তোমায়।

জয়সিংহ

(প্রতিমার প্রতি)

তোমার মন্দিরে এ কি নূতন সঙ্গীত
ধ্বনিয়া উঠিল আজি হে গিরি-নন্দিনী,
করুণাকাতর কণ্ঠস্বরে ? ভক্তহৃদি
অপরূপ বেদনায় উঠিল ব্যাকুলি।

—হে শোভনে, কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে ?
কোথায় আশ্রয় আছে ?

গোবিন্দমাণিক্য

(জনান্তিক হইতে) যেথা আছে প্রেম।

(প্রস্থান)

জয়সিংহ

কোথা আছে প্রেম ?—অয়ি ভদ্রে, এস তুমি
আমার কুটীরে। অতিথিরে দেবীরূপে
আজিকে করিব পূজা করিয়াছি পণ।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজসভা

সভাসদ্‌গণ,

রাজা, রঘুপতি ও নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

সকলে

(উঠিয়া) জয় হোক্ মহারাজ !

রঘুপতি

রাজার ভাণ্ডারে
এসেছি বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দমাণিক্য

মন্দিরেতে জীববলি এ বৎসর হ'তে
হইল নিষেধ।

নয়নরায়

বলি নিষেধ?

মন্ত্রী

নিষেধ?

নক্ষত্ররায়

তাইত! বলি নিষেধ?

রঘুপতি

এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দমাণিক্য

স্বপ্ন নহে প্রভু। এতদিন স্বপ্নে ছিনু,
আজ জাগরণ। বালিকার মূর্ত্তি ধরে'

স্বয়ং জননী মোরে বলে' গিয়েছেন
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি

এতদিন
সহিল কি করে'? সহস্র বৎসর ধরে'
রক্ত করেছেন পান, আজি এ অরুচি?

গোবিন্দমাণিক্য

করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি

মহারাজ, কি করিছ ভালো করে' ভেবে
দেখ। শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য

সকল শাস্ত্রের বড় দেবীর আদেশ।

রঘুপতি

একে ভ্রান্তি, তাহে অহঙ্কার? অজ্ঞ নর,
তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

নক্ষত্ররায়

তাই ত কি বল মন্ত্রী,
এ বড় আশ্চর্য্য! ঠাকুর শোনেন নাই?

গোবিন্দমাণিক্য

দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই ত বধিরতম যে জন সে বাণী
শুনেও শুনে না।

রঘুপতি

পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি

গোবিন্দমাণিক্য

ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে
মন্দিরের কাজে। প্রচার করিয়া দিয়ো
পথে যে'তে যে'তে, আমার ত্রিপুররাজ্যে
যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর
পূজাচ্ছলে, তা'রে দিব নির্ব্বাসন দণ্ড।

রঘুপতি

এই কি হইল স্থির?

গোবিন্দমাণিক্য

স্থির এই।

রঘুপতি

(উঠিয়া) তবে
উচ্ছন্ন ! উচ্ছন্ন যাও !

চাঁদপাল

(ছুটিয়া আসিয়া) হাঁ হাঁ ! থাম থাম !

গোবিন্দমাণিক্য

বোস চাঁদপাল ; ঠাকুর বলিয়া যাও ;
মনোব্যথা লঘু করে' যাও নিজ কাজে ।

রঘুপতি

তুমি কি ভেবেছ মনে ত্রিপুর-ঈশ্বরী
ত্রিপুরার প্রজা ? প্রচারিবে তাঁর পরে
তোমার নিয়ম ? হরণ করিবে তাঁর
বলি ? হেন সাধ্য নাই তব, আমি আছি
মায়ের সেবক ।

(প্রস্থান)

নয়নরায়

ক্ষমা কর অধীনের
স্পর্দ্ধা মহারাজ । কোন্ অধিকারে, প্রভু,
জননীর বলি—

চাঁদপাল

শান্ত হও সেনাপতি।

মন্ত্রী

মহারাজ, একেবারে করেছ কি স্থির ?
আজ্ঞা আর ফিরিবে না ?

গোবিন্দমাণিক্য

আর নহে মন্ত্রী ;
বিলম্ব উচিত নহে বিনাশ করিতে
পাপ।

মন্ত্রী

পাপের কি এত পরমায়ু হবে ?
কত শত বর্ষ ধরে' যে প্রাচীন-প্রথা
দেবতাচরণতলে বৃদ্ধ হ'য়ে এল
সে কি পাপ হ'তে পারে ?
(রাজার নিরুত্তরে চিন্তা)

নক্ষত্ররায়

তাইত হে মন্ত্রী,
সে কি পাপ হ'তে পারে ?

মন্ত্রী

পিতামহগণ
এসেছে পালন করে' যত্নে ভক্তিভরে
সনাতন রীতি। তাঁহাদের অপমান
তা'র অপমানে।

(রাজার চিন্তা)

নয়নরায়

ভেবে দেখ মহারাজ,
যুগে যুগে যে পেয়েছে শত সহস্রের
ভক্তির সম্মতি, তাহারে করিতে নাশ
তোমার কি আছে অধিকার ?

গোবিন্দমাণিক্য

(সনিশ্বাসে) থাক্‌ তর্ক !
যাও মন্ত্রী, আদেশ প্রচার কর গিয়ে
আজ হ'তে বন্ধ বলিদান।

(প্রস্থান)

মন্ত্রী

একি হ'ল ?

নক্ষত্ররায়

তাই ত হে মন্ত্রী, একি হ'ল ? শুনেছিনু
মগের মন্দিরে বলি নেই, অবশেষে
মগেতে হিন্দুতে ভেদ রহিল না কিছু ?
কি বল হে চাঁদপাল তুমি কেন চুপ ?

চাঁদপাল

ভীরু আমি ক্ষুদ্র প্রাণী, বুদ্ধি কিছু কম,
না বুঝে পালন করি রাজার আদেশ।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দির

জয়সিংহ

মাগো, শুধু তুই আর আমি ? এ মন্দিরে
সারাদিন আর কেহ নাই ? সারা দীর্ঘ
দিন ! মাঝে মাঝে কে আমারে ডাকে যেন !
তোর কাছে থেকে তবু একা মনে হয় !

(নেপথ্যে গান)

আমি একলা চলেছি এ ভবে—
আমায় পথের সন্ধান কে কবে ?

জয়সিংহ

মাগো, এ কি মায়া ? দেবতারে প্রাণ দেয়
মানবের প্রাণ ? এইমাত্র ছিলে তুমি
নির্ব্বাক্ নিশ্চল—উঠিলে জীবন্ত হ'য়ে,
সন্তানের কণ্ঠস্বরে সজাগ জননী।

গান গাহিতে গাহিতে অপর্ণার প্রবেশ

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে কবে ?
ভয় নেই, ভয় নেই,
যাও আপন মনেই,
যেমন একলা মধুপ ধেয়ে যায়
কেবল ফুলের সৌরভে।

জয়সিংহ

কেবলি একেলা ? দক্ষিণ বাতাস যদি
বন্ধ হ'য়ে যায়, ফুলের সৌরভ যদি
নাহি আসে, দশ দিক্ জেগে উঠে যদি
দশটি সন্দেহ সম, তখন কোথায়
সুখ, কোথা পথ ? জান কি একেলা কা'রে
বলে ?

অপর্ণা

জানি। যবে বসে' আছি ভরা মনে,
দিতে চাই নিতে কেহ নাই।

জয়সিংহ

স্বজনের
আগে দেবতা যেমন একা। তাই বটে!
তাই বটে! মনে হয় এ জীবন বড়
বেশি আছে,—যত বড় তত শূন্য, তত
আবশ্যকহীন।

অপর্ণা

জয়সিংহ, তুমি বুঝি
একা? তাই দেখিয়াছি কাঙাল যে জন
তাহারো কাঙাল তুমি; যে তোমার সব
নিতে পারে, তা'রে তুমি খুঁজিতেছ যেন;
ভ্রমিতেছ দীনদুঃখী সকলের দ্বারে।
এতদিন ভিক্ষা মেগে ফিরিতেছি—কত
লোক দেখি, কত মুখপানে চাই, লোকে
ভাবে শুধু বুঝি ভিক্ষা তরে,—দূর হ'তে
দেয় তাই মুষ্টিভিক্ষা ক্ষুদ্র দয়াভরে;
এত দয়া পাইনে কোথাও—যাহা পেয়ে
আপনার দৈন্য আর মনে নাহি পড়ে।

যথার্থ যে দাতা, আপনি নামিয়া আসে
দানরূপে দরিদ্রের পানে, ভূমিতলে।
যেমন আকাশ হ'তে বৃষ্টিরূপে মেঘ
নেমে আসে মরুভূমে—দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালবাসি তা'র
মুখে। দরিদ্র ও দাতা, দেবতা মানব
সমান হইয়া যায়।

জয়সিংহ

ওই আসিছেন
মোর গুরুদেব।

অপর্ণা

আমি তবে সরে' যাই
অন্তরালে। ব্রাহ্মণেরে বড় ভয় করি!
কি কঠিন তীব্রদৃষ্টি! কঠিন ললাট
পাষাণ-সোপান যেন দেবী-মন্দিরের।

(অপর্ণার প্রস্থান)

কঠিন? কঠিন বটে, বিধাতার মত।
কঠিনতা নিখিলের অটল নির্ভর।

রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ

(পা ধুইবার জল প্রভৃতি অগ্রসর করিয়া)

গুরুদেব !

রঘুপতি

যাও, যাও !

জয়সিংহ

আনিয়াছি জল।

রঘুপতি

থাক্, রেখে দাও জল !

জয়সিংহ

বসন—

রঘুপতি

কে চাহে
বসন ?

জয়সিংহ

অপরাধ করেছি কি ?

রঘুপতি

আবার !

কে নিয়েছে অপরাধ তব ?

ঘোর কলি

এসেছে ঘনায়ে। বাহুবল রাহুসম

ব্রহ্মতেজ গ্রাসিবারে চায়—সিংহাসন

তোলে শির যজ্ঞবেদী পরে। হায়, হায়,

কলির দেবতা, তোমরাও চাটুকর

সভাসদসম, নতশিরে রাজ-আজ্ঞা

বহিতেছ ? চতুর্ভুজা, চারিহস্ত আছ

জোড় করি' ? বৈকুণ্ঠ কি আবার নিয়েছে

কেড়ে দৈত্যগণ ? গিয়েছে দেবতা যত

রসাতলে ? শুধু দানবে মানবে মিলে

বিশ্বের রাজত্ব দর্পে করিতেছে ভোগ ?

দেবতা না যদি থাকে ব্রাহ্মণ রয়েছে ;

ব্রাহ্মণের রোষযজ্ঞে দগ্ধ সিংহাসন

হবিকাষ্ঠ হ'বে।

(জয়সিংহের নিকট গিয়া সস্নেহে)

বৎস, আজ করিয়াছি

রুক্ষ আচরণ তোমাপরে, চিত্ত বড়

ক্ষুব্ধ মোর।

জয়সিংহ

কি হয়েছে প্রভু ?

রঘুপতি

কি হয়েছে ?
শুধাও অপমানিত ত্রিপুরেশ্বরীরে।
এই মুখে কেমনে বলিব কি হয়েছে ?

জয়সিংহ

কে করেছে অপমান ?

রঘুপতি

গোবিন্দমাণিক্য।

জয়সিংহ

গোবিন্দমাণিক্য ? প্রভু, কারে অপমান ?

রঘুপতি

কারে ? তুমি, আমি, সর্ব্বশাস্ত্র, সর্ব্বদেশ,
সর্ব্বকাল, সর্ব্বদেশকালঅধিষ্ঠাত্রী
মহাকালী, সকলেরে করে অপমান
ক্ষুদ্র সিংহাসনে বসি।

জয়সিংহ

গোবিন্দমাণিক্য ?

রঘুপতি

হাঁগো, হাঁ, তোমার রাজা গোবিন্দমাণিক্য !
তোমার সকল শ্রেষ্ঠ—তোমার প্রাণের
অধীশ্বর ! অকৃতজ্ঞ ! পালন করিনু
এত যত্নে স্নেহে তোরে শিশুকাল হ'তে,
আমা চেয়ে প্রিয়তর আজ তোর কাছে
গোবিন্দমাণিক্য ?

জয়সিংহ

প্রভু, পিতৃকোলে বসি
আকাশে বাড়ায় হাত ক্ষুদ্র মুগ্ধ শিশু
পূর্ণচন্দ্রপানে—দেব, তুমি পিতা মোর,
পূর্ণশশী মহারাজ গোবিন্দমাণিক্য।
কিন্তু এ কি বকিতেছি ? কি কথা শুনিনু ?
মায়ের পূজার বলি নিষেধ করেছে
রাজা ? এ আদেশ কে মানিবে ?

রঘুপতি

না মানিলে
নির্ব্বাসন।

জয়সিংহ

মাতৃপূজাহীন রাজ্য হ'তে
নির্ব্বাসন দণ্ড নহে। এ প্রাণ থাকিতে
অসম্পূর্ণ নাহি র'বে জননীর পূজা।

চতুর্থ দৃশ্য

অন্তঃপুর

গুণবতী, পরিচারিকা

গুণবতী

কি বলিস্? মন্দিরের দুয়ার হইতে
রাণীর পূজার বলি ফিরায়ে দিয়াছে?
একদেহে কত মুণ্ড আছে তা'র? কে সে
দুরদৃষ্ট?

পরিচারিকা

বলিতে সাহস নাহি মানি—

গুণবতী

বলিতে সাহস নাহি ? এ কথা বলিলি
কি সাহসে ? আমা চেয়ে কারে তোর ভয় ?

পরিচারিকা

ক্ষমা কর !

গুণবতী

কাল সন্ধ্যেবেলা ছিনু রাণী ;
কাল সন্ধ্যেবেলা বন্দিগণ করে' গেছে
স্তব, বিপ্রগণ করে' গেছে আশীর্ব্বাদ,
ভৃত্যগণ করজোড়ে আজ্ঞা ল'য়ে গেছে,
একরাত্রে উলটিল সকল নিয়ম ?
দেবী পাইল না পূজা, রাণীর মহিমা
অবনত ? ত্রিপুরা কি স্বপ্নরাজ্য ছিল ?
ত্বরা করে' ডেকে আন ব্রাহ্মণ ঠাকুরে।

(পরিচারিকার প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গুণবতী

মহারাজ, শুনিতেছ ? মা'র দ্বার হ'তে
আমার পূজার বলি ফিরায়ে দিয়েছে।

গোবিন্দমাণিক্য

জানি তাহা !

গুণবতী

জান তুমি ? নিষেধ করনি
তবু ? জ্ঞাতসারে মহিষীর অপমান ?

গোবিন্দমাণিক্য

তা'রে ক্ষমা কর প্রিয়ে !

গুণবতী

দয়ার শরীর
তব, কিন্তু মহারাজ, এ ত দয়া নয়,
এ শুধু কাপুরুষতা। দয়ায় দুর্ব্বল
তুমি, নিজ হাতে দণ্ড দিতে নাহি পার
যদি, আমি দণ্ড দিব। বল মোরে কে সে
অপরাধী ?

গোবিন্দমাণিক্য

দেবি, আমি। অপরাধ আর
কিছু নহে, তোমারে দিয়েছি ব্যথা এই
অপরাধ।

গুণবতী

কি বলিছ মহারাজ ?

গোবিন্দমাণিক্য

আজ

হ'তে দেবতার নামে জীবরক্তপাত
আমার ত্রিপুররাজ্যে হয়েছে নিষেধ।

গুণবতী

কাহার নিষেধ ?

গোবিন্দমাণিক্য

জননীর।

গুণবতী

কে শুনেছে ?

গোবিন্দমাণিক্য

আমি।

গুণবতী

তুমি ? মহারাজ শুনে হাসি আসে
রাজদ্বারে এসেছেন ভুবন-ঈশ্বরী
জানাইতে আবেদন ?

গোবিন্দমাণিক্য

হেসো না মহিষী !
জননী আপনি এসে সন্তানের প্রাণে
বেদনা জানায়েছেন, আবেদন নহে।

গুণবতী

কথা রেখে দাও মহারাজ। মন্দিরের
বাহিরে তোমার রাজ্য, যেথা তব আজ্ঞা
নাহি চলে, সেথা আজ্ঞা নাহি দিয়ো।

গোবিন্দমাণিক্য

মা'র
আজ্ঞা, মোর আজ্ঞা নহে।

গুণবতী

কেমনে জানিলে ?

গোবিন্দমাণিক্য

ক্ষীণ দীপালোকে গৃহকোণে থেকে যায়
অন্ধকার ; সব পারে, আপনার ছায়া
কিছুতে ঘুচাতে নারে দীপ। মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া, স্বর্গ

হ'তে নামে যবে জ্ঞান, নিমেষে সংশয়
টুটে। আমার হৃদয়ে সংশয় কিছুই
নাই।

গুণবতী

শুনিয়াছি আপনার পাপপুণ্য
আপনার কাছে। তুমি থাক আপনার
অসংশয় নিয়ে—আমারে দুয়ার ছাড়,
আমার পূজার বলি আমি নিয়ে যাই
আমার মায়ের কাছে।

গোবিন্দমাণিক্য

দেবি, জননীর
আজ্ঞা পারি না লঙ্ঘিতে।

গুণবতী

আমিও পারি না।
মা'র কাছে আছি প্রতিশ্রুত। সেই মত
যথাশাস্ত্র যথাবিধি পূজিব তাঁহারে,
যাও তুমি যাও।

গোবিন্দমাণিক্য

যে আদেশ মহারাণী।

(প্রস্থান)

রঘুপতির প্রবেশ

গুণবতী

ঠাকুর, আমার পূজা ফিরায়ে দিয়েছে
মাতৃদ্বার হ'তে ?

রঘুপতি

মহারাণী, মা'র পূজা
ফিরে গেছে, নহে সে তোমার ! উঞ্ছবৃত্ত
দরিদ্রের ভিক্ষালব্ধ পূজা, রাজেন্দ্রাণী,
তোমার পূজার চেয়ে ন্যূন নহে ! কিন্তু
এই বড় সর্ব্বনাশ, মা'র পূজা ফিরে
গেছে। এই বড় সর্ব্বনাশ, রাজদর্প
ক্রমে স্ফীত হ'য়ে করিতেছে অতিক্রম
পৃথিবীর রাজত্বের সীমা—বসিয়াছে
দেবতার দ্বার রোধ করি—জননীর
ভক্তদের প্রতি দুই আঁখি রাঙাইয়া।

গুণবতী

কি হ'বে ঠাকুর ?

রঘুপতি

জানেন্ তা' মহামায়া
এই শুধু জানি—যে সিংহাসনের ছায়া

পড়েছে মায়ের দ্বারে—ফুৎকারে ফাটিবে
সেই দম্ভমঞ্চখানি জলবিম্বসম।
যুগে যুগে রাজপিতাপিতামহ মিলে
ঊর্দ্ধপানে তুলিয়াছে যে রাজমহিমা
অভ্রভেদী করে, মুহূর্ত্তে হইয়া যাবে
ধূলিসাৎ বজ্রদীর্ণ দগ্ধ ঝঞ্ঝাহত।

গুণবতী

রক্ষা কর, রক্ষা কর প্রভু!

রঘুপতি

হা, হা, আমি
রক্ষা করিব তোমারে! যে প্রবল রাজা
স্বর্গমর্ত্ত্যে প্রচারিছে আপন শাসন
তুমি তাঁরি রাণী! দেব ব্রাহ্মণেরে যিনি—
ধিক্, ধিক্, শতবার! ধিক্ লক্ষ বার!
কলির ব্রাহ্মণ ধিক্! ব্রহ্মশাপ কোথা?
ব্যর্থ ব্রহ্মতেজ শুধু বক্ষে আপনার
আহত বৃশ্চিক সম আপনি দংশিছে!
মিথ্যা ব্রহ্ম আড়ম্বর! (পৈতা ছিঁড়িতে উদ্যত)

গুণবতী

কি কর, কি কর
দেব! রাখ, রাখ, দয়া কর নির্দ্দোষীরে!

রঘুপতি

ফিরায়ে দে ব্রাহ্মণের অধিকার :

গুণবতী

দিব !

যাও প্রভু, পূজা কর মন্দিরেতে গিয়ে,

হবেনাক পূজার ব্যাঘাত ।

রঘুপতি

যে আদেশ

রাজ-অধীশ্বরী ! দেবতা কৃতার্থ হ'ল

তোমারি আদেশবলে, ফিরে পেল পুন

ব্রাহ্মণ আপন তেজ ! ধন্য তোমরাই,

যত দিন নাহি জাগে কল্কিঅবতার !

(প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্যের পুনঃপ্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য

অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে

সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে' রাখে ।

উন্মনা উৎসুক চিত্তে ফিরে ফিরে আসি ।

গুণবতী

যাও, যাও, এসো না এগৃহে ! অভিশাপ,
আনিয়ো না হেথা !

গোবিন্দমাণিক্য

প্রিয়তমে, প্রেমে করে
অভিশাপ নাশ, দয়া করে অকল্যাণ
দূর। সতীর হৃদয় হ'তে প্রেম গেলে
পতিগৃহে লাগে অভিশাপ। যাই তবে
দেবী।

গুণবতী

যাও ! ফিরে আর দেখায়ো না মুখ !

গোবিন্দমাণিক্য

স্মরণ করিবে যবে, আবার আসিব।

(প্রস্থানোন্মুখ)

গুণবতী

(পায়ে পড়িয়া)

ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, নাথ ! এতই কি
হ'য়েছ নিষ্ঠুর, রমণীর অভিমান
ঠেলে' চলে' যাবে ? জান না কি প্রিয়তম,

ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ ? ভালো আপনার অভিমানে
আপনি করিনু অপমান—ক্ষমা কর !

গোবিন্দমাণিক্য

প্রিয়তমে তোমাপরে টুটিলে বিশ্বাস
সেই দণ্ডে টুটিত জীবনবন্ধ। জানি
প্রিয়ে, মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের
সূর্য্য।

গুণবতী

মেঘ ক্ষণিকের। এ মেঘ কাটিয়া
যাবে, বিধির উদ্যত বজ্র ফিরে যাবে,
চিরদিবসের সূর্য্য উঠিবে আবার
চিরদিবসের প্রথা জাগায়ে জগতে,
অভয় পাইবে সর্ব্বলোক—ভুলে যাবে
দুদণ্ডের দুঃস্বপন ! সেই আজ্ঞা কর !
ব্রাহ্মণ ফিরিয়া পাক্ নিজ অধিকার,
দেবী নিজ পূজা, রাজদণ্ড ফিরে যাক্
নিজ অপ্রমত্ত মর্ত্ত্য অধিকার মাঝে।

গোবিন্দমাণিক্য

ধর্ম্মহানি ব্রাহ্মণের নহে অধিকার ;
অসহায় জীবরক্ত নহে জননীর

পূজা ; দেবতার আজ্ঞা পালন করিতে
রাজা বিপ্র সকলেরি আছে অধিকার ।

গুণবতী

ভিক্ষা—ভিক্ষা চাই । একান্ত মিনতি করি
চরণে তোমার প্রভু ! চিরাগত প্রথা
চিরপ্রবাহিত মুক্ত সমীরণসম,
নহে তা রাজার ধন,—তা'ও জোড়করে
সমস্ত প্রজার নামে ভিক্ষা মাগিতেছে
মহিষী তোমার । প্রেমের দোহাই মান'
প্রিয়তম । বিধাতাও করিবেন ক্ষমা
প্রেম-আকর্ষণবশে কর্ত্তব্যের ত্রুটি ।

গোবিন্দমাণিক্য

এই কি উচিত মহারাণী ? নীচস্বার্থ,
নিষ্ঠুর ক্ষমতাদর্প, অন্ধ অজ্ঞানতা,
চিররক্তপানে স্ফীত হিংস্র বৃদ্ধ প্রথা,
সহস্র শত্রুর সাথে একা যুদ্ধ করি ;
শ্রান্তদেহে আসি গৃহে নারীচিত্ত হ'তে
অমৃত করিতে পান ; সেথাও কি নাই
দয়া-সুধা ? গৃহমাঝে পুণ্য প্রেম বহে
তা'রো সাথে মিশিয়াছে রক্তধারা ? এত

রক্তস্রোত কোন্ দৈত্য দিয়েছে খুলিয়া,
ভক্তিতে প্রেমেতে রক্ত মাখামাখি হয়,
ক্রূর হিংসা দয়াময়ী রমণীর প্রাণে
দিয়ে যায় শোণিতের ছাপ! এ শোণিত
তবু করিব না রোধ?

গুণবতী

(মুখ ঢাকিয়া) যাও—যাও তুমি।

গোবিন্দমাণিক্য

হায় মহারাণী, কর্ত্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ!

(প্রস্থান

গুণবতী

(কাঁদিয়া উঠিয়া) ওরে অভাগিনী,
এত দিন একি ভ্রান্তি পুষেছিলি মনে?
ছিল না সংশয়মাত্র ব্যর্থ হ'বে আজ
এত অনুরোধ, এত অনুনয়, এত
অভিমান। ধিক্, কি সোহাগে পুত্রহীনা
পতিরে জানায় অভিমান? ছাই হোক্
অভিমান তোর! ছাই এ কপাল! ছাই
মহিষী-গরব! আর নহে প্রেমখেলা,

সোহাগক্রন্দন! বুঝিয়াছি আপনার
স্থান—হয় ধূলিতলে নতশির—নয়
ঊর্দ্ধফণা ভুজঙ্গিনী আপনার তেজে।

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

একদল লোকের প্রবেশ

নেপাল

কোথায় হে, তোমাদের তিনশো পাঁঠা, একশোএক মোষ? একটা টিকটিকির ছেঁড়া নেজটুকু পর্য্যন্ত দেখবার জো নাই! বাজ্‌নাবাদ্যি গেল কোথায়, সব যে হাঁ হাঁ করচে! খরচপত্র করে' পূজো দেখতে এলুম, আচ্ছা শাস্তি হয়েছে!

গণেশ

দেখ্ মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে অমন করে' বলিস্‌নে। মা পাঁঠা পায় নি, এবার জেগে উঠে তোদের একএকটাকে ধরে' ধরে' মুখে পুরবে।

হারু

কেন! গেল বছরে বাছারা সব ছিলে কোথায়? আর সেই ওবছর, যখন ব্রতসাঙ্গ করে রাণীমা পূজো দিয়েছিল, তখন কি তোদের পায়ে কাঁটা ফুটেছিল? তখন একবার দেখে যেতে পারনি? রক্তে যে গোমতী রাঙা হ'য়ে গিয়েছিল? আর অলুক্ষুণে বেটারা এসেছিস্ আর মায়ের খোরাক্ পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেল। তোদের এক-একটাকে ধরে' মার কাছে নিবেদন করে' দিলে মনের খেদ মেটে।

কানু

আর ভাই, মিছে রাগ করিস্! আমাদের কি আর বলবার মুখ আছে? তাহ'লে কি আর দাঁড়িয়ে ও কথা শুনি?

হারু

তা যা বলিস্ ভাই, অল্পেতেই আমার রাগ হয় সে সত্যি! সে দিন ওব্যক্তি শালা পর্য্যন্ত উঠেছিল, তার বেশি যদি একটা কথা বলত, কিম্বা আমার গায়ে হাত দিত, মাইরি বলচি, তা হ'লে আমি—

নেপাল

তা চল না দেখি, কার হাড়ে কত শক্তি আছে।

হারু

তা আয় না! জানিস্, এখানকার দফাদার আমার মামাতো ভাই হয়!

নেপাল

তা নিয়ে আয়—তোর মামাকে সুদ্ধ নিয়ে আয়, তোর দফাদারের দফা নিকেশ করে' দিই।

হারু

তোমরা সকলেই শুন্‌লে ?

গণেশ, কানু

আর দূর কর ভাই, ঘরে চল্! আজ আর কিছুতে গা লাগ্‌চে না। এখন তোদের তামাসা তুলে রাখ্।

হারু

এ কি তামাসা হ'ল ? আমার মামাকে নিয়ে তামাসা ? আমাদের দফাদারের আপনার বাবাকে নিয়ে—

গণেশ, কানু

আর রেখে দে! তোর আপনার বাবা নিয়ে তুই আপনি মর্!

(প্রস্থান)

রঘুপতি, নয়নরায় ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি

মা'র পরে ভক্তি নাই তব ?

নয়নরায়

হেন কথা

কার সাধ্য বলে ? ভক্তবংশে জন্ম মোর।

রঘুপতি

সাধু, সাধু ! তবে তুমি মায়ের সেবক,
আমাদেরি লোক।

নয়নরায়

প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা

আমি তাঁহাদেরি দাস।

রঘুপতি

সাধু ! ভক্তি তব

হউক্ অক্ষয় ! ভক্তি তব বাহুমাঝে
করুক্ সঞ্চার অতি দুর্জ্জয় শকতি !
ভক্তি তব তরবারী করুক্ শাণিত,
বজ্রসম দিক্ তাহে তেজ ! ভক্তি তব

হৃদয়েতে করুক্ বসতি, পদমান
সকলের উচ্চে।

নয়নরায়

ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ
ব্যর্থ হইবে না।

রঘুপতি

শুন তবে সেনাপতি
তোমার সকল বল কর একত্রিত
মা'র কাজে! নাশ কর মাতৃবিদ্রোহীরে!

নয়নরায়

যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শত্রু?

রঘুপতি

গোবিন্দমাণিক্য।

নয়নরায়

আমাদের মহারাজ?

রঘুপতি

ল'য়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ কর
তা'রে!

নয়নরায়

ধিক্ পাপপরামর্শ ! প্রভু, এ কি
পরীক্ষা আমারে ?

রঘুপতি

পরীক্ষাই বটে ! কা'র
ভৃত্য তুমি, এবার পরীক্ষা হ'বে তা'র।
ছাড় চিন্তা, ছাড় দ্বিধা, কাল নাহি আর,
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গসম—ছিন্ন হ'য়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়নরায়

নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।

রঘুপতি

সাধু !

নয়নরায়

এত আমি
নরাধম জননীর সেবকের মাঝে,

মোর পরে হেন আজ্ঞা ? আমি হ'ব
বিশ্বাসঘাতক ? আপনি দাঁড়ায়ে আছে
বিশ্বমাতা—হৃদয়ের বিশ্বাসের পরে,
সেই তাঁর অটল আসন, আপনি তা'
ভাঙিতে বলিবে দেবী আপনার মুখে
তাহা হ'লে আজ যাবে রাজা, কাল দেবী,
মনুষ্যত্ব ভেঙে পড়ে' যাবে, জীর্ণভিত্তি
অট্টালিকা সম !

জয়সিংহ

ধন্য, সেনাপতি ধন্য !

রঘুপতি

ধন্য বটে তুমি ! কিন্তু এ কি ভ্রান্তি তব !
যে রাজা বিশ্বাসঘাতী জননীর কাছে,
তা'র সাথে বিশ্বাসের বন্ধন কোথায় ?

নয়নরায়

কি হইবে মিছে তর্কে ! বুদ্ধির বিপাকে
চাহি না পড়িতে। আমি জানি এক পথ
আছে—সেই পথ বিশ্বাসের পথ ! সেই
সিধে পথ বেয়ে চিরদিন চলে' যাবে
অবোধ অধমভৃত্য এ নয়নরায় !

(প্রস্থান)

জয়সিংহ

চিন্তা কেন দেব ? এমনি বিশ্বাস-বলে
মোরাও করিব কাজ। কারে ভয় প্রভু ?
সৈন্য-বলে কোন্ কাজ ? অস্ত্র কোন্ ছার !
যার পরে রয়েছে যে ভার—বল তা'র
আছে সে কাজের। করিবই মা'র পূজা
যদি সত্য মায়ের সেবক হই মোরা !
চল প্রভু,—বাজাই মায়ের ডঙ্কা, ডেকে
আনি পুরবাসিগণে। মন্দিরের দ্বার
খুলে দিই !—ওরে আয় তোরা, আয়, আয়,
অভয়ার পূজা হবে—নির্ভয়ে আয়রে
তোরা মায়ের সন্তান ! আয় পুরবাসী !

(প্রস্থান)

পুরবাসিগণের প্রবেশ

অক্রূর

ওরে আয়রে আয় !

সকলে

জয় মা !

হারু

আয়রে মায়ের সাম্‌নে বাহু তুলে নৃত্য করি !

ভৈরোঁ—একতালা

উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে,
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক্ আঁধার করে' মাতিল দিগ্‌বসনা,
জ্বলে বহ্নিশিখা রাঙা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে!
কালো কেশ উড়িল আকাশে,
রবি সোম লুকাল তরাসে!
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে,
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।

সকলে

জয় মা!

গণেশ

আর ভয় নেই।

কানু

ওরে, সেই দক্ষিণদ'র মানুষগুলো এখন গেল কোথায়?

গণেশ

মায়ের ঐশ্বর্য্য বেটাদের সইল না। তা'রা ভেগেছে!

হারু

কেবল মায়ের ঐশ্বর্য্য নয়, আমি তাদের এম্‌নি শাসিয়ে দিয়েছি, তা'রা আর এমুখো হবে না। বুঝ্‌লে অক্রূর দা, আমার মামাতো ভাই দফাদারের নাম কর্‌বামাত্র তাদের মুখ চূণ হ'য়ে গেল।

অক্রূর

আমাদের নিতাই সেদিন তাদের খুব কড়া কড়া দুটো কথা শুনিয়ে দিয়েছিল। ওই যার ছুঁচপারা মুখ সেই বেটা তেড়ে উত্তর দিতে এসেছিল; আমাদের নিতাই বল্লে, "ওরে তোরা দক্ষিণদেশে থাকিস্, তোরা উত্তরের কি জানিস্? উত্তর দিতে এসেছিস্, উত্তরের জানিস্ কি?" শুনে আমরা হেসে কে কার গায়ে পড়ি!

গণেশ

ইদিকে ঐ ভালমানুষ কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে কথায় অাঁট্‌বার জো নেই।

হারু

নিতাই আমার পিসে হয়।

কানু

শোন একবার কথা শোন! নিতাই আবার তোর পিসে হ'ল কবে?

হারু

তোমরা আমার সকল কথাই ধর্‌তে আরম্ভ করেছ। আচ্ছা, পিসে নয় ত পিসে নয়! তা'তে তোমার সুখটা কি হ'ল? আমার হ'ল না বলে' কি তোমারি পিসে হ'ল?

রঘুপতি ও জয়সিংহের প্রবেশ

রঘুপতি

শুনলুম সৈন্য আস্‌চে। জয়সিংহ, অস্ত্র নিয়ে তুমি এইখানে দাঁড়াও। তোরা আয়, তোরা এইখানে দাঁড়া। মন্দিরের দ্বার আগ্‌লাতে হবে। আমি তোদের অস্ত্র এনে দিচ্ছি।

গণেশ

অস্ত্র কেন ঠাকুর ?

রঘুপতি

মায়ের পূজো বন্ধ করবার জন্য রাজার সৈন্য আস্‌চে।

হারু

সৈন্য আস্‌চে ? প্রভু তবে আমরা প্রণাম হই।

কানু

আমরা ক'জনা, সৈন্য এলে কি করতে পারব ?

হারু

করতে সবই পারি—কিন্তু সৈন্য এলে এখেনে জায়গা হবে কোথায় ? লড়াই ত পরের কথা, এখানে দাঁড়াব কোন্‌খানে ?

অক্রূর

তোর কথা রেখে দে। দেখ্‌চিস্‌নে, প্রভু রাগে কাঁপচেন। তা ঠাকুর অনুমতি করেন ত আমাদের দলবল সমস্ত ডেকে নিয়ে আসি।

হারু

সেই ভালো। অম্‌নি আমার মামাতো ভাইকে ডেকে আনি। কিন্তু আর একটুও বিলম্ব করা উচিত নয়।

(সকলের প্রস্থানোদ্যম)

রঘুপতি

(সরোষে) দাঁড়া তোরা !

জয়সিংহ

(করজোড়ে) যেতে দাও প্রভু—প্রাণভয়ে ভীত এরা
বুদ্ধিহীন—আগে হ'তে রয়েছে মরিয়া।
আমি আছি মায়ের সৈনিক। এক দেহে
সহস্র সৈন্যের বল। অস্ত্র থাক্ পড়ে'।
ভীরুদের যেতে দাও।

রঘুপতি

(স্বগত) সে কাল গিয়েছে।
অস্ত্র চাই—অস্ত্র চাই—শুধু ভক্তি নয়।
(প্রকাশ্যে) জয়সিংহ, তবে বলি আন, করি পূজা।

(বাহিরে বাদ্যোদ্যম)

জয়সিংহ

সৈন্য নহে প্রভু, আসিছে রাণীর পূজা।

রাণীর অনুচর ও পুরবাসিগণের প্রবেশ

সকলে

ওরে ভয় নেই—সৈন্য কোথায় ? মা'র পূজা আস্‌চে।

হারু

আমরা আছি খবর পেয়েছে, সৈন্যেরা শীঘ্র এদিকে আস্‌চে না।

কানু

ঠাকুর, রাণীমা পূজো পাঠিয়েছেন।

রঘুপতি

জয়সিংহ, শীঘ্র পূজার আয়োজন কর।

(জয়সিংহের প্রস্থান)

(পুরবাসিগণের নৃত্য-গীত)

গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য

চলে' যাও হেথা হ'তে—নিয়ে যাও বলি !
রঘুপতি, শোন নাই আদেশ আমার ?

রঘুপতি

শুনি নাই।

গোবিন্দমাণিক্য

তবে তুমি এ রাজ্যের নহ।

রঘুপতি

নহি আমি ! আমি আছি যেথা, সেথা এলে
রাজদণ্ড খসে' যায় রাজহস্ত হ'তে,
মুকুট ধূলায় পড়ে' লুটে। কে আছিস্
আন্ মা'র পূজা।

(বাদ্যোদ্যম)

গোবিন্দমাণিক্য

চুপ কর্। (অনুচরের প্রতি) কোথা আছে
সেনাপতি, ডেকে আন। হায়, রঘুপতি,
অবশেষে সৈন্য দিয়ে ঘিরিতে হইল
ধর্ম্ম ? লজ্জা হয় ডাকিতে সৈনিকদল,
বাহুবল দুর্ব্বলতা করায় স্মরণ।

রঘুপতি

অবিশ্বাসী, সত্যই কি হয়েছে ধারণা
কলিযুগে ব্রহ্মতেজ গেছে—তাই এত
দুঃসাহস ? যায় নাই। যে দীপ্ত অনল
জ্বলিছে অন্তরে, সে তোমার সিংহাসনে
নিশ্চয় লাগিবে। নতুবা এ মনানলে
ছাই করে' পুড়াইব সব শাস্ত্র, সব
ব্রহ্মগর্ব্ব, সমস্ত তেত্রিশকোটি মিথ্যা।

আজ নহে মহারাজ রাজ-অধিরাজ,
এই দিন মনে কোরো আর এক দিন।

নয়নরায় ও চাঁদপালের প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য

(নয়নের প্রতি) সৈন্য ল'য়ে থাক হেথা নিষেধ করিতে
জীববলি।

নয়নরায়

ক্ষমা কর অধম কিঙ্করে।
অক্ষম রাজার ভৃত্য দেবতা মন্দিরে।
যতদূর যেতে পারে রাজার প্রতাপ
মোরা ছায়া সঙ্গে যাই।

চাঁদপাল

থাম সেনাপতি,
দীপশিখা থাকে এক ঠাঁই, দীপালোক
যায় বহুদূরে। রাজইচ্ছা যেথা যাবে
সেথা যাব মোরা।

গোবিন্দমাণিক্য

সেনাপতি, মোর আজ্ঞা
তোমার বিচারাধীন নহে। ধর্ম্মাধর্ম্ম
লাভক্ষতি রহিল আমার, কার্য্য শুধু
তব হাতে।

নয়নরায়

এ কথা হৃদয় নাহি মানে।
মহারাজ ভৃত্য বটে, তবুও মানুষ
আমি। আছে বুদ্ধি, আছে ধর্ম্ম, আছ প্রভু,
আছেন দেবতা।

গোবিন্দমাণিক্য

তবে ফেল অস্ত্র তব।
চাঁদপাল, তুমি হ'লে সেনাপতি, দুই
পদ রহিল তোমার। সাবধানে সৈন্য
ল'য়ে মন্দির করিবে রক্ষা।

চাঁদপাল

যে আদেশ
মহারাজ।

গোবিন্দমাণিক্য

নয়ন, তোমার অস্ত্র দাও
চাঁদপালে।

নয়নরায়

চাঁদপালে? কেন মহারাজ?
এ অস্ত্র, তোমার পূর্ব্ব রাজপিতামহ
দিয়াছেন আমাদের পিতামহে। ফিরে

নিতে চাও যদি, তুমি লও। স্বর্গে আছ
তোমরা হে পিতৃপিতামহ, সাক্ষী থাক
এত দিন যে রাজবিশ্বাস পালিয়াছ
বহু যত্নে সাগ্নিকের পুণ্য অগ্নি সম,
যার ধন তারি হাতে ফিরে দিনু আজ
কলঙ্কবিহীন।

চাঁদপাল

কথা আছে ভাই।

নয়নরায়

ধিক্,
চুপ কর। মহারাজ বিদায় হলেম।

(প্রণামপূর্ব্বক প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্য

ক্ষুদ্র স্নেহ নাই রাজকাজে। দেবতার
কার্য্যভার তুচ্ছ মানবের পরে, হায়
কি কঠিন!

এমনি করিয়া ব্রহ্মশাপ
ফলে, বিশ্বাসী হৃদয় ক্রমে দূরে যায়,
ভেঙে যায় দাঁড়াবার স্থান।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ

আয়োজন
হয়েছে পূজার। প্রস্তুত রয়েছে বলি।

গোবিন্দমাণিক্য

বলি কা'র তরে?

জয়সিংহ

মহারাজ, তুমি হেথা?
তবে শোন নিবেদন—একান্ত মিনতি
যুগল চরণতলে, প্রভু, ফিরে লও
তব গর্ব্বিত আদেশ। মানব হইয়া
দাঁড়ায়ো না দেবীরে আচ্ছন্ন করি—

রঘুপতি

ধিক্
জয়সিংহ, ওঠ, ওঠ। চরণে পতিত
কা'র কাছে? আমি যার গুরু, এ সংসারে
এই পদতলে তা'র একমাত্র স্থান।
মূঢ়, ফিরে দেখ্—গুরুর চরণ ধরে'
ক্ষমা ভিক্ষা কর্। রাজার আদেশ নিয়ে
করিব দেবীর পূজা,—করাল কালিকা,

এত কি হয়েছে তোর অধঃপাত ? থাক্
পূজা, থাক্ বলি,—দেখিব রাজার দর্প
কত দিন থাকে। চলে' এস জয়সিংহ।

(উভয়ের প্রস্থান)

গোবিন্দ

এ সংসারে বিনয় কোথায় ? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তব পদতলে
তা'রাও শেখেনি হায় কত ক্ষুদ্র তা'রা।
হরণ করিয়া ল'য়ে তোমার মহিমা
আপনার দেহে বহে, এত অহঙ্কার।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি, জয়সিংহ, নক্ষত্ররায়

নক্ষত্ররায়

কি জন্য ডেকেছ গুরুদেব ?

রঘুপতি

কাল রাত্রে

স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা।

নক্ষত্ররায়

আমি হ'ব রাজা ? হা, হা ! বল কি ঠাকুর ?
রাজা হ'ব ? এ কথা নূতন শোনা গেল।

রঘুপতি

তুমি রাজা হ'বে।

নক্ষত্ররায়

বিশ্বাস না হয় মোর।

রঘুপতি

দেবীর স্বপন সত্য। রাজটীকা পাবে
তুমি, নাস্তিক সন্দেহ।

নক্ষত্ররায়

নাস্তিক সন্দেহ?
কিন্তু যদি নাই পাই?

রঘুপতি

আমার কথায়
অবিশ্বাস?

নক্ষত্ররায়

অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের, কথা যদি নাই হয়?

রঘুপতি

অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্ররায়

অন্যথা হবে না?
দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হ'য়ে মন্ত্রীটারে দেব' দূর করে',
সর্ব্বদাই দৃষ্টি তা'র রয়েছে পড়িয়া
আমা পরে, যেন সে বাপের পিতামহ।

বড় ভয় করি তা'রে—বুঝেছ ঠাকুর,
তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি

মন্ত্রিত্বের পদে
পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্ররায়

আচ্ছা, জয়সিংহ
মন্ত্রী হবে। কিন্তু হে ঠাকুর, সবি যদি
জান তুমি, বল দেখি কবে রাজা হ'ব ?

রঘুপতি

রাজরক্ত চান্ দেবী।

নক্ষত্ররায়

রাজরক্ত চান ?

রঘুপতি

রাজরক্ত আগে আন পরে রাজা হবে।

নক্ষত্ররায়

পাব কোথা ?

রঘুপতি

ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য
তাঁরি রক্ত চাই।

নক্ষত্ররায়

তাঁরি রক্ত চাই ?

রঘুপতি

স্থির

হ'য়ে থাক জয়সিংহ, হোয়ো না চঞ্চল।
—বুঝেছ কি ? শোন তবে,—গোপনে তাঁহারে
বধ করে' আনিবে সে তপ্ত রাজরক্ত
দেবীর চরণে।

জয়সিংহ, স্থির যদি
না থাকিতে পার, চলে' যাও অন্য ঠাঁই।
—বুঝেছ নক্ষত্ররায়, দেবীর আদেশ
রাজরক্ত চাই— শ্রাবণের শেষ রাত্রে ।
তোমরা রয়েছ দুই রাজভ্রাতা—জ্যেষ্ঠ
যদি অব্যাহতি পায়—তোমার শোণিত
আছে। তৃষিত হয়েছে যবে মহাকালী,
তখন সময় আর নাই বিচারের।

নক্ষত্ররায়

সর্ব্বনাশ ! হে ঠাকুর, কাজ কি রাজত্বে ?
রাজরক্ত থাক্ রাজদেহে, আমি যাহা
আছি সেই ভালো।

রঘুপতি

মুক্তি নাই, মুক্তি নাই
কিছুতেই। রাজরক্ত আনিতেই হবে।

নক্ষত্ররায়

বলে' দাও, হে ঠাকুর, কি করিতে হবে।

রঘুপতি

প্রস্তুত হইয়া থাক। যখন যা' বলি
অবিলম্বে সাধন করিবে। কার্য্যসিদ্ধি
যত দিন নাহি হয় বন্ধ রেখো মুখ।
এখন বিদায় হও।

নক্ষত্ররায়

হে মা কাত্যায়নী!

(প্রস্থান)

জয়সিংহ

এ কি কথা শুনিলাম? দয়াময়ি, এ কি
কথা? তোর আজ্ঞা? ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা?
বিশ্বের জননি, গুরুদেব, হেন আজ্ঞা
মাতৃআজ্ঞা বলে' করিলে প্রচার?

রঘুপতি

আর
কি উপায় আছে বল?

জয়সিংহ

উপায় ? কিসের
উপায় প্রভু ? হা ধিক্ ! জননি, তোমার
হস্তে খড়্গ নাই ? রোষে তব বজ্রানল
নাহি চণ্ডি ? তব ইচ্ছা উপায় খুঁজিছে,
খুঁড়িছে সুরঙ্গপথ চোরের মতন
রসাতলগামী ? এ কি পাপ !

রঘুপতি

পাপপুণ্য
তুমি কিবা জান ?

জয়সিংহ

শিখেছি তোমারি কাছে।

রঘুপতি

তবে এস বৎস, আর এক শিক্ষা দিই।
পাপপুণ্য কিছু নাই। কে বা ভ্রাতা, কে বা
আত্মপর ? কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ ?
এ জগৎ মহা হত্যাশালা, জান না কি
প্রত্যেক পলকপাতে লক্ষকোটি প্রাণী
চির আঁখি মুদিতেছে ? সে কাহার খেলা ?
হত্যায় খচিত এই ধরণীর ধূলি।

প্রতিপদে চরণে দলিত শত কীট ;
তাহারা কি জীব নহে ?   রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর জলে, নির্ম্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে,
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রাণপণে—ব্যাঘ্রের আক্রমে
মৃগসম, মুহূর্ত্ত দাঁড়াতে নাহি পারে।
মহাকালী কালস্বরূপিণী, রয়েছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি,—
বিশ্বের চৌদিক বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে, নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা হ'তে
রসের মতন, অনন্ত খর্পরে তাঁর—

জয়সিংহ

থাম, থাম, থাম !   মায়াবিনি পিশাচিনি,
মাতৃহীন এ সংসারে এসেছিস্ তুই
মা'র ছদ্মবেশ ধরে' রক্তপান লোভে।

ক্ষুধিত বিহঙ্গশিশু অরক্ষিত নীড়ে
চেয়ে থাকে মা'র প্রত্যাশায়, কাছে আসে
লুব্ধ কাক, ব্যগ্রকণ্ঠে অন্ধশাবকেরা
মা মনে করিয়া তা'রে করে ডাকাডাকি,
হারায় কোমল প্রাণ হিংস্রচঞ্চুঘাতে,
তেমনি কি তোর ব্যবসায় ? প্রেম মিথ্যা,
স্নেহ মিথ্যা, দয়া মিথ্যা, মিথ্যা আর সব,
সত্য শুধু অনাদি অনন্ত হিংসা ! তবে
কেন মেঘ হ'তে ঝরে আশীর্ব্বাদসম
বৃষ্টিধারা দগ্ধ ধরণীর বক্ষপরে,
গলে' আসে পাষাণ হইতে দয়াময়া
স্রোতস্বিনী মরুমাঝে, কোটি কণ্টকের
শিরোভাগে কেন ফুল ওঠে বিকশিয়া ?
ছলনা করেছ মোরে প্রভু ! দেখিতেছ
মাতৃভক্তি রক্তসম হৃদয় টুটিয়া
ফেটে পড়ে কি না। আমারি হৃদয় বলি
দিলে মাতৃপদে। ওই দেখ হাসিতেছে
মা আমার স্নেহপরিহাসবশে। বটে,
তুই রাক্ষসী পাষাণী বটে, মা আমার
রক্ত পিয়াসিনী ! নিবি মা আমার রক্ত—
ঘুচাবি সন্তানজন্ম এ জন্মের তরে,
দিব ছুরি বুকে ? এই শিরা-ছেঁড়া রক্ত

বড় কি লাগিবে ভালো ? ওরে মা আমার
রাক্ষসী পাষাণী বটে ! ডাকিছ কি মোরে
গুরুদেব ? ছলনা বুঝেছি আমি তব,
ভক্তহিয়াবিদারিত এই রক্ত চাও।
দিয়াছিলে এই যে বেদনা, তা'রি পরে
জননীর স্নেহ-হস্ত পড়িয়াছে। দুঃখ
চেয়ে সুখ শতগুণ। কিন্তু রাজরক্ত ?
ছি ছি ভক্তিপিপাসিতা মাতা তাঁরে বল
রক্তপিপাসিনী ?

রঘুপতি

বন্ধ হোক্ বলিদান
তবে।

জয়সিংহ

হোক্ বন্ধ। না, না, গুরুদেব, তুমি
জান ভালোমন্দ ! সরল ভক্তির বিধি
শাস্ত্রবিধি নহে। আপন আলোকে আঁখি
দেখিতে না পায়, আলোক আকাশ হ'তে
আসে। প্রভু, ক্ষমা কর—ক্ষমা কর দাসে,
ক্ষমা কর স্পর্দ্ধা মূঢ়তার। ক্ষমা কর
নিতান্ত বেদনাবশে উদ্‌ভ্রান্ত প্রলাপ।
বল প্রভু, সত্যই কি রাজরক্ত চান্
মহাদেবী ?

রঘুপতি

হায় বৎস, হায়, অবশেষে
অবিশ্বাস মোর প্রতি ?

জয়সিংহ

অবিশ্বাস ? কভু
নহে। তোমারে ছাড়িলে বিশ্বাস আমার
দাঁড়াবে কোথায় ? বাসুকির শিরশ্চ্যুত
বসুধার মত, শূন্য হ'তে শূন্যে পাবে
লোপ। রাজরক্ত চায় তবে মহামায়া,
সে রক্ত আনিব আমি। দিব না ঘটিতে
ভ্রাতৃহত্যা।

রঘুপতি

দেবতার আজ্ঞা পাপ নহে।

জয়সিংহ

পুণ্য তবে, আমিই সে করিব অর্জ্জন।

রঘুপতি

সত্য করে' বলি বৎস তবে। তোরে আমি
ভালবাসি প্রাণের অধিক—পালিয়াছি
শিশুকাল হ'তে তোরে মায়ের অধিক
স্নেহে, তোরে আমি নারিব হারাতে।

জয়সিংহ

মোর

স্নেহে ঘটিতে দিব না পাপ, অভিশাপ
আনিব না এ স্নেহের পরে।

রঘুপতি

ভালো ভালো

সে কথা হইবে পরে—কল্য হবে স্থির।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির

অপর্ণা

(গান)

ওগো পুরবাসী
আমি দ্বারে দাঁড়ায়ে আছি উপবাসী।

জয়সিংহ, কোথা জয়সিংহ ? কেহ নাই
এ মন্দিরে। তুমি কে দাঁড়ায়ে আছ হোথা
অচল মূরতি—কোনো কথা না বলিয়া
হরিতেছ জগতের সারধন যত।

আমরা যাহার লাগি কাতর কাঙাল
ফিরে মরি পথে পথে সে আপনি এসে
তব পদতলে করে আত্মসমর্পণ।
তাহে তোর কোন্ প্রয়োজন ? কেন তা'রে
কৃপণের ধন সম রেখে দিস্ পুঁতে
মন্দিরের তলে—দরিদ্র এ সংসারের
সর্ব্ব ব্যবহার হ'তে করিয়া গোপন ?
জয়সিংহ, এ পাষাণী কোন্ সুখ দেয়,
কোন কথা বলে তোমা কাছে, কোন্ চিন্তা
করে তোমা তরে,—প্রাণের গোপন পাত্রে
কোন্ সান্ত্বনার সুধা চির রাত্রি দিন
রেখে দেয় করিয়া সঞ্চিত ? ওরে চিত্ত
উপবাসী, কার রুদ্ধ দ্বারে আছ বসে' ?

গান

ওগো পুরবাসী
আমি দ্বারে দাড়ায়ে আছি উপবাসী।
হেরিতেছি সুখমেলা, ঘরে ঘরে কত খেলা,
শুনিতেছি সারাবেলা সুমধুর বাঁশি।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি

কে রে তুই এ মন্দিরে ?

অপর্ণা

আমি ভিখারিণী।

জয়সিংহ কোথা ?

রঘুপতি

দূর হ এখান হ'তে

মায়াবিনী। জয়সিংহে চাহিস্ কাড়িতে

দেবীর নিকট হ'তে ওরে উপদেবী ?

অপর্ণা

আমা হ'তে দেবীর কি ভয় ? আমি ভয়

করি তা'রে, পাছে মোর সব করে গ্রাস্।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

চাহি না অনেক ধন রব না অধিকক্ষণ,

যেথা হ'তে আসিয়াছি সেথা যাব ভাসি।

তোমরা আনন্দে র'বে নব নব উৎসবে

কিছু ম্লান নাহি হবে গৃহভরা হাসি।

তৃতীয় দৃশ্য

মন্দিরের সম্মুখ পথ

জয়সিংহ

দূর হোক চিন্তাজাল। দ্বিধা দূর হোক্‌!
চিন্তার নরক চেয়ে কার্য্য ভালো, যত
ক্রূর, যতই কঠোর হোক্‌। কার্য্যের ত
শেষ আছে, চিন্তার সীমানা নাই কোথা ;—
ধরে সে সহস্র মূর্ত্তি পলকে পলকে
বাষ্পের মতন,—চারিদিকে যতই সে
পথ খুঁজে মরে, পথ তত লুপ্ত হ'য়ে
যায়। এক ভালো অনেকের চেয়ে। তুমি
সত্য, গুরুদেব, তোমারি আদেশ সত্য—
সত্যপথ তোমারি ইঙ্গিতমুখে। হত্যা
পাপ নহে, ভ্রাতৃহত্যা পাপ নহে, নহে
পাপ রাজহত্যা।—সেই সত্য, সেই সত্য।
পাপ পুণ্য নাই, সেই সত্য। থাক্‌ চিন্তা,
থাক্‌ আত্মদাহ, থাক্‌ বিচার বিবেক।
কোথা যাও ভাইসব, মেলা আছে বুঝি
নিশিপুরে ?—কুকী রমণীর নৃত্য হবে ?
আমিও যেতেছি।—এ ধরায় কত সুখ
আছে—নিশ্চিন্ত আনন্দসুখে নৃত্য করে

নারীদল,—মধুর অঙ্গের রঙ্গভঙ্গ
উচ্ছ্বসিয়া উঠে চারিদিকে, তটপ্লাবী
তরঙ্গিণীসম। নিশ্চিন্ত আনন্দে সবে
ধায় চারিদিক হ'তে—উঠে গীত গান,
বহে হাস্য পরিহাস, ধরণীর শোভা
উজ্জ্বল মূরতি ধরে।— আমিও চলিনু।

(গান)

আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে।
আমার এই মন গলিয়ে কাজ ভুলিয়ে সঙ্গে তোদের নিয়ে যা'রে।

দূরে অপর্ণার প্রবেশ

ওকিও অপর্ণা, দূরে দাঁড়াইয়া কেন?
শুনিতেছ অবাক্ হইয়া, জয়সিংহ
গান গাহে? সব মিথ্যা বৃহৎ বঞ্চনা,
তাই হাসিতেছি—তাই গাহিতেছি গান।
ওই দেখ পথ দিয়ে তাই চলিতেছে
লোক নির্ভাবনা, তাই ছোট কথা নিয়ে
এতই কৌতুক হাসি, এত কুতূহল,
তাই এত যত্নভরে সেজেছে যুবতী।
সত্য যদি হ'ত, তবে হ'ত কি এমন?
সহজে আনন্দ এত বহিত কি হেথা?
তাহা হ'লে বেদনায় বিদীর্ণ ধরায়

বিশ্বব্যাপী ব্যাকুল ক্রন্দন থেমে গিয়ে
মূক হ'য়ে রহিত অনন্তকাল ধরি।
বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়
ফেটে গিয়ে সঙ্গীত নীরব হ'ত তা'র।
মিথ্যা বলে' তাই এত হাসি ; শ্মশানের
কোলে বসে' খেলা, বেদনার পাশে শুয়ে
গান, হিংসা ব্যাঘ্রিণীর খর নখতলে
চলিতেছে প্রতিদিবসের কর্ম্মকাজ।
সত্য হ'লে এমন কি হ'ত ? হা অপর্ণা,
তুমি আমি কিছু সত্য নই—তাই জেনে
সুখী হও,—বিষণ্ণ বিস্ময়ে মুগ্ধ আঁখি
তুলে কেন রয়েছিস্ চেয়ে। আয় সখি,
চিরদিন চলে' যাই দুই জনে মিলে
সংসারের পর দিয়ে—শূন্য নভস্তলে
দুই লঘু মেঘখণ্ড সম।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি

জয়সিংহ !

জয়সিংহ

তোমারে চিনিনে আমি। আমি চলিয়াছি
আমার অদৃষ্টভরে ভেসে নিজ পথে,

পথের সহস্র লোক যেমন চলেছে,
তুমি কে বলিছ মোরে দাঁড়াইতে ? তুমি
চলে' যাও—আমি চলে' যাই।

রঘুপতি

জয়সিংহ !

জয়সিংহ

ওই ত সম্মুখে পথ চলেছে সরল—
চলে' যাব ভিক্ষাপাত্র হাতে, সঙ্গে ল'য়ে
ভিখারিণী সখী মোর।—কে বলিল এই
সংসারের রাজপথ দুরূহ জটিল ?
যেমন করেই যাই, দিবা-অবসানে
পঁহুছিব জীবনের অন্তিম পলকে ;
আচার বিচার তর্ক-বিতর্কের জাল
কোথা মিশে যাবে। ক্ষুদ্র এই পরিশ্রান্ত
নরজন্ম সমর্পিব ধরণীর কোলে ;
দু'চারি দিনের এই সমষ্টি আমার,
দু'চারিটা ভুল-ভ্রান্তি ভয় দুঃখ-সুখ
ক্ষীণ হৃদয়ের আশা, দুর্ব্বলতাবশে
ভ্রষ্ট ভগ্ন এ জীবনভার, ফিরে দিয়ে
অনন্তকালের হাতে গভীর বিশ্রাম।
এইত সংসার ? কি কাজ শাস্ত্রের বিধি,
কি কাজ গুরুতে ?

—প্রভু, পিতা, গুরুদেব,
কি বলিতেছিনু ? স্বপ্নে ছিনু এতক্ষণ।
এই সে মন্দির—ওই সেই মহাবট
দাঁড়ায়ে রয়েছে, অটল কঠিন দৃঢ়
নিষ্ঠুর সত্যের মত। কি আদেশ, দেব ?
ভুলি নাই কি করিতে হবে। এই দেখ,
(ছুরি দেখাইয়া)
তোমার আদেশ স্মৃতি অন্তরে বাহিরে
হতেছে শাণিত। আরো কি আদেশ আছে
প্রভু ?

রঘুপতি

দূর ক'রে দাও ওই বালিকারে
মন্দির হইতে। মায়াবিনী, জানি আমি
তোদের কুহক। দূর করে' দাও ওরে।

জয়সিংহ

দূর করে' দিব ? দরিদ্র, আমারি মত
মন্দির-আশ্রিত, আমারি মতন হায়
সঙ্গীহীন, অকণ্টক পুষ্পের মতন
নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, শুভ্র, সুন্দর, সরল,
সুকোমল, বেদনাকাতর, দূর করে'
দিতে হবে ওরে ? তাই দিব গুরুদেব।

চলে' যা' অপর্ণা ! দয়ামায়া স্নেহ প্রেম
সব মিছে,—মরে যা' অপর্ণা ! সংসারের
বাহিরেতে কিছুই না থাকে যদি, আছে
তবু দয়াময় মৃত্যু। চলে' যা' অপর্ণা !

অপর্ণা

তুমি চলে' এস জয়সিংহ এ মন্দির
ছেড়ে, দুইজনে চলে' যাই।

জয়সিংহ

দুইজনে
চলে' যাই ? এ ত স্বপ্ন নয়। একবার
স্বপ্নে মনে করেছিনু স্বপ্ন এ জগৎ।
তাই হেসেছিনু সুখে, গান গেয়েছিনু।
কিন্তু সত্য এ যে। বোলো না সুখের কথা
আর—দেখায়ো না স্বাধীনতা-প্রলোভন—
বন্দী আমি সত্য-কারাগারে।

রঘুপতি

জয়সিংহ,
কাল নাই মিষ্ট আলাপের। দূর করে'
দাও ওই বালিকারে।

জয়সিংহ

চলে' যা' অপর্ণা।

অপর্ণা

কেন যাব ?

জয়সিংহ

এই নারী-অভিমান তোর ?

অপর্ণা

অভিমান কিছু নাই আর। জয়সিংহ,
তোমার বেদনা, আমার সকল ব্যথা
সব গর্ব্ব চেয়ে বেশি। কিছু মোর নাই
অভিমান।

জয়সিংহ

তবে আমি যাই। মুখ তোর
দেখিব না, যতক্ষণ রহিবি হেথায়।
চলে' যা' অপর্ণা।

অপর্ণা

নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ, ধিক্
থাক্ ব্রাহ্মণত্বে তব। আমি ক্ষুদ্র নারী
অভিশাপ দিয়ে গেনু তোরে, এ বন্ধনে
জয়সিংহে পারিবি না বাঁধিয়া রাখিতে।

(প্রস্থান)

রঘুপতি

বৎস, তোল মুখ, কথা কও একবার।
প্রাণপ্রিয় প্রাণাধিক, আমার কি প্রাণে
অগাধ সমুদ্রসম স্নেহ নাই ? আরো
চাস্ ? আমি আজন্মের বন্ধু, দুদণ্ডের
মায়াপাশ ছিন্ন হ'য়ে যায় যদি, তাহে
এত ক্লেশ ?

জয়সিংহ

থাক্ প্রভু, বোলো না স্নেহের
কথা আর। কর্ত্তব্য রহিল শুধু মনে।
স্নেহপ্রেম তরুলতাপত্রপুষ্পসম
ধরণীর উপরেতে শুধু, আসে যায়
শুকায় মিলায় নব নব স্বপ্নবৎ।
নিম্নে থাকে শুষ্ক রূঢ় পাষাণের স্তূপ
রাত্রিদিন, অনন্ত হৃদয়ভারসম।

(প্রস্থান)

রঘুপতি

জয়সিংহ, কিছুতে পাইনে তোর মন,
এত যে সাধনা করি নানা ছলে বলে।

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

জনতা

গণেশ

এবারে মেলায় তেমন লোক হ'ল না।

অক্রূর

এবারে আর লোক হবে কিরে? এ ত আর হিঁদুর রাজত্ব রইল না। এ যেন নবাবের রাজত্ব হ'য়ে উঠল। ঠাক্‌রুণের বলিই বন্ধ হ'য়ে গেল, ত মেলায় লোক আস্‌বে কি!

কানু

ভাই, রাজার ত এ বুদ্ধি ছিল না, বোধ হয় কিসে তাঁকে পেয়েছে।

অক্রূর

যদি পেয়ে থাকে ত কোনো মুসলমানের ভূতে পেয়েছে, নইলে বলি উঠিয়ে দেবে কেন?

গণেশ

কিন্তু যাই বল, এ রাজ্যের মঙ্গল হবে না।

কানু

পুরুত ঠাকুর ত স্বয়ং বলে' দিয়েছেন তিন মাসের মধ্যে মড়কে দেশ উচ্ছন্ন যাবে।

হারু

তিন মাস কেন, যে রকম দেখচি তা'তে তিন দিনের ভর সইবে না। এই দেখ না কেন, আমাদের মোধো এই আড়াই বছর ধরে' ব্যাম' ভুগে ভুগে বরাবরই ত বেঁচে এসেছে, ঐ যেমন বলি বন্ধ হ'ল অম্‌নি মারা গেল।

অক্রূর

না রে, সে ত আজ তিন মাস হ'ল মরেছে।

হারু

না হয় তিন মাসই হ'ল কিন্তু এই বছরেই ত মরেচে বটে।

ক্ষান্তমণি

ওগো, তা কেন, আমার ভাসুরপো, সে যে মরবে কে জান্‌ত ? তিন দিনের জ্বর। ঐ যেমনি কবিরাজের বড়িটি খাওয়া অম্‌নি চোখ উল্‌টে গেল।

গণেশ

সে দিন মথুরহাটির গঞ্জে আগুন লাগ্‌ল, একখানি চালা বাকি রইল না।

চিন্তামণি

অত কথায় কাজ কি, দেখ না কেন, এ বছর ধান যেমন শস্তা হয়েছে এমন আর কোনো বছরে হয়নি। এ বছর চাষার কপালে কি আছে কে জানে।

হারু

ঐ রে রাজা আসচে! সকালবেলাতেই আমাদের এমন রাজার মুখ দেখলুম, দিন কেমন যাবে কে জানে। চল এখান থেকে সরে' পড়ি।

(সকলের প্রস্থান)

চাঁদপাল ও গোবিন্দমাণিক্যের প্রবেশ

চাঁদপাল

মহারাজ, সাবধানে থেকো। চারিদিকে
চক্ষুকর্ণ পেতে আছি, রাজ-ইষ্টানিষ্ট
কিছু না এড়ায় মোর কাছে। মহারাজ,
তব প্রাণ-হত্যা তরে গুপ্ত আলোচনা
স্বকর্ণে শুনেছি।

গোবিন্দমাণিক্য

প্রাণহত্যা? কে করিবে?

চাঁদপাল

বলিতে সঙ্কোচ মানি। ভয় হয় পাছে
সত্যকার ছুরি চেয়ে নিষ্ঠুর সংবাদ
অধিক আঘাত করে রাজার হৃদয়ে।

গোবিন্দমাণিক্য

অসঙ্কোচে বলে' যাও। রাজার হৃদয়

সতত প্রস্তুত থাকে আঘাত সহিতে।
কে করেছে হেন পরামর্শ ?

চাঁদপাল

যুবরাজ
নক্ষত্ররায়।

গোবিন্দমাণিক্য

নক্ষত্র ?

চাঁদপাল

স্বকর্ণে শুনেছি
মহারাজ, রঘুপতি যুবরাজে মিলে
গোপনে মন্দিরে বসে' স্থির হ'য়ে গেছে
সব কথা।

গোবিন্দমাণিক্য

দুই দণ্ডে স্থির হ'য়ে গেল
আজন্মের বন্ধন টুটিতে ? হায় বিধি !

চাঁদপাল

দেবতার কাছে তব রক্ত এনে দেবে—

গোবিন্দমাণিক্য

দেবতার কাছে ? তবে আর নক্ষত্রের
নাই দোষ। জানিয়াছি, দেবতার নামে

মনুষ্যত্ব হারায় মানুষ। ভয় নাই
যাও তুমি কাজে। সাবধানে র'ব আমি।

(চাঁদপালের প্রস্থান)

রক্ত নহে, ফুল আনিয়াছি, মহাদেবী,
ভক্তি শুধু, হিংসা নহে, বিভীষিকা নহে।
এ জগতে দুর্ব্বলেরা বড় অসহায়
মা জননি, বাহুবল বড়ই নিষ্ঠুর,
স্বার্থ বড় ক্রূর, লোভ বড় নিদারুণ,
অজ্ঞান একান্ত অন্ধ, গর্ব্ব চলে' যায়
অকাতরে ক্ষুদ্রেরে দলিয়া পদতলে।
হেথা স্নেহ প্রেম অতি ক্ষীণবৃন্তে থাকে
পলকে খসিয়া পড়ে স্বার্থের পরশে।
তুমিও জননী যদি খড়্গ উঠাইলে,
মেলিলে রসনা, তবে সব অন্ধকার।
ভাই তাই ভাই নহে আর, পতি প্রতি
সতী বাম, বন্ধু শত্রু, শোণিতে পঙ্কিল
মানবের বাসগৃহ, হিংসা পুণ্য, দয়া
নির্ব্বাসিত। আর নহে, আর নহে, ছাড়
ছদ্মবেশ। এখনো কি হয়নি সময়?
এখনো কি রহিবে প্রলয় রূপ তব?
এই যে উঠিছে খড়্গ চারিদিক হ'তে
মোর শির লক্ষ্য করি, মাতঃ একি তোরি

চারিভুজ হ'তে ? তাই হবে ! তবে তাই
হোক্ ! বুঝি মোর রক্তপাতে হিংসানল
নিবে যাবে। ধরণীর সহিবে না এত
হিংসা। রাজহত্যা ! ভাই দিয়ে ভ্রাতৃহত্যা !
সমস্ত প্রজার বুকে লাগিবে বেদনা,
সমস্ত ভা'য়ের প্রাণ উঠিবে কাঁদিয়া।
মোর রক্তে হিংসার ঘুচিবে মাতৃবেশ
প্রকাশিবে রাক্ষসী আকার। এই যদি
দয়ার বিধান তোর, তবে তাই হোক্।

জয়সিংহের প্রবেশ

জয়সিংহ

বল্ চণ্ডি, সত্যই কি রাজরক্ত চাই ?
এই বেলা বল্—বল্ নিজ মুখে, বল্
মানব ভাষায়, বল্ শীঘ্র, সত্যই কি
রাজরক্ত চাই ?

(নেপথ্যে)

চাই !

জয়সিংহ

তবে মহারাজ,
নাম লহ ইষ্ট দেবতার, কাল তব
নিকটে এসেছে।

গোবিন্দমাণিক্য

কি হয়েছে জয়সিংহ ?

জয়সিংহ

শুনিলে না নিজ কর্ণে ? দেবীরে শুধানু,
সত্যই কি রাজরক্ত চাই—দেবী নিজে
কহিলেন—চাই।

গোবিন্দমাণিক্য

দেবী নহে জয়সিংহ,
কহিলেন রঘুপতি অন্তরাল হ'তে,
পরিচিত স্বর।

জয়সিংহ

কহিলেন রঘুপতি ?
অন্তরাল হ'তে ? নহে নহে, আর নহে।
কেবলি সংশয় হ'তে সংশয়ের মাঝে
নামিতে পারিনে আর। যখনি কূলের
কাছে আসি—কে মোরে ঠেলিয়া ফেলে দেয়
অতলের মাঝে ? সে যে অবিশ্বাস দৈত্য।
আর নহে, গুরু হোক্, কিম্বা দেবী হোক্
একই কথা। (ছুরিকা উন্মোচন)

ফুল নে মা ! নে মা ফুল নে মা।
পায়ে ধরি, শুধু ফুল নিয়ে হোক্ তোর

পরিতোষ। আর রক্ত না মা, আর রক্ত
নয়। এও যে রক্তের মত রাঙা, দুটি
জবাফুল। পৃথিবীর মাতৃবক্ষ ফেটে
উঠিয়াছে ফুটে, সন্তানের রক্তপাতে
ব্যথিত ধরার স্নেহবেদনার মত।
নিতে হবে, এই নিতে হবে। আমি
নাহি ডরি তোর্ রোষ, রক্ত নাহি দিব।
রাঙা তোর আঁখি, তোল তোর খড্গ, আন্
তোর শ্মশানের দল, আমি নাহি ডরি।

(জয়সিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান)

এ কি হ'ল হায়? দেবী গুরু যাহা ছিল
এক দণ্ডে বিসর্জ্জন দিনু—বিশ্ব মাঝে
কিছু রহিল না আর।

রঘুপতির প্রবেশ

রঘুপতি

সকল শুনেছি
আমি। সব পণ্ড হল? কি করিলি, ওরে
অকৃতজ্ঞ?

জয়সিংহ

দণ্ড দাও প্রভু।

রঘুপতি

সব ভেঙে
দিলি ? ব্রহ্মশাপ ফিরাইলি অর্দ্ধপথ
হ'তে ? লঙ্ঘিলি গুরুর বাক্য ? ব্যর্থ করে'
দিলি দেবার আদেশ ? আপন বুদ্ধিরে
করিলি সকল হ'তে বড় ? আজন্মের
স্নেহঋণ শুধিলি এমনি করে' ?

জয়সিংহ

দণ্ড
দাও পিতা।

রঘুপতি

কোন্ দণ্ড দিব ?

জয়সিংহ

প্রাণদণ্ড।

রঘুপতি

নহে। তার চেয়ে গুরুদণ্ড চাই। স্পর্শ
কর দেবীর চরণ।

জয়সিংহ

করিনু পরশ।

রঘুপতি

বল্ তবে আমি এনে দিব রাজরক্ত
শ্রাবণের শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

জয়সিংহ

আমি এনে দিব রাজরক্ত, শ্রাবণের
শেষ রাত্রে দেবীর চরণে।

রঘুপতি

চলে' যাও।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির

জনতা—রঘুপতি—জয়সিংহ

রঘুপতি

তোরা এখানে সব কি করতে এলি ?

সকলে

আমরা ঠাকরুণ দর্শন কর্ত্তে এসেছি।

রঘুপতি

বটে ? দর্শন করতে এসেছ ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকরুণ কোথায় ? ঠাকরুণ এ রাজ্য ছেড়ে চলে' গেছেন। তোরা ঠাকরুণকে রাখ্‌তে পারলি কৈ ? তিনি চলে' গেছেন।

সকলে

কি সর্ব্বনাশ। সে কি কথা ঠাকুর ? আমরা কি অপরাধ করেছি ?

নিস্তারিণী

আমার বোনপোর ব্যাম' ছিল বলেই যা আমি ক'দিন পূজো দিতে আস্‌তে পারিনি।

গোবর্দ্ধন

আমার পাঁঠা দুটো ঠাকরুণকেই দেব' বলে' অনেক দিন থেকে মনে করে' রেখেছিলুম্, এরি মধ্যে রাজা বলি বন্ধ করে' দিলে ত আমি কি করব ?

হারু

এই আমাদের গন্ধমাদন যা মানত করেছিল তা মা'কে দেয় নি বটে কিন্তু মাও ত তেম্‌নি তা'কে শাস্তি দিয়েছেন। তা'র পিলে বেড়ে ঢাক্ হ'য়ে উঠেছে—আজ ছ'টি মাস বিছানায় পড়ে'। তা' বেশ হয়েছে, আমাদেরি যেন সে মহাজন তাই বলে' কি মা'কে ফাঁকি দিতে পারবে ?

অক্রূর

চুপ কর্ তোরা। মিছে গোল করিস্‌নে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে' গেলেন, আমাদের কি অপরাধ হয়েছিল ?

রঘুপতি

মা'র জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিসনে এই ত তোদের ভক্তি ?

অনেকে

রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কি কর্‌ব ?

রঘুপতি

রাজা কে ? মা'র সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে ? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্‌, দেখি তোদের রাজা কি করে' রক্ষে করে।

(সকলে সভয়ে গুন্‌গুন্‌ স্বরে কথা)

অক্রূর

চুপ কর ! সন্তান যদি অপরাধ করে' থাকে মা তা'কে দণ্ড দিক্‌, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে' যাবে এ কি মা'র মত কাজ ? বলে' দাও, কি করলে মা ফির্‌বে।

রঘুপতি

তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

(নিস্তব্ধভাবে পরস্পরের মুখাবলোকন)

রঘুপতি

তবে তোরা দেখ্‌বি ? এইখেনে আয় ! অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে' ঠাক্‌রুণকে দেখতে এসেছিস, তবে একবার চেয়ে দেখ্‌।

(মন্দিরের দ্বারউদ্ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান)

সকলে

ও কি ? মা'র মুখ কোন্ দিকে ?

অক্রূর

ওরে, মা বিমুখ হয়েচেন।

সকলে

ওমা, ফিরে দাঁড়া মা ! ফিরে দাঁড়া মা ! ফিরে দাঁড়া মা ! একবার ফিরে দাঁড়া ! মা কোথায় ? মা কোথায় ? আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা ! আমরা তোকে ছাড়ব না ! চাইনে আমাদের রাজা ! যাক্ রাজা ! মরুক রাজা !

জয়সিংহ

(রঘুপতির নিকটে আসিয়া) প্রভু, আমি কি একটি কথাও ক'ব না ?

রঘুপতি

না।

জয়সিংহ

সন্দেহের কি কোনো কারণ নেই ?

রঘুপতি

না।

জয়সিংহ

সমস্তই কি বিশ্বাস করিব ?

রঘুপতি

হাঁ।

অপর্ণা

(পার্শ্বে আসিয়া) জয়সিংহ, এস জয়সিংহ, শীঘ্র এস
এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ

বিদীর্ণ হইল বক্ষ।

(রঘুপতি, অপর্ণা, জয়সিংহের প্রস্থান)

রাজার প্রবেশ

প্রজাগণ

রক্ষা কর মহারাজ, আমাদের রক্ষা
কর—মা'কে ফিরে দাও !

গোবিন্দমাণিক্য

বৎসগণ, কর
অবধান, সেই মোর প্রাণপণ সাধ,
জননীরে ফিরে এনে দেব'।

প্রজাগণ

জয় হোক্

মহারাজ, জয় হোক্ তব !

গোবিন্দমাণিক্য

একবার

শুধাই তোদের, তোরা কি মায়ের গর্ভে
নিস্‌নি জনম ? মাতৃগণ, তোমরা ত
অনুভব করিয়াছ কোমল হৃদয়ে
মাতৃস্নেহসুধা ; বল দেখি মা কি নেই ?
মাতৃস্নেহ সব হ'তে পবিত্র প্রাচীন ;
সৃষ্টির প্রথম দণ্ডে মাতৃস্নেহ শুধু
একেলা জাগিয়া বসেছিল, নতনেত্রে
তরুণ বিশ্বেরে কোলে ল'য়ে। আজিও সে
পুরাতন মাতৃস্নেহ রয়েছে বসিয়া
ধৈর্য্যের প্রতিমা হ'য়ে। সহিয়াছে কত
উপদ্রব, কত শোক, কত ব্যথা, কত
অনাদর,—চোখের সম্মুখে ভায়ে ভায়ে
কত রক্তপাত, কত নিষ্ঠুরতা, কত
অবিশ্বাস—বাক্যহীন বেদনা বহিয়া
তবু সে জননী আছে বসে', দুর্ব্বলের
তরে কোল পাতি, একান্ত যে নিরুপায়

তারি তরে সমস্ত হৃদয় দিয়ে। আজ
কি এমন অপরাধ করিয়াছি মোরা
যার লাগি সে অসীম স্নেহ চলে' গেল
চিরমাতৃহীন করে' অনাথ সংসার ?
বৎসগণ, মাতৃগণ, বল, খুলে বল
কি এমনি করিয়াছি অপরাধ ?

কেহ কেহ

মা'র
বলি নিষেধ করেছ, বন্ধ মা'র পূজা।

গোবিন্দমাণিক্য

নিষেধ করেছি বলি, সেই অভিমানে
বিমুখ হয়েছে মাতা, আসিছে মড়ক,
উপবাস, অনাবৃষ্টি, অগ্নি রক্তপাত ;
মা মোদের এমনি মা বটে ! দণ্ডে দণ্ডে
ক্ষীণ শিশুটিরে স্তন্য দিয়ে বাঁচাইয়ে
তোলে মাতা, সে কি তা'র রক্তপান লোভে ?
হেন মাতৃঅপমান মনে স্থান দিলি
যবে, আজন্মের মাতৃস্নেহস্মৃতিমাঝে
ব্যথা বাজিল না ? মনে পড়িল না মা'র
মুখ ?—রক্ত চাই, রক্ত চাই, গরজন
করিছে জননী, অবোলা দুর্বল জীব

প্রাণভয়ে কাঁপে থরথর,—নৃত্য করে
দয়াহীন নরনারী রক্তমত্ততায়,
এই কি মায়ের পরিবার? পুত্রগণ,
এই কি মায়ের স্নেহছবি?

প্রজাগণ

মূর্খ মোরা
বুঝিতে পারিনে।

গোবিন্দমাণিক্য

বুঝিতে পার না? শিশু
দুদিনের, কিছু যে বোঝে না আর, সেও
তা'র জননীরে বোঝে। সেও বোঝে ভয়
পেলে নির্ভয় মায়ের কাছে, সেও বোঝে
ক্ষুধা পেলে দুগ্ধ আছে মাতৃস্তনে, সেও
ব্যথা পেলে কাঁদে মা'র মুখ চেয়ে।—তোরা
এমনি কি ভুলে ভ্রান্ত হ'লি, মা'কে গেলি
ভুলে? বুঝিতে পার না মাতা দয়াময়ী?
বুঝিতে পার না জীবজননীর পূজা
জীবরক্ত দিয়ে নহে, ভালবাসা দিয়ে?
বুঝিতে পার না—ভয় যেথা মা সেখানে
নয়, হিংসা যেথা মা সেখানে নাই, রক্ত
যেথা মা'র সেথা অশ্রুজল? ওরে বৎস,

কি করিয়া দেখাব তোদের, কি বেদনা
দেখেছি মায়ের মুখে, কি কাতর দয়া,
কি ভর্ৎসনা অভিমানভরা ছলছল
নেত্রে তাঁর ! দেখাইতে পারিতাম যদি,
সেই দণ্ডে চিনিতিস্ আপনার মা'কে।
দয়া এল দীনবেশে মন্দিরের দ্বারে,
অশ্রুজলে মুছে দিতে কলঙ্কের দাগ
মা'র সিংহাসন হ'তে, সেই অপরাধে
মাতা চলে' গেল রোষভরে, এই তোরা
করিলি বিচার ?

প্রজাপণ

আপনি চাহিয়া দেখ,
বিমুখ হয়েছে মাতা সন্তানের পরে।

অপর্ণা

(মন্দির-দ্বারে উঠিয়া)

বিমুখ হয়েছে মাতা ? আয় ত মা, দেখি,
আয় ত সমুখে একবার। (প্রতিমা ফিরাইয়া)
এই দেখ
মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে

ফিরেছে জননী।
জয় হোক্ জয় হোক্ !

ভৈরবী—একতালা

থাক্‌তে আর ত পারলি নে মা, পার্‌লি কৈ ?
কোলের সন্তানেরে ছাড়্‌লি কৈ ?
দোষী আছি অনেক দোষে, ছিলি বসে' ক্ষণিক রোষে,
মুখ ত ফিরালি শেষে, অভয় চরণ কাড়লি কৈ ?

(সকলের প্রস্থান)

জয়সিংহ ও রঘুপতির প্রবেশ

জয়সিংহ

সত্য বল, প্রভু, তোমারি এ কাজ।

রঘুপতি

সত্য

কেন না বলিব ? আমি কি ডরাই সত্য
বলিবারে ? আমারি এ কাজ। প্রতিমার
মুখ ফিরায়ে দিয়াছি আমি। কি বলিতে
চাও, বল ! হয়েছ গুরুর গুরু তুমি,
কি ভর্ৎসনা করিবে আমারে ? দিবে কোন্‌
উপদেশ ?

জয়সিংহ

বলিবার কিছু নাই মোর।

রঘুপতি

কিছু নাই? কোনো প্রশ্ন নাই মোর কাছে?
সন্দেহ জন্মিলে মনে মীমাংসার তরে
চাহিবে না গুরু-উপদেশ? এতদূরে
গেছ? মনে এতই কি ঘটেছে বিচ্ছেদ?
মূঢ়, শোন! সত্যই ত বিমুখ হয়েছে
দেবী, কিন্তু তাই বলে' প্রতিমার মুখ
নাহি ফিরে। মন্দিরে যে রক্তপাত করি
দেবী তাহা করে পান, প্রতিমার মুখে
সে রক্ত উঠে না। দেবতার অসন্তোষ
প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়। কিন্তু
মূর্খদের কেমনে বুঝাব? চোখে চাহে
দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ! তোমার আমার হাতে সত্য নাই!
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে, কথা সত্য
নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্ত্তি সত্য নহে,
চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে, কেহ
নাহি জানে তা'রে, কেহ নাহি পায় তা'রে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারিদিকে
ফাটিয়া পড়েছে, সত্য তাই নাম ধরে
মহামায়া, অর্থ তা'র মহামিথ্যা। সত্য

মহারাজ বসে' থাকে রাজঅন্তঃপুরে—
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তা'র, চতুর্দ্দিকে
মরে খেটে খেটে।—শিরে হাত দিয়ে, বসে'
বসে' ভাব—আমার অনেক কাজ আছে।
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

জয়সিংহ

যে তরঙ্গ তীরে নিয়ে আসে, সেই ফিরে
অকূলের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়।
সত্য নহে, সত্য নহে, সত্য নহে; সবি
মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা। দেবী নাই প্রতিমার
মাঝে, তবে কোথা আছে? কোথাও সে নাই
দেবী নাই। ধন্য ধন্য ধন্য মিথ্যা তুমি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

রাজা, চাঁদপাল

চাঁদপাল

প্রজারা করিছে কুমন্ত্রণা। মোগলের
সেনাপতি চলিয়াছে আসামের দিকে
যুদ্ধ লাগি',—নিকটেই আছে, দুই চারি

দিবসের পথে। প্রজারা তাহারি কাছে
পাঠাবে প্রস্তাব—তোমারে করিতে দূর
সিংহাসন হ'তে।

গোবিন্দমাণিক্য

আমারে করিবে দূর ?
মোর পরে এত অসন্তোষ ?

চাঁদপাল

মহারাজ,
সেবকের অনুনয় রাখ—পশুরক্ত
এত যদি ভালো লাগে নিষ্ঠুর প্রজার,
দাও তাহাদের পশু,—রাক্ষসী প্রবৃত্তি
পশুর উপর দিয়া যাক্। সর্ব্বদাই
ভয়ে ভয়ে আছি কখন্ কি হ'য়ে পড়ে।

গোবিন্দমাণিক্য

আছে ভয় জানি চাঁদপাল। রাজকার্য্য
সেও আছে! পাথার ভীষণ, তরী
তীরে নিয়ে যেতে হ'বে। গেছে কি প্রজার
দূত মোগলের কাছে ?

চাঁদপাল

এতক্ষণে গেছে।

গোবিন্দমাণিক্য

চাঁদপাল, তুমি তবে যাও এই বেলা,
মোগলের শিবিরের কাছাকাছি থেকো—
যখন যা ঘটে সেথা পাঠায়ো সংবাদ।

চাঁদপাল

মহারাজ, সাবধানে থেকো হেথা প্রভু,
অন্তরে বাহিরে শত্রু।

(প্রস্থান)

গুণবতীর প্রবেশ

গোবিন্দমাণিক্য

প্রিয়ে, বড় শুষ্ক,
বড় শূন্য এ সংসার, অন্তরে বাহিরে
শত্রু। তুমি এসে ক্ষণেক দাঁড়াও হেসে,
ভালবেসে চাও মুখপানে। প্রেমহীন
অন্ধকার ষড়যন্ত্র বিপদ বিদ্বেষ
সবার উপরে হোক্ তব সুধাময়
আবির্ভাব, ঘোর নিশীথের শিরোদেশে
নির্ণিমেষ চন্দ্রের মতন। প্রিয়তমে,
নিরুত্তর কেন? অপরাধ বিচারের
এই কি সময়? তৃষার্ত্ত হৃদয় যবে
মুমূর্ষুর মত চাহে মরুভূমি মাঝে

সুধাপাত্র হাতে নিয়ে চলে' যাবে ? চলে'
গেলে ? হায়, দুর্ব্বহ জীবন !

(গুণবতীর প্রস্থান)

নক্ষত্রের প্রবেশ

নক্ষত্ররায়

(স্বগত) যেথা যাই সকলেই বলে "রাজা হবে ?"
"রাজা হবে ?" এ বড় আশ্চর্য্য কাণ্ড ! একা
বসে' থাকি তবু শুনি কে যেন বলিছে
রাজা হবে ? রাজা হবে ? দুই কানে যেন
বাসা করিয়াছে দুই টিয়ে পাখী—এক
বুলি জানে শুধু—রাজা হবে ? রাজা হবে ?
ভালো বাপু তাই হ'ব—কিন্তু রাজরক্ত
সে কি তোরা এনে দিবি ?

গোবিন্দমাণিক্য

নক্ষত্র ! (নক্ষত্র সচকিত)

নক্ষত্র !

আমারে মারিবে তুমি ? বল, সত্য বল,
আমারে মারিবে ? এই কথা জাগিতেছে
হৃদয়ে তোমার নিশিদিন ? এই কথা
মনে নিয়ে মোর সাথে হাসিয়া বলেছ
কথা, প্রণাম করেছ পায়ে, আশীর্ব্বাদ

করেছ গ্রহণ, মধ্যাহ্নে আহার কালে
এক অন্ন ভাগ করে' করেছ ভোজন,
এই কথা নিয়ে? বুকে ছুরি দেবে? ওরে
ভাই, এই বুকে টেনে নিয়েছিনু তোরে
এ কঠিন মর্ত্ত্যভূমি প্রথম চরণে
তোর বেজেছিল যবে,—এই বুকে টেনে
নিয়েছিনু তোরে, যে দিন জননী, তোর
শিরে শেষ স্নেহ-হস্ত রেখে, চলে' গেল
ধরাধাম শূন্য করি—আজ সেই তুই
সেই বুকে ছুরি দিবি? এক রক্তধারা
বহিতেছে দোঁহার শরীরে, যেই রক্ত
পিতৃপিতামহ হ'তে বহিয়া এসেছে
চিরদিন ভাইদের শিরায় শিরায়,
সেই শিরা ছিন্ন করে' দিয়ে, সেই রক্ত
ফেলিবি ভূতলে?—এই বন্ধ করে' দিনু
দ্বার, এই নে আমার তরবারী, মার্
অবারিত বক্ষে, পূর্ণ হোক্ মনস্কাম!

নক্ষত্ররায়

ক্ষমা কর! ক্ষমা কর ভাই! ক্ষমা কর!

গোবিন্দমাণিক্য

এস বৎস ফিরে এস! সেই বক্ষে ফিরে

এস! ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছ? এ সংবাদ
শুনেছি যখন, তখনি করেছি ক্ষমা।
তোরে ক্ষমা না করিতে অক্ষম যে আমি।

নক্ষত্ররায়

রঘুপতি দেয় কুমন্ত্রণা, রক্ষ মোরে
তা'র কাছ হ'তে।

গোবিন্দমাণিক্য

কোনো ভয় নেই ভাই।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর-কক্ষ

গুণবতী

তবু ত হ'ল না। আশা ছিল মনে মনে
কঠিন হইয়া থাকি কিছু দিন যদি
তাহা হ'লে আপনি আসিবে ধরা দিতে
প্রেমের তৃষায়। এত অহঙ্কার ছিল
মনে। মুখ ফিরে থাকি, কথা নাহি কই
অশ্রু'ও ফেলিনে, শুধু শুষ্ক রোষ, শুধু

অবহেলা এমন ত কত দিন গেল।
শুনেছি নারীর রোষ পুরুষের কাছে
শুধু শোভা আভাময়, তাপ নাহি তাহে,
হীরকের দীপ্তিসম। ধিক্ থাক্ শোভা!
এ রোষ বজ্রের মত হ'ত যদি, তবে
পড়িত প্রাসাদ পরে, ভাঙিত রাজার
নিদ্রা, চূর্ণ হ'ত রাজ-অহঙ্কার, পূর্ণ
হ'ত রাণীর মহিমা। আমি রাণী, কেন
জন্মাইলে এ মিথ্যা বিশ্বাস? হৃদয়ের
অধীশ্বরী তব—এই মন্ত্র প্রতিদিন
কেন দিলে কানে? কেন না জানালে মোরে
আমি ক্রীতদাসী, রাজার কিঙ্করী শুধু,
রাণী নহি,—তাহা হ'লে আজিকে সহসা
এ আঘাত, এ পতন সহিতে হ'ত না।

ধ্রুবের প্রবেশ

কোথা যাস্ তুই?

ধ্রুব

আমারে ডেকেছে রাজা।

(প্রস্থান)

গুণবতী

রাজার হৃদয়রত্ন এই সে বালক।

ওরে শিশু, চুরি করে' নিয়েছিস্ তুই
আমার সন্তান তরে যে আসন ছিল।
না আসিতে আমার বাছারা, তাহাদের
পিতৃস্নেহ পরে তুই বসাইলি ভাগ।
রাজ-হৃদয়ের সুধাপাত্র হ'তে তুই
নিলি প্রথম অঞ্জলি, রাজপুত্র এসে
তোরি কি প্রসাদ পাবে ওরে রাজদ্রোহী?
মাগো মহামায়া, এ কি তোর অবিচার?
এত সৃষ্টি, এত খেলা তোর—খেলাচ্ছলে
দে আমারে একটি সন্তান,—দে জননি,
শুধু এইটুকু শিশু, কোলটুকু ভরে'
যায় যাহে! তুই যা' বাসিস্ ভালো, তাই
দিব তোরে।

নক্ষত্রের প্রবেশ

নক্ষত্র, কোথায় যাও? ফিরে
যাও কেন? এত ভয় কারে তব? আমি
নারী, অস্ত্রহীন, বলহীন, নিরুপায়,
অসহায়,—আমি কি ভীষণ এত?

নক্ষত্ররায়

না, না,
মোরে ডাকিয়ো না।

গুণবতী

কেন কি হয়েছে ?

নক্ষত্ররায়

আমি

রাজা নাহি হব।

গুণবতী

নাই হ'লে ! তাই বলে'

এত আস্ফালন কেন ?

নক্ষত্ররায়

চিরকাল বেঁচে

থাক্ রাজা, আমি যেন যুবরাজ থেকে

মরি !

গুণবতী

তাই মর, শীঘ্র মর, পূর্ণ হোক্

মনোরথ। আমি কি তোমার পায়ে ধরে'

রেখেছি বাঁচিয়ে ?

নক্ষত্ররায়

তবে কি বলিবে বল।

গুণবতী

যে চোর করিছে চুরি তোমারি মুকুট

তাহারে সরায়ে দাও। বুঝেছ কি ?

নক্ষত্ররায়

সব

বুঝিয়াছি, শুধু কে সে চোর বুঝি নাই।

গুণবতী

ওই যে বালক ধ্রুব। বাড়িছে রাজার
কোলে, দিনে দিনে উঁচু হ'য়ে উঠিতেছে
মুকুটের পানে।

নক্ষত্ররায়

তাই বটে? এতক্ষণে
বুঝিলাম সব। মুকুট দেখেছি বটে
ধ্রুবের মাথায়। আমি বলি শুধু খেলা।

গুণবতী

মুকুট লইয়া খেলা? বড় কাল খেলা।
এই বেলা ভেঙে দাও খেলা—নহে তুমি
সে খেলার হইবে খেলনা।

নক্ষত্ররায়

তাই বটে?
এ ত ভালো খেলা নয়।

গুণবতী

অর্দ্ধরাত্রে আজি
গোপনে লইয়া তা'রে দেবীর চরণে
মোর নামে কর নিবেদন। তা'র রক্তে
নিবে যাবে দেব-রোষানল, স্থায়ী হবে
সিংহাসন এই রাজবংশে—পিতৃলোক
গাহিবেন কল্যাণ তোমার। বুঝেছ কি ?

নক্ষত্ররায়

বুঝিয়াছি।

গুণবতী

তবে যাও। যা বলিনু কর
মনে রেখো, মোর নামে কোরো নিবেদন।

নক্ষত্ররায়

তাই হবে। মুকুট লইয়া খেলা ? একি
সর্ব্বনাশ ! দেবীর সন্তোষ, রাজ্যরক্ষা,
পিতৃলোক— বুঝিতে কিছুই বাকি নেই।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির-সোপান

জয়সিংহ

দেবি, আছ, তুমি ; দেবি, থাক তুমি !
এ অসীম রজনীর সর্ব্ব প্রান্তশেষে
যদি থাক কণামাত্র হ'য়ে, সেথা হ'তে
ক্ষীণতম স্বরে সাড়া দাও, বল মোরে
"বৎস আছি !"—নাই, নাই, দেবী নাই।
নাই ? দয়া করে' থাক ! অয়ি মায়াময়ী
মিথ্যা, দয়া কর্, দয়া কর্ জয়সিংহে,
সত্য হ'য়ে ওঠ্ ! আশৈশব ভক্তি মোর,
আজন্মের প্রেম তোরে প্রাণ দিতে নারে ?
এত মিথ্যা তুই ? এ জীবন কারে দিলি
জয়সিংহ ? সব ফেলে দিলি সত্যশূন্য
দয়াশূন্য, মাতৃশূন্য সর্ব্ব শূন্য মাঝে ?

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা, আবার এসেছিস্ ? তাড়ালেম
মন্দির বাহিরে, তবু তুই অনুক্ষণ
আশে পাশে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াস্
সুখের দুরাশা সম দরিদ্রের মনে ?
সত্য আর মিথ্যায় প্রভেদ শুধু এই।

মিথ্যারে রাখিয়া দিই মন্দিরের মাঝে
বহুযত্নে, তবুও সে থেকেও থাকে না।
সত্যেরে তাড়ায়ে দিই মন্দির বাহিরে
অনাদরে, তবুও সে ফিরে ফিরে আসে।
অপর্ণা, যাস্‌নে তুই, তোরে আমি আর
ফিরাব না। আয়, এইখানে বসি দোঁহে।
অনেক হয়েছে রাত। কৃষ্ণপক্ষশশী
উঠিতেছে তরু-অন্তরালে। চরাচর
সুপ্তিমগ্ন, শুধু মোরা দোঁহে নিদ্রাহীন।
অপর্ণা বিষাদময়ি, তোরেও কি গেছে
ফাঁকি দিয়ে মায়ার দেবতা? দেবতায়
কোন্ আবশ্যক? কেন তা'রে ডেকে আনি
আমাদের ছোট-খাটো সুখের সংসারে?
তা'রা কি মোদের ব্যথা বুঝে? পাষাণের
মত শুধু চেয়ে থাকে; আপন ভায়েরে
প্রেম হ'তে বঞ্চিত করিয়া, সেই প্রেম
দিই তা'রে, সে কি তা'র কোনো কাজে লাগে?
এ সুন্দরী সুখময়ী ধরণী হইতে
মুখ ফিরাইয়া তা'র দিকে চেয়ে থাকি,
সে কোথায় চায়? তা'র কাছে ক্ষুদ্র বটে
তুচ্ছ বটে, তবু ত আমার মাতৃধরা;
তা'র কাছে কীটবৎ তবু ত আমার

ভাই ; অবহেলে অন্ধরথচক্রতলে
দলিয়া চলিয়া যায়, তবু সে দলিত
উপেক্ষিত, তা'রা ত আমার আপনার।
আয় ভাই নির্ভয়ে দেবতাহীন হ'য়ে
আরো কাছাকাছি সবে বেঁধে বেঁধে থাকি।
রক্ত চাই ? স্বরগের ঐশ্বর্য্য ত্যজিয়া
এ দরিদ্র ধরাতলে তাই কি এসেছ ?
সেথায় মানব নেই, জীব নেই কেহ,
রক্ত নেই, ব্যথা পাবে হেন কিছু নেই,
তাই স্বর্গে হয়েছে অরুচি ? আসিয়াছ
মৃগয়া করিতে, নির্ভয় বিশ্বাসসুখে
যেথা বাসা বেঁধে আছে মানবের ক্ষুদ্র
পরিবার ? অপর্ণা, বালিকা, দেবী নাই !

অপর্ণা

জয়সিংহ, তবে চলে' এস, এ মন্দির
ছেড়ে।

জয়সিংহ

যাব, যাব, তাই যাব, ছেড়ে চলে'
যাব। হায়রে অপর্ণা, তাই যেতে হবে !
তবু যে রাজত্বে আজন্ম করেছি বাস
পরিশোধ করে' দিয়ে তা'র রাজকর

তবে যেতে পাব ! থাক্ ও সকল কথা !
দেখ্ চেয়ে, গোমতীর শীর্ণ জলরেখা
জ্যোৎস্নালোকে পুলকিত,—কলধ্বনি তা'র
এক কথা শতবার করিছে প্রকাশ।
আকাশেতে অর্দ্ধচন্দ্র পাণ্ডুমুখচ্ছবি
শ্রান্তিক্ষীণ—বহু রাত্রিজাগরণে যেন
পড়েছে চাঁদের চোখে আধেক পল্লব
ঘুমভারে। সুন্দর জগৎ ! হা অপর্ণা,
এমন রাত্রির মাঝে দেবী নাই ! থাক্
দেবী ! অপর্ণা, জানিস্ কিছু সুখভরা
সুধাভরা কোনো কথা ? শুধু তাই বল্ !
যা শুনিলে মুহূর্ত্তে অতলে মগ্ন হ'য়ে
ভুলে যাব জীবনের তাপ, মরণ যে
কত মধুরতাময় আগে হ'তে পাব
তা'র স্বাদ। অপর্ণা, এমন কিছু বল্
ওই মধুকণ্ঠে তোর, ওই মধুআঁখি
রেখে মোর মুখপানে, এই জনহীন
স্তব্ধ-রজনীতে, এই বিশ্বজগতের
নিদ্রামাঝে, বল্‌রে অপর্ণা, যা শুনিলে
মনে হ'বে চারিদিকে আর কিছু নাই,
শুধু ভালবাসা ভাসিতেছে, পূর্ণিমার
সুপ্তরাত্রে রজনীগন্ধার গন্ধসম।

অপর্ণা

হায় জয়সিংহ বলিতে পারিনে কিছু,
বুঝি মনে আছে কত কথা।

জয়সিংহ

তবে আরো
কাছে আয়, মন হ'তে মনে যাক্ কথা!
--এ কি করিতেছি আমি, অপর্ণা, অপর্ণা,
চলে' যা মন্দির ছেড়ে, গুরুর আদেশ।

অপর্ণা

জয়সিংহ, হোয়ো না নিষ্ঠুর। বারবার
ফিরায়ো না। কি সহেছি অন্তর্যামী জানে।

জয়সিংহ

তবে আমি যাই, এক দণ্ড হেথা নহে।
(**কিয়দ্দূর গিয়া ফিরিয়া**)
অপর্ণা, নিষ্ঠুর আমি? এই কি রহিবে
তোর মনে, জয়সিংহ নিষ্ঠুর কঠিন?
কখনো কি হাসিমুখে কহি নাই কথা?
কখনো কি ডাকি নাই কাছে? কখনো কি
ফেলি নাই অশ্রুজল তোর অশ্রু দেখে?
অপর্ণা, সে সব কথা পড়িবে না মনে,

শুধু মনে রহিবে জাগিয়া, জয়সিংহ
নিষ্ঠুর পাষাণ—যেমন পাষাণ ওই
পাষাণের ছবি, দেবী বলিতাম যারে ?
হায় দেবী, তুই যদি দেবী হইতিস্,
তুই যদি বুঝিতিস্ এই অন্তর্দাহ !

অপর্ণা

বুদ্ধিহীন ব্যথিত এ ক্ষুদ্র নারী-হিয়া,
ক্ষমা কর এরে। এই বেলা এস,
জয়সিংহ, এস মোরা এ মন্দির ছেড়ে'
যাই।

জয়সিংহ

রক্ষা কর ! অপর্ণা, করুণা কর !
দয়া করে' মোরে ফেলে চলে' যাও ! এক
কাজ বাকি আছে এ জীবনে, সেই হোক্
প্রাণেশ্বর, তা'র স্থান তুমি কাড়িয়ো না।

(**দ্রুত প্রস্থান**)

অপর্ণা

শতবার সহিয়াছি, আজ কেন আর
নাহি সহে ? আজ কেন ভেঙে পড়ে প্রাণ ?

পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

নক্ষত্ররায়—রঘুপতি—নিদ্রিত ধ্রুব

রঘুপতি

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন। সে দিন অমনি করে'
কেঁদেছিল, নূতন দেখিয়া চারিদিক,
হতাশ্বাসশ্রান্তশোকে অমনি করিয়া
ঘুমায়ে পড়িয়াছিল সন্ধ্যা হ'য়ে গেল
ওইখানে দেবীর চরণে। ওরে দেখে
তা'র সেই শিশু-মুখ শিশুর ক্রন্দন
মনে পড়ে।

নক্ষত্ররায়

ঠাকুর কোরো না দেরি আর,
ভয় হয় কখন্ সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি

সংবাদ কেমন করে' পাবে? চারিদিকে
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

নক্ষত্ররায়

একবার
মনে হ'ল যেন দেখিলাম কার ছায়া।

রঘুপতি

আপন ভয়ের।

নক্ষত্ররায়

শুনিলাম যেন কার
ক্রন্দনের স্বর।

রঘুপতি

আপনার হৃদয়ের।
দূর হোক্ নিরানন্দ। এস পান করি
কারণ সলিল। (মদ্যপান) মনোভাব যতক্ষণ
মনে থাকে, ততক্ষণ দেখায় বৃহৎ—
কার্য্যকালে ছোট হ'য়ে আসে। বহু বাষ্প
গলে' গিয়ে একবিন্দু জল। কিছুই না,
শুধু মুহূর্ত্তের কাজ। শুধু শীর্ণশিখা
প্রদীপ নিভাতে যতক্ষণ। ঘুম হ'তে
চকিতে মিলায়ে যাবে গাঢ়তর ঘুমে
ওই প্রাণ-রেখাটুকু,—শ্রাবণ-নিশীথে
বিজুলী-ঝলক সম, শুধু বজ্র তা'র
চিরদিন বিঁধে র'বে রাজদম্ভমাঝে।

এস, এস যুবরাজ, ম্লান হ'য়ে কেন
বসে' আছ একপাশে—মুখে কথা নেই,
হাসি নেই, নির্ব্বাপিতপ্রায়। এস, পান
করি আনন্দ-সলিল।

নক্ষত্ররায়

অনেক বিলম্ব
হ'য়ে গেছে। আমি বলি আজ থাক্। কাল
পূজা হবে।

রঘুপতি

বিলম্ব হয়েছে বটে। রাত্রি
শেষ হ'য়ে আসে।

নক্ষত্ররায়

ওই শোন পদধ্বনি!

রঘুপতি

কই? নাহি শুনি।

নক্ষত্ররায়

ওই শোন, ওই দেখ
আলো।

রঘুপতি

সংবাদ পেয়েছে রাজা। আর তবে
এক পল দেরি নয়। জয় মহাকালী!

(খড়্গা উত্তোলন)

রাজা ও প্রহরিগণের দ্রুত প্রবেশ

(রাজার নির্দ্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও
নক্ষত্ররায় ধৃত হইল)

গোবিন্দমাণিক্য

নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

বিচার-সভা

গোবিন্দমাণিক্য

(রঘুপতিকে) আর কিছু বলিবার আছে ?

রঘুপতি

কিছু নাই

গোবিন্দমাণিক্য

অপরাধ করিছ স্বীকার ?

রঘুপতি

অপরাধ ?

অপরাধ করিয়াছি বটে, দেবীপূজা
করিতে পারিনি শেষ,—মোহে মূঢ় হ'য়ে
বিলম্ব করেছি অকারণে। তা'র শাস্তি
দিতেছেন দেবী, তুমি উপলক্ষ শুধু।

গোবিন্দমাণিক্য

শুন সর্ব্বলোক, আমার নিয়ম এই—
পবিত্র পূজার ছলে দেবতার কাছে

যে মোহান্ধ দিবে জীববলি, কিম্বা তারি
করিবে উদ্যোগ রাজ-আজ্ঞা তুচ্ছ করি,
নির্ব্বাসনদণ্ড তা'র প্রতি। রঘুপতি,
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসন করিবে যাপন ;
তোমারে আসিবে রেখে সৈন্য চারিজন
রাজ্যের বাহিরে।

রঘুপতি

দেবী ছাড়া, এ জগতে
এ জানু হয় নি নত আর কারো কাছে।
আমি বিপ্র তুমি শূদ্র, তবু জোড়করে
নত জানু আজ আমি প্রার্থনা করিব
তোমা কাছে, দুই দিন দাও অবসর—
শ্রাবণের শেষ দুইদিন। তা'র পরে
শরতের প্রথম প্রত্যূষে—চলে' যাব
তোমার এ অভিশপ্ত দগ্ধ রাজ্য ছেড়ে,
আর ফিরাব না মুখ।

গোবিন্দমাণিক্য

দুই দিন দিনু
অবসর।

রঘুপতি

মহারাজ রাজ-অধিরাজ,

মহিমাসাগর তুমি কৃপা-অবতার।
ধূলির অধম আমি, দীন অভাজন।

(প্রস্থান)

গোবিন্দমাণিক্য

নক্ষত্র, স্বীকার কর অপরাধ তব।

নক্ষত্ররায়

মহারাজ, দোষী আমি, সাহস না হয়
মার্জ্জনা করিতে ভিক্ষা।

(পদতলে পতন)

গোবিন্দমাণিক্য

বল, তুমি কার
মন্ত্রণায় ভুলে এ কাজে দিয়েছ হাত ?
স্বভাবকোমল তুমি, নিদারুণ বুদ্ধি
এ তোমার নহে।

নক্ষত্ররায়

আর কারে দিব দোষ ?
ল'ব না এ পাপমুখে আর কারো নাম।
আমি শুধু একা অপরাধী। আপনার
পাপমন্ত্রণায় আপনি ভুলেছি। শত
দোষ ক্ষমা করিয়াছ নির্ব্বোধ ভ্রাতার,
আরবার ক্ষমা কর।

গোবিন্দমাণিক্য

নক্ষত্র, চরণ
ছেড়ে ওঠ, শোন কথা। ক্ষমা কি আমার
কাজ? বিচারক আপন শাসনে বদ্ধ,
বন্দী হ'তে বেশি বন্দী। এক অপরাধে
দণ্ড পাবে একজনে, মুক্তি পাবে আর
এমন ক্ষমতা নাই বিধাতার, আমি
কোথা আছি?

সকলে

ক্ষমা কর, ক্ষমা কর প্রভু
নক্ষত্র তোমার ভাই।

গোবিন্দমাণিক্য

স্থির হও সবে।
ভাই বন্ধু কেহ নাই মোর, এ আসনে
যতক্ষণ আছি। প্রমাণ হইয়া গেছে
অপরাধ। ছাড়ায়ে ত্রিপুররাজ্যসীমা
ব্রহ্মপুত্র-নদীতীরে আছে রাজগৃহ
তীর্থস্নান তরে, সেথায় নক্ষত্ররায়
অষ্টবর্ষ নির্ব্বাসন করিবে যাপন।

(প্রহরিগণ নক্ষত্রকে লইয়া যাইতে উদ্যত। রাজার সিংহাসন হইতে অবরোহণ)

গোবিন্দমাণিক্য

দিয়ে যাও বিদায়ের আলিঙ্গন, ভাই,
এ দণ্ড তোমার শুধু একেলার নহে,
এ দণ্ড আমার। আজ হ'তে রাজগৃহ
সূচিকণ্টকিত হ'য়ে বিঁধিবে আমায়।
রহিল তোমার সাথে আশীর্ব্বাদ মোর ;
যতদিন দূরে র'বি রাখিবেন তোরে
দেবগণ।

(**নক্ষত্রের প্রস্থান**)

গোবিন্দমাণিক্য

(সভাসদ্‌গণের প্রতি) সভাগৃহ ছেড়ে যাও সবে,
ক্ষণেক একেলা র'ব আমি।

(**সকলের প্রস্থান**)

দ্রুত নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়

মহারাজ,
সমূহ বিপদ !

গোবিন্দমাণিক্য

রাজা কি মানুষ নহে ?
হায় বিধি, হৃদয় তাহার গড়নি কি
অতি দীন দরিদ্রের সমান করিয়া ?

দুঃখ দিবে সবার মতন, অশ্রুজল
ফেলিবার অবসর দিবে না কি শুধু ?
কিসের বিপদ, বলে' যাও শীঘ্র করি।

নয়নরায়

মোগলের সৈন্য সাথে আসে চাঁদপাল,
নাশিতে ত্রিপুরা।

গোবিন্দমাণিক্য

এ নহে নয়নরায়
তোমার উচিত ! শত্রু বটে চাঁদপাল,
তাই বলে' তা'র নামে হেন অপবাদ ?

নয়নরায়

অনেক দিয়েছ দণ্ড দীন অধীনেরে,
আজ এই অবিশ্বাস সব চেয়ে বেশি।
শ্রীচরণচ্যুত হ'য়ে আছি, তাই বলে'
গিয়েছি কি এত অধঃপাতে ?

গোবিন্দমাণিক্য

ভালো করে'
বল আরবার, বুঝে দেখি সব।

নয়নরায়

যোগ
দিয়ে মোগলের সাথে চাহে চাঁদপাল
তোমারে করিতে রাজ্যচ্যুত।

গোবিন্দমাণিক্য

তুমি কোথা
পেলে এ সংবাদ ?

নয়নরায়

যে দিন আমারে প্রভু
নিরস্ত্র করিলে, অস্ত্রহীন লাজে, চলে'
গেনু দেশান্তরে ; শুনিলাম আসামের
সাথে মোগলের বাধিছে বিবাদ ; তাই
চলেছিনু সেথাকার রাজসন্নিধানে
মাগিতে সৈনিকপদ। পথে দেখিলাম
আসিছে মোগল সৈন্য ত্রিপুরার পানে
সঙ্গে চাঁদপাল। সন্ধানে জেনেছি তা'র
অভিসন্ধি। ছুটিয়া এসেছি রাজপদে।

গোবিন্দমাণিক্য

সহসা এ কি হ'ল সংসারে, হে বিধাতঃ ?
শুধু দুই চারিদিন হ'ল, ধরণীর

কোন্‌খানে ছিদ্রপথ হয়েছে বাহির,
সমুদয় নাগবংশ রসাতল হ'তে
উঠিতেছে চারিদিকে পৃথিবীর পরে,
পদে পদে তুলিতেছে ফণা। এসেছে কি
প্রলয়ের কাল? এখন সময় নহে
বিস্ময়ের। সেনাপতি, লহ সৈন্যভার।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মন্দির-প্রাঙ্গণ

জয়সিংহ—রঘুপতি

রঘুপতি

গেছে গর্ব্ব, গেছে তেজ, গেছে ব্রাহ্মণত্ব,
ওরে বৎস, আমি তোর গুরু নহি আর।
কাল আমি অসংশয়ে করেছি আদেশ
গুরুর গৌরবে, আজ শুধু সানুনয়ে
ভিক্ষা মাগিবার মোর আছে অধিকার।
অন্তরেতে সে দীপ্তি নিভেছে, যার বলে
তুচ্ছ করিতাম আমি ঐশ্বর্য্যের জ্যোতি,

রাজার প্রতাপ। নক্ষত্র পড়িলে খসি
তা'র চেয়ে শ্রেষ্ঠতর মাটির প্রদীপ ;
তাহারে খুঁজিয়া ফিরে পরিহাসভরে
খদ্যোৎ ধূলির মাঝে, খুঁজিয়া না পায়।
দীপ প্রতিদিন নেভে, প্রতিদিন জ্বলে,
বারেক নিভিলে তারা চিরঅন্ধকার।
আমি সেই চিরদীপ্তিহীন ; সামান্য এ
পরমায়ু, দেবতার অতি ক্ষুদ্র দান,
ভিক্ষা মেগে লইয়াছি তারি দুটো দিন
রাজদ্বারে নতজানু হ'য়ে। জয়সিংহ,
সেই দুই দিন যেন ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই দুই দিন যেন আপন কলঙ্ক
ঘুচায়ে মরিয়া যায়। কালামুখ তা'র
রাজরক্তে রাঙা করে' তবে যায় যেন।
বৎস, কেন নিরুত্তর ? গুরুর আদেশ
নাহি আর। তবু তোরে করেছি পালন
আশৈশব, কিছু নহে তা'র অনুরোধ ?
নহি কিরে আমি তোর পিতার অধিক
পিতৃবিহীনের পিতা বলে' ? এই দুঃখ,
এত করে' স্মরণ করাতে হ'ল। কৃপা-
ভিক্ষা সহ্য হয়, ভালবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক

সে যে! বৎস, তবু নিরুত্তর? জানু তবে
আর বার নত হোক্। কোলে এসেছিল
যবে, ছিল এতটুকু, এ জানুর চেয়ে
ছোট, তা'র কাছে নত হোক জানু। পুত্র,
ভিক্ষা চাই আমি।

জয়সিংহ

পিতা, এ বিদীর্ণ বুকে.
আর হানিয়ো না বজ্র। রাজরক্ত চাহে
দেবী, তাই তা'রে এনে দিব। যাহা চাহে
সব দিব। সব ঋণ শোধ করে' দিয়ে
যাব। তাই হবে। তাই হবে।

(প্রস্থান)

রঘুপতি

তবে, তাই
হোক্। দেবী চাহে, তাই বলে' দিস্। আমি
কেহ নই। হায় অকৃতজ্ঞ, দেবী তোর
কি করেছে? শিশুকাল হ'তে দেবী তোরে
প্রতিদিন করেছে পালন? রোগ হ'লে
করিয়াছে সেবা? ক্ষুধায় দিয়াছে অন্ন?
মিটায়েছে জ্ঞানের পিপাসা? অবশেষে
এই অকৃতজ্ঞতার ব্যথা নিয়েছে কি
দেবী বুক পেতে? হায়, কলিকাল! থাক্!

তৃতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ-কক্ষ

রাজা

নয়নরায়ের প্রবেশ

নয়নরায়

বিদ্রোহী সৈনিকদের এনেছি ফিরায়ে,
যুদ্ধসজ্জা হয়েছে প্রস্তুত। আজ্ঞা দাও
মহারাজ, অগ্রসর হই—আশীর্ব্বাদ
কর—

গোবিন্দমাণিক্য

চল সেনাপতি, নিজে আমি যাব
রণক্ষেত্রে।

নয়নরায়

যতক্ষণ এ দাসের দেহে
প্রাণ আছে, ততক্ষণ মহারাজ, ক্ষান্ত
থাক, বিপদের মুখে গিয়ে—

গোবিন্দমাণিক্য

সেনাপতি,
সবার বিপদ-অংশ হ'তে মোর অংশ
নিতে চাই আমি। মোর রাজঅংশ সব

চেয়ে বেশি। এস সৈন্যগণ, লহ মোরে
তোমাদের মাঝে। তোমাদের নৃপতিরে
দূর সিংহাসনচূড়ে নির্ব্বাসিত করে'
সমরগৌরব হ'তে বঞ্চিত কোরো না।

চরের প্রবেশ

চর

নির্ব্বাসনপথ হ'তে লয়েছে কাড়িয়া
কুমার নক্ষত্ররায়ে মোগলের সেনা;
রাজপদে বরিয়াছে তাঁরে। আসিছেন
সৈন্য ল'য়ে রাজধানীপানে।

গোবিন্দমাণিক্য

চুকে গেল
আর ভয় নাই, যুদ্ধ তবে গেল মিটে!

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী

বিপক্ষশিবির হ'তে পত্র আসিয়াছে।

গোবিন্দমাণিক্য

নক্ষত্রের হস্তলিপি। শান্তির সংবাদ
হবে বুঝি।—এই কি স্নেহের সম্ভাষণ?
এ ত নহে নক্ষত্রের ভাষা! চাহে মোর

নির্ব্বাসন, নতুবা ভাসাবে রক্তস্রোতে
সোনার ত্রিপুরা—দগ্ধ করে' দিবে দেশ,
বন্দী হবে মোগলের অন্তঃপুর তরে
ত্রিপুর-রমণী ?—দেখি, দেখি, এই বটে
তারি লিপি ! "মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য !"
মহারাজ ! দেখ দেখ সেনাপতি—এই দেখ
রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত দিয়াছে রাজারে
নির্ব্বাসন দণ্ড। এমনি বিধির খেলা।

নয়নরায়

নির্ব্বাসন ? এ কি স্পর্দ্ধা ! এখনো ত যুদ্ধ
শেষ হয় নাই।

গোবিন্দমাণিক্য

এ ত নহে মোগলের
দল। ত্রিপুরার রাজপুত্র রাজা হ'তে
করিয়াছে সাধ, তা'র তরে যুদ্ধ কেন ?

নয়নরায়

রাজ্যের মঙ্গল—

গোবিন্দমাণিক্য

রাজ্যের মঙ্গল হবে ?
দাঁড়াইয়া মুখোমুখী দুই ভাই হানে

ভ্রাতৃবক্ষ লক্ষ্য করে' মৃত্যুমুখী ছুরি—
রাজ্যের মঙ্গল হবে তাহে ? রাজ্যে শুধু
সিংহাসন আছে,—গৃহস্থের ঘর নেই,
ভাই নেই, ভ্রাতৃত্ববন্ধন নেই হেথা ?
দেখি দেখি আরবার—এ কি তা'র লিপি ?
নক্ষত্রের নিজের রচনা নহে। আমি
দস্যু, আমি দেবদ্বেষী, আমি অবিচারী,
এ রাজ্যের অকল্যাণ আমি। নহে, নহে,
এ তা'র রচনা নহে।—রচনা যাহারি
হোক্, অক্ষর ত তারি বটে। নিজ হস্তে
লিখেছে ত সেই। যে সর্পেরি বিষ হোক্,
নিজের অক্ষর মুখে মাখায়ে দিয়েছে—
হেনেছে আমার বুকে।—বিধি, এ তোমার
শাস্তি,—তা'র নহে। নির্ব্বাসন ? তাই হোক্
তা'র নির্ব্বাসনদণ্ড তা'র হ'য়ে আমি
নীরবে বিনম্রশিরে করিব বহন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মন্দির বাহিরে ঝড়

পূজোপকরণ লইয়া রঘুপতি

রঘুপতি

এতদিনে আজ বুঝি জাগিয়াছ দেবি,
ওই রোষ হুহুঙ্কার। অভিশাপ হাঁকি
নগরের পর দিয়া ধেয়ে চলিয়াছে
তিমিররূপিণি। ওই বুঝি তোর
প্রলয়সঙ্গিনীগণ দারুণ ক্ষুধায়
প্রাণপণে নাড়া দেয় বিশ্বমহাতরু ?
আজ মিটাইব তোর দীর্ঘ উপবাস।
ভক্তেরে সংশয়ে ফেলি এত দিন ছিলি
কোথা দেবি ? তোর খড়গ তুই না তুলিলে
আমরা কি পারি ? আজ কি আনন্দ, তোর
চণ্ডীমূর্ত্তি দেখে। সাহসে ভরেছে চিত্ত,
সংশয় গিয়াছে ; হতমান নতশির
উঠেছে নূতন তেজে। ওই পদধ্বনি

শুনা যায়, ওই আসে তোর পূজা। জয়
মহাদেবী।

অপর্ণার প্রবেশ

দূর হ’, দূর হ’ মায়াবিনী।
জয়সিংহে চাস্ তুই ? আরে সর্ব্বনাশী
মহাপাতকিনী।

(অপর্ণার প্রস্থান)

এ কি অকাল-ব্যাঘাত !
জয়সিংহ যদি নাহি আসে ! কভু নহে !
সত্যভঙ্গ কভু নাহি হবে তা’র।—জয়
মহাকালী, সিদ্ধিদাত্রী, জয় ভয়ঙ্করী।—
যদি বাধা পায়—যদি ধরা পড়ে শেষে—
যদি প্রাণ যায় তা’র প্রহরীর হাতে ?
জয় মা অভয়া, জয় ভক্তের সহায় !
জয় মা জাগ্রত দেবী, জয় সর্ব্বজয়ী !
ভক্তবৎসলার যেন দুর্নাম না রটে
এ সংসারে, শত্রুপক্ষ নাহি হাসে যেন
নিঃশঙ্ক কৌতুকে। মাতৃঅহঙ্কার যদি
চূর্ণ হয় সন্তানের, মা বলিয়া তবে
কেহ ডাকিবে না তোরে। ওই পদধ্বনি।
জয়সিংহ বটে। জয় নৃমুণ্ডমালিনী,
পাষণ্ডদলনী মহাশক্তি !

জয়সিংহের দ্রুত প্রবেশ

জয়সিংহ

রাজরক্ত কই ?

জয়সিংহ

আছে আছে ! ছাড় মোরে !
নিজে আমি করি নিবেদন।—রাজরক্ত
চাই তোর, দয়াময়ী, জগৎপালিনী
মাতা ? নহিলে কিছুতে তোর মিটিবে না
তৃষা ? আমি রাজপুত, পূর্ব্ব পিতামহ
ছিল রাজা, এখনো রাজত্ব করে মোর
মাতামহবংশ—রাজরক্ত আছে দেহে।
এই রক্ত দিব। এই যেন শেষ রক্ত
হয় মাতা, এই রক্তে শেষ মিটে যেন
অনন্ত পিপাসা তোর, রক্ততৃষাতুরা।

(বক্ষে ছুরি বিন্ধন)

রঘুপতি

জয়সিংহ, জয়সিংহ, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর।
এ কি সর্ব্বনাশ করিলিরে ? জয়সিংহ
অকৃতজ্ঞ, গুরুদ্রোহী, পিতৃমর্ম্মঘাতী,
স্বেচ্ছাচারী, জয়সিংহ, কুলিশকঠিন,
ওরে জয়সিংহ, মোর একমাত্র প্রাণ,

প্রাণাধিক, জীবন-মন্থন-করা ধন,
জয়সিংহ, বৎস মোর হে গুরুবৎসল।
ফিরে আয়, ফিরে আয়, তোরে ছাড়া আর
কিছু নাহি চাহি ; অহঙ্কার অভিমান
দেবতা ব্রাহ্মণ সব যাক্, তুই আয়।

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা

পাগল করিবে মোরে। জয়সিংহ, কোথা
জয়সিংহ ?

রঘুপতি

আয় মা অমৃতময়ি। ডাক্
তোর সুধাকণ্ঠে, ডাক ব্যগ্রস্বরে, ডাক্
প্রাণপণে। ডাক জয়সিংহে। তুই তা'রে
নিয়ে যা' মা আপনার কাছে, আমি নাহি
চাহি।

(অপর্ণার মূর্চ্ছা)

রঘুপতি

(প্রতিমার পদতলে মাথা রাখিয়া)
ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে, ফিরে দে !

দ্বিতীয় দৃশ্য

প্রাসাদ

গোবিন্দমাণিক্য—নয়নরায়

গোবিন্দমাণিক্য

এখনি আনন্দধ্বনি ? এখনি পরেছে
দীপমালা নির্লজ্জ প্রাসাদ, উঠিয়াছে
রাজধানী-বহির্দ্বারে বিজয় তোরণ
পুলকিত নগরের আনন্দ-উৎক্ষিপ্ত
দুই বাহুসম ? এখনো প্রাসাদ হ'তে
বাহিরে আসিনি—ছাড়ি নাই সিংহাসন।
এতদিন রাজা ছিনু—কারো কি করিনি
উপকার ? কোনো অবিচার করি নাই
দূর ? কোনো অত্যাচার করিনি শাসন ?
ধিক্ ধিক্ নির্ব্বাসিত রাজা ! আপনারে
আপনি বিচার করি আপনার শোকে
আপনি ফেলিস্ অশ্রু ?—মর্ত্ত্যরাজ্য গেল
আপনার রাজা তবু আমি। মহোৎসব
হোক্ আজি অন্তরের সিংহাসন-তলে।

গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী

প্রিয়তম, প্রাণেশ্বর, আর কেন নাথ ?

এইবার শুনেছ ত দেবীর নিষেধ।
এস প্রভু, আজ রাত্রে শেষ পূজা করে'
রামজানকীর মত যাই নির্ব্বাসনে।

গোবিন্দমাণিক্য

অয়ি প্রিয়তমে, আজি শুভদিন মোর।
রাজ্য গেল, তোমারে পেলেম ফিরে। এস
প্রিয়ে যাই দোঁহে দেবীর মন্দিরে শুধু
প্রেম নিয়ে, শুধু পুষ্প নিয়ে, মিলনের
অশ্রু নিয়ে, বিদায়ের বিশুদ্ধ বিষাদ
নিয়ে, আজ রক্ত নয়, হিংসা নয়।

গুণবতী

ভিক্ষা
রাখ নাথ।

গোবিন্দমাণিক্য

বল দেবি।

গুণবতী

হোয়ো না পাষাণ।
রাজগর্ব্ব ছেড়ে দাও। দেবতার কাছে
পরাভব না মানিতে চাও যদি, তবু
আমার যন্ত্রণা দেখে গলুক হৃদয়।

তুমি ত নিষ্ঠুর কভু ছিলেনাক প্রভু,
কে তোমারে করিল পাষাণ ? কে তোমারে
আমার সৌভাগ্য হ'তে লইল কাড়িয়া
করিল আমায় রাজাহীন রাণী ?

গোবিন্দমাণিক্য

প্রিয়ে,
আমারে বিশ্বাস কর একবার শুধু।
না বুঝিয়া বোঝ মোর পানে চেয়ে। অশ্রু
দেখে বোঝ, আমারে যে ভালবাস, সেই
ভালবাসা দিয়ে বোঝ,—আর রক্তপাত
নহে। মুখ ফিরায়ো না দেবী, আর মোরে
ছাড়িয়ো না, নিরাশ কোরো না আশা দিয়ে।
যাবে যদি মার্জ্জনা করিয়া যাও তবে।
গেলে চলি ?—কি কঠিন নিষ্ঠুর সংসার !—
ওরে কে আছিস্ ?—কেহ নাই ? চলিলাম !
বিদায় হে সিংহাসন ! হে পুণ্য প্রাসাদ,
আমার পৈতৃক ক্রোড়, নির্ব্বাসিত পুত্র
তোমারে প্রণাম করে' লইল বিদায়।

তৃতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুর কক্ষ

গুণবতী

বাজা' বাদ্য বাজা' আজ, রাত্রে পূজা হবে,
আজ মোর প্রতিজ্ঞা পূরিবে। আন বলি,
আন্ জবাফুল। রহিলি দাঁড়ায়ে? আজ্ঞা
শুনিবিনে? আমি কেহ নই? রাজ্য গেছে
তাই বলে' এতটুকু রাণী বাকি নেই
আদেশ শুনিবে যার কিঙ্কর কিঙ্করী?
এই নে কঙ্কণ, এই নে হীরার কণ্ঠী—
এই নে যতেক আভরণ। ত্বরা করে'
কর গিয়ে আয়োজন, দেবীর পূজার।
মহামায়া এ দাসীরে রাখিয়ো চরণে।

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির

রঘুপতি

দেখ, দেখ, কি করে' দাঁড়ায়ে আছে, জড়
পাষাণের স্তূপ, মূঢ় নির্ব্বোধের মত!

মূক, পঙ্গু, অন্ধ ও বধির ! তোরি কাছে
সমস্ত ব্যথিত বিশ্ব কাঁদিয়া মরিছে ?
পাষাণ চরণে তোর, মহৎ হৃদয়
আপনারে ভাঙিছে আছাড়ি ? হা হা হা হা !
কোন্ দানবের এই ক্রূর পরিহাস
জগতের মাঝখানে রয়েছে বসিয়া ?
মা বলিয়া ডাকে যত জীব—হাসে তত
ঘোরতর অট্টহাস্যে নির্দ্দয় বিদ্রূপ !
দে ফিরায়ে জয়সিংহে মোর, দে ফিরায়ে !
দে ফিরায়ে রাক্ষসী পিশাচী !

(নাড়া দিয়া)

শুনিতে কি
পাস ? আছে কর্ণ ? জানিস্ কি করেছিস্ ?
কার রক্ত করেছিস্ পান ? কোন্ পুণ্য
জীবনের ? কোন্ স্নেহ দয়া প্রীতিভরা
মহা হৃদয়ের ?

থাক্ তুই চিরকাল
এই মত—এই মন্দিরের সিংহাসনে,
সরল ভক্তির প্রতি গুপ্ত উপহাস।
দিব তোর পূজা প্রতিদিন পদতলে
করিব প্রণাম, দয়াময়ী মা বলিয়া
ডাকিব তোমারে। তোর পরিচয় কারো

কাছে নাহি প্রকাশিব, শুধু ফিরায়ে দে
মোর জয়সিংহে।—কার কাছে কাঁদিতেছি ?
তবে দূর, দূর দূর, দূর করে' দাও
হৃদয়-দলনী পাষাণীরে। লঘু হোক্
জগতের বক্ষ !

(দূরে গোমতীর জলে নিক্ষেপ)

মশাল লইয়া বাদ্য বাজাইয়া গুণবতীর প্রবেশ

গুণবতী

জয় জয় জয় মহাদেবী !
দেবী কই ?

রঘুবীর

দেবী নাই।

গুণবতী

ফিরাও দেবীরে
গুরুদেব, এনে দাও তাঁরে, রোষ শান্তি
করিব তাঁহার। আনিয়াছি মা'র পূজা।
রাজ্য পতি সব ছেড়ে পালিয়াছি শুধু
প্রতিজ্ঞা আমার। দয়া কর, দয়া করে'
দেবীরে ফিরায়ে আন শুধু আজি এই
একরাত্রি তরে। কোথা দেবী ?

রঘুপতি

কোথাও সে
নাই। ঊর্দ্ধে নাই, নিম্নে নাই, কোথাও সে
নাই, কোথাও সে ছিল না কখনো।

গুণবতী

প্রভু,
এইখানে ছিল না কি দেবী?

রঘুপতি

দেবী বল
তা'রে? এ সংসারে কোথাও থাকিত দেবী
—তবে সেই পিশাচীরে দেবী বলা কভু
সহ্য কি করিত দেবী? মহত্ত্ব কি তবে
ফেলিত নিষ্ফল-রক্ত হৃদয় বিদারি'
মূঢ় পাষাণের পদে? দেবী বল তা'রে?
পুণ্য রক্ত পান করে', সে মহারাক্ষসী
ফেটে মরে' গেছে।

গুণবতী

গুরুদেব, বধিও না
মোরে, সত্য করে' বল আরবার! দেবী
নাই?

রঘুপতি

নাই।

গুণবতী

দেবী নাই ?

রঘুপতি

নাই।

গুণবতী

দেবী নাই ?

তবে কে রয়েছে ?

রঘুপতি

কেহ নাই, কিছু নাই !

গুণবতী

নিয়ে যা—নিয়ে যা পূজা ! ফিরে যা, ফিরে যা !
বল্ শীঘ্র কোন্ পথে গেছে মহারাজ !

(প্রস্থান)

অপর্ণার প্রবেশ

অপর্ণা

পিতা !

রঘুপতি

জননী, জননী, জননী আমার !
পিতা ? এ ত নহে ভর্ৎসনার নাম ! পিতা ?

মা জননী, এ পুত্রঘাতীরে পিতা বলে'
যে জন ডাকিত, সেই রেখে গেছে ওই
সুধামাখা নাম তোর কণ্ঠে, এইটুকু
দয়া করে' গেছে। আহা ডাক্ আরবার।

অপর্ণা

পিতা, এস এ মন্দির ছেড়ে যাই মোরা!

পুষ্প অর্ঘ্য লইয়া রাজার প্রবেশ

রাজা

দেবী কই?

রঘুপতি

দেবী নাই।

রাজা

এ কি রক্তধারা!

রঘুপতি

এই শেষ পুণ্য রক্ত এ পাপ মন্দিরে।
জয়সিংহ নিবায়েছে নিজ রক্ত দিয়ে
হিংসারক্ত শিখা।

রাজা

ধন্য ধন্য জয়সিংহ,
এ পূজার পুষ্পাঞ্জলি সঁপিনু তোমারে!

গুণবতী

মহারাজ !

রাজা

প্রিয়তমে !

গুণবতী

আজ দেবী নাই—

তুমি মোর একমাত্র রয়েছ দেবতা !

(প্রণাম)

রাজা

গেছে পাপ, দেবী আজ এসেছে ফিরিয়া

আমার দেবীর মাঝে।

অপর্ণা

পিতা চলে' এস।

রঘুপতি

পাষাণ ভাঙিয়া গেল,—জননী আমার

এবারে দিয়াছে দেখা প্রত্যক্ষ প্রতিমা।

জননী অমৃতময়ি।

অপর্ণা

পিতা চলে' এস।